

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা, সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা।
গলায় চাঁপার মালা আসাবাড়ি হাতে, ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে।

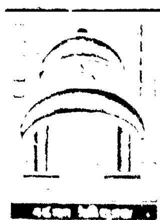
রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল

প্রথম খণ্ড

(বন্দনা হইতে লাউসেন-চুরি পালা পর্য্যন্ত)

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত

শ্রীসুকুমার সেন, এম্‌-এ, পিএইচ্‌-ডি
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্‌-এ
সম্পাদিত





সাহিত্য-সভা
বর্দ্ধমান
১৩৫১

শ্রীপ্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বি-এল্‌,
বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রাকর—শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

যাঁহার মনীষা বাঙ্গালা সংস্কৃতির আলোচনায়
বিচিত্র আলোকপাত করিয়াছে সেই
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম্‌-এ, বিদ্যানিধি
মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গিত হইল।

রূপরামের কাব্যের প্রথম খণ্ড বাহির হইল। প্রকাশিত অংশ সমগ্র কাব্যের প্রায় তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি অংশ প্রকাশিত হইবে।

প্রস্তুত গ্রন্থের উপজীব্য প্রধান পুথিগুলি আমরা বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। প্রত্যন্ত পল্লীগ্রামে পুথিসংগ্রহ যে কি ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বোধগম্য হইবার নয়। পুথি নষ্ট হয় হউক, তথাপি কেহ সহজে তাহা হাতছাড়া করিতে চাহেন না। বংশানুক্রমিক অথবা স্বকীয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহু সংস্কারের বাধা পুথি-হস্তান্তরের প্রবলতম অন্তরায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহুকাল পূর্ব্বেই পূর্ব্বপুরুষের যত্নের ধন পুথির তাড়া বিশুদ্ধ হিন্দুমতে পুষ্করিণীনীরে অথবা গোময়কুণ্ডে বিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও সযত্নে রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা তথাকথিত অনুন্নত-শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের প্রধান অপরাধ দারিদ্র্য। ধর্ম্মঠাকুরের "দেউলিয়া"দের দারিদ্র্য এখন দেবতাকেও দেউলিয়া করিয়াছে। দীন দেবতার পূজাপদ্ধতির পুথিপত্র অবহেলিত হইবারই কথা। তথাপি অনেক ধর্ম্মসেবক এখনও যে বহুযত্নে পুথিপত্র রক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন তাহা সবিশেষ সৌভাগ্যের কথা। আরও আনন্দের কথা হইতেছে আমা-দিগকে ইঁহাদের অকুণ্ঠিত সাহায্য। ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে জানিয়া ইঁহারা পরম আগ্রহে নিজেদের "যক্ষের ধন" আমাদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা রূপরামের কাব্যের পুথি দিয়া অথবা তাহা সংগ্রহে সাহায্য করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত আর বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন এইখানে তাঁহাদের নাম করিয়া আমাদের নতি জানাইতেছি।

আমাদের আদর্শ, বেজ্ঞা গ্রামের পুথি, শ্রীযুক্ত পশুপতি কুণ্ডু ও তদীয় আত্মীয়-বর্গের সহায়তায় এবং শ্রীযুক্ত নিরাপদ পণ্ডিতের সৌজন্যে আমরা ব্যবহার করিতেছি। নস্করদীঘি গ্রামের পুথি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দে-র আন্তরিক চেষ্টায় এবং সংস্কৃতিমান্ ডোম-পণ্ডিত[1] জানকীনাথের উৎসাহে সংগৃহীত হইয়াছে। হরিপুর গ্রামের পুথি পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের প্রাণপাত পরিশ্রমে ও শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যান্তের চেষ্টায় পাওয়া গিয়াছে। জগৎপুরের পুথি শ্রীযুক্ত

১। ইঁহারা বংশানুক্রমে টোল চালাইতেছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ ছাত্রও পড়ে। ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজা-অর্চ্চনাতেও ইঁহাদের কৌলিক অধিকার।

কালীপদ মণ্ডলের ও শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের দ্বারা এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পণ্ডিতের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। পীলখাঁ গ্রামের পুথি শ্রীমান্ অজিতকুমার কুণ্ডুর বিশেষ সন্ধানে ও অবিনাশচন্দ্র পণ্ডিতের সৌজন্যে অধিগত হইয়াছে। কাজোড়ার পুথি শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়, এম্‌-এ, সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মপোতার পুথি শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহায়তায় ও শ্রীযুক্ত সুষেণ পণ্ডিতের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

ভূমিকায় ধর্ম্মঠাকুরের ও তাঁহার সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রূপ-রামের পরিচয় এবং তাঁহার কাব্যরচনার কালও আলোচিত হইয়াছে এবং আমাদের উপজীব্য পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রূপরামের কাব্যের সমালোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য মুলতুবি রহিল।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের তুলিকাস্পর্শে বাঙ্গালার এই প্রাচীন কাব্যটি মণিকাঞ্চনযোগ সৌভাগ্য লাভ করিল। তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ, এম্‌-এ, রূপরামের যাত্রাপথের নক্‌শা আঁকিয়া দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

সূচিপত্র

ভূমিকা

১ ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার স্বরূপ ... ।৶০
২ ধর্ম্ম-সাহিত্য ... ৸৶০
৩ ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ... ১৴০
৪ রূপরাম চক্রবর্ত্তী ... ১॥০
৫ রূপরামের কাব্য-রচনাকাল ... ১৸৴০
৬ রূপরামের কাব্যের পুথির বিবরণ ... ১৸৵০

অশুদ্ধি-সংশোধন ... ২৲
সঙ্কেত-অক্ষর ... ২৲

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল

১ **বন্দনা পালা** ... ১
গণেশ-বন্দনা ... ১
ধর্ম্ম-বন্দনা ... ৩
ঠাকুরাণী-বন্দনা . ৫
সরস্বতী-বন্দনা . ৯
বিপ্র-বন্দনা ... ১০
দিগ্‌-বন্দনা ... ১২
আত্মকাহিনী . ১৮
২ **স্থাপনা পালা** ... ২২
৩ **আন্ত ঢেকুর পালা** ... ৩৭
৪ **রঞ্জার বিবাহ পালা** ... ৫৮
৫ **লুইচন্দ্র পালা** ... ৭৫
৬ **শালে-ভর পালা** ... ৮৭
৭ **লাউসেন-জন্ম পালা** ... ১০২
ঐ পরিশিষ্ট ... ১১২
৮ **লাউসেন-চুরি পালা** ... ১২৫

ভূমিকা

১ ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার স্বরূপ

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব একটি প্রাচীনতম অনুষ্ঠান। আধুনিক সময়ে ইহা পশ্চিম বঙ্গে—অর্থাৎ বর্দ্ধমান বিভাগে—সীমাবদ্ধ। ভাগীরথীর খাত সরিয়া যাওয়ার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরের অনেকখানি অংশ এখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইসব অঞ্চলে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা এখনও অবলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু একদা যে এই পূজা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে চৈত্র-সংক্রান্তিতে যে "দেল" (অর্থাৎ দেউল) ও "পাট" পূজা হয় তাহা ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠান বিশেষের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। বগুড়ায় যোগীর ভবনে ধর্ম্মঠাকুরের "গাদি" এখনও বর্ত্তমান।

বাঙ্গালার পশ্চিম-উত্তর সীমান্তের বাহিরেও ধর্ম্ম-পূজার ক্ষীণ চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। বিহারে যে "ছট্-পরব" (ষষ্ঠী-পর্ব্ব) ব্রত প্রচলিত আছে তাহার অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের পূজার কোন কোন অনুষ্ঠানের আশ্চর্য্য মিল আছে। পার্থক্যও কম বিস্ময়জনক নয়। ধর্ম্ম-পূজার সঙ্গে লাউ গাছের ও লাউ ফলের একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ছট্-পরবে ব্রতধারিণীকে ব্রতের দিনে লাউ খাইতে হয়, আর ধর্ম্মঠাকুরের গাজনে পুত্রৈষিণী ব্রতিনীকে লাউ খাইতে এবং লাউ গাছ পুতিতে নাই। কোন কোন স্থানের গাজনে লাউ-চারা পোতা অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।[১] ধর্ম্মঠাকুরের গাজনে "সাঙ্গজাত" বা "সাংজাত", ছট্-পরবে "সঞ্জৎ"।

ধর্ম্মঠাকুরের সাহিত্যে যে বিশিষ্ট সৃষ্টিপত্তন কাহিনী পাওয়া যাইতেছে তাহার সঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের সঙ্গে সবিশেষ ঐক্য আছে। আবার এই "নাসদীয়" সূক্তের সঙ্গে পলিনেশীয় জাতিদের বিশিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময়াবহ সামঞ্জস্য আছে। ইহা হইতে এই অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে ধর্ম্ম-পূজার মৌলিক রূপ এদেশে অষ্ট্রিক জাতির দ্বারাই আমদানি হইয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের এই পূর্ব্ব প্রান্তে আর্য্য ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের মিশ্রণে এই ক্ষীণ অনার্য্য বীজ ধর্ম্মঠাকুরের পরিপুষ্ট ব্যক্তিত্বে ও ঘরভরা গাজনের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত জয়কালী ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [দৈনিক বসুমতী ২৫ ভাদ্র ১৩৫১]।

মধ্য ভারতের আদৌ দ্রাবিড়ভাষী (অধুনা প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষী) গোণ্ডদিগের পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মায়নের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। উভয় কাহিনীর মূল যে একই তাহাতে সন্দেহ নাই। গোণ্ডদিগের কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।[১]

সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব ছিল জলময়। ভগবান্ একটি পদ্মপত্রের উপর বসিয়া ভাসিতেছিলেন। তাঁহার পাশে ছিল ভক্ত সহদেব পণ্ডিত পর্ব্বতপ্রমাণ পুথি হাতে করিয়া। পৃথিবী সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান্ তাঁহার গা হইতে এক বিন্দু মলা তুলিয়া একটি কাক সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্থলের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। ছয় মাস ঘুরিয়াও কাক স্থলের সন্ধান পাইল না। তাহার বসিবার স্থান এবং খাদ্য-পানীয়ও মিলিল না। চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর জলের মধ্যে ছিল এক বিরাট কূর্ম্ম, নাম চক্রমল ছত্রী। তাহার পা ছিল সমুদ্রের তলায়, মাথা ঠেকিয়াছিল আকাশে। কূর্ম্মের হাতের উপর গিয়া কাক বসিলে কূর্ম্ম বলিল, 'কে তুমি? আমি বারো বছর অনাহারে আছি। তোমাকে খাইব।' কাক বলিল, 'ভগবান্ আমাকে মাটির সন্ধানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ছয় মাস ঘুরিয়াও সন্ধান পাইলাম না। আমিও ক্ষুধাতুর।' কূর্ম্ম তাহাকে বসিতে বলিয়া মাটির সন্ধানে অতলে ডুব দিল।

সমুদ্রের তলায় নামিয়া কূর্ম্ম জানিল যে নল রাজা ও নল রাণী পৃথিবীকে খাইয়া ফেলিয়া নরকে চলিয়া গিয়াছে। কূর্ম্ম সেখানে গিয়া দেখিল যে পৃথিবীকে গিলিয়া তাহারা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। কূর্ম্ম গিয়া তাহাদের গলা টিপিয়া ধরিলে তাহারা এক দলা মাটি উগবাইয়া দিল। দলাটুকু কূর্ম্ম কাকের হাতে ভগবানের কাছে পাঠাইয়া দিল এক চিঠি দিয়া। মাটি পাইয়া ভগবান্ তাহা সাত টুকরা করিলেন এবং পদ্মপত্রের আসন ছিঁড়িয়া তাহাতে সাতটি বাটি করিয়া প্রত্যেক বাটিতে এক এক টুকরা রাখিয়া দিলেন। আটদিন পরে সেগুলি বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি সেই মাটি মন্থন করিতে লাগিলেন আটদিন ধরিয়া। মাটির টুকরাগুলি আশানুরূপ বাড়িতেছে না দেখিয়া ভগবান্

১ *Songs of the Forest: The Poetry of the Gonds,* Shamrao Hivale and Verrier Elwin, 1935, পৃ ১৮-২২ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা *B. C. Law Commemoration Volume*-এ প্রকাশিত হইতেছে।

সহদেব পণ্ডিতকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সহদেব পণ্ডিত পুথি খুলিয়া বসিল। আট দিন নয় রাত্রি লাগিল শুধু প্রথম পাতাটি পড়িতে। পুথির প্রথম পাতা পড়িয়া পণ্ডিত উপদেশ দিল পবনের সাহায্য লইতে। পবন আসিয়া বাটির মাটি নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে লাগিল আর ঠাকুর মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে পৃথিবী গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইল। তাহার পর উদ্ভিদ্, গোরু ও অন্যান্য পশু, এবং মানুষ।

এই কাহিনীর শেষ অংশে যে শস্য-উৎপত্তির বর্ণনা আছে তাহার সঙ্গে ধর্ম্মায়নে (এবং শিবায়নে) প্রোক্ত ধানের জন্মকথার কিছু কিছু মিল আছে। গোণ্ড-কাহিনীতে লুইচন্দ্র-আখ্যায়িকা ও ধান্য-উৎপত্তি-আখ্যায়িকা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অথবা এমনও হইতে পারে যে উভয় আখ্যায়িকা মূলতঃ অভিন্ন ছিল এবং সেই অভিন্ন মৌলিক কাহিনীর বীজ গোণ্ডদের পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

শিক্ষিতসমাজে ধর্ম্মঠাকুরের পরিচয় প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ধর্ম্মঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ পরিণতি প্রদর্শন করিয়া।[১] এদেশে তখন সবেমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও পালি সাহিত্যের চর্চা শুরু হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজির সাহায্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের ও ভারতীয় বিদ্যার আলোচনা করিতেন তাঁহারা সেকালের ফ্যাশন অনুসারে প্রাচীন সব কিছু প্রায়ই বৌদ্ধ ধর্ম্মে অথবা তথাকথিত বৌদ্ধ যুগে টানিয়া লইয়া যাইতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও এই "বৌদ্ধ" মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুথি-সংগ্রহকারীর কাছে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির দুইটি অর্ব্বাচীন পুথি পাইয়া তিনি সহজেই "বৌদ্ধ" ফাঁদে পড়িলেন। সেই হইতে আজিও আমরা ধর্ম্মঠাকুরের কিছুমাত্র খোঁজ না রাখিয়া বলিতেছি—ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা !

শাস্ত্রী মহাশয়ের ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের অনুমান নির্ভর করিয়াছে এই কয়টি সূত্রের উপর :

১। Proceedings for December 1894, p. 135 ; Journal, Pt. I, no. 1, pp. 55-61, pp. 65-68. বাঙ্গালা ভাষায় এই মত তিনি প্রচার করিয়াছিলেন প্রথমে সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৪) "ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধে।

(ক) শূন্যপুরাণে ধর্ম্মের ধ্যানশ্লোকে[১] ধর্ম্মঠাকুরকে বলা হইয়াছে "শূন্যমূর্ত্তি" এবং "নিরঞ্জন",

(খ) ধর্ম্ম-পূজার একটি ছড়ায়[২] ধর্ম্ম-উপাসকদিগকে "সদ্ধর্ম্মী" বলিয়া উল্লেখ,

(গ) অপর একটি ছড়ায় "সিংহলে" ধর্ম্মদেবতার "বহুত সনমান"-এর উল্লেখ,[৩]

(ঘ) ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধ চৈত্যের প্রতিরূপ।

এই চারিটি সূত্র যে নিতান্ত ক্ষীণ এবং যে আদৌ ভারসহ নয় তাহা একে একে দেখাইতেছি।

(ক) ধর্ম্মপূজাবিধানে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম্মঠাকুরকে বহুস্থলে নিরঞ্জন বলা হইয়াছে। এখানে "নিরঞ্জন" ও "শূন্য" শব্দের অর্থ নিষ্কলঙ্ক, নির্লেপ। ধর্ম্মঠাকুর ধবলমূর্ত্তি, তাই তিনি নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন। ধর্ম্মঠাকুর সূর্য্যদেবতা। সূর্য্যদেবও "শূন্যদেহ" এবং নিষ্কলঙ্ক ও নিরাকার।[৪] বাঙ্গালী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের অপভ্রংশ গানে পাই—"সুন্ন নিরঞ্জন পরম পহু"। ইহা বৌদ্ধ সহজযানের উপর ধর্ম্ম-পূজার প্রভাব জ্ঞাপন করিতে পারে। নাথপন্থী শৈবেরাও "শূন্য" ও "নিরঞ্জন" শব্দ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। এই দুইটি শব্দের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন মৌলিক সম্বন্ধ ধরা চলে না।

বস্তুতঃ বৌদ্ধ সহজাচারের সঙ্গে ধর্ম্ম-পূজার কিছু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ মিলিয়াছে। চর্য্যাপদে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের যে সাধনরহস্য বিবৃত হইয়াছে তাহার একটু প্রতিধ্বনি পাইয়াছি ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের অনুষ্ঠান বিশেষের ছড়ায়। সহজাচার্য্য কাহ্নুপাদ লিখিয়াছিলেন,

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসি বাহ্মণ নাড়িআ।

ঘরভরা গাজনের শেষ অনুষ্ঠান ঘরভাঙ্গার ছড়ায় পাইতেছি,

পখুর-পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া,
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।

নাথ শৈবাচার্য্যেরাও ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ধর্ম্মের গাজনে আদিনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ এই চারি সিদ্ধার উদ্দেশে ফুল দিতে

১। ধর্ম্মপূজাবিধান পৃ ৭০।
২। ঐ পৃ ৫৭, ১৩৮।
৩। শূন্যপুরাণে মুদ্রিত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" দ্রষ্টব্য।
৪। ধর্ম্মপূজাবিধান পৃ ৫২, ১৫১।

হয়। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপুরাণে মীননাথের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামদাস আদক ধর্ম্মঠাকুরকে শূন্যনাথ বলিয়া তাঁহার দেহভস্ম হইতে পাঁচ সিদ্ধার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।[১] দ্বিজ শক্রুঘ্নের নিবন্ধে নাথপন্থার সঙ্গে ধর্ম্ম-পূজার মিলন দেখা যায়।

(খ) "নিরঞ্জনের রুষ্মা" ছড়ায় "সদ্ধর্ম্মীরে করয়ে বিনাশ" এই ছত্রে "সদ্ধর্ম্মী" পাঠ সম্পূর্ণরূপে কল্পিত। আমাদের সংগ্রহে আট দশখানি "শূন্যপুরাণ"-এর পুথি আছে। কোথাও এই পাঠ নাই। আছে "সধর্ম্মেতে করিএ পয়ান" কিংবা "সাধুজনে করয়ে বিনাশ", অথবা "সধর্ম্মীরে (অর্থাৎ অধর্ম্মীর বিপরীত—ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে) করয়ে বিনাশ"। শূন্যপুরাণের উপজীব্য পুথিতেও এই পাঠই আছে।

(গ) "সিংহলে" পাঠ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন অতএব ভ্রান্ত। "ধর্ম্মদেবতা" পাঠ অজ্ঞানপ্রসূত। অনেক সময় ছত্রের কিংবা পাতার শেষে পুথি-লেখক ধর্ম্মঠাকুরের নাম অথবা "শ্রীশ্রীধর্ম্ম" এইরূপ লিখিতেন। শূন্যপুরাণের সম্পাদকের উপজীব্য পুথিতে এইরূপ "ধর্ম্মদেবতা" লেখাটীকে মূলের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।[২]

(ঘ) ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধ চৈত্য নহে, কূর্ম্ম-মূর্ত্তি। কূর্ম্মের উদ্‌গত চারি পা ও মুখকে শাস্ত্রী মহাশয় চৈত্যস্থিত পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের আসন এবং প্রতীক। কূর্ম্মমূর্ত্তির পিঠে প্রায়ই ধর্ম্মের পাদুকা অথবা পদচিহ্ন আঁকা থাকে।

উলূকবাহনং ধর্ম্মং দেবং তেজোময়াত্মকম্।
ইদানীং কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ নমোঽস্তু তে ॥[৩]
হাত পাতিয়ে ধর্ম্ম সৃজিলেন সৃষ্টি।
পাদুকা স্থাপিব লএ কূর্ম্মের পিষ্টি।[৪]

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের অনেক ঐতিহ্য ও কল্পনা ধর্ম্মঠাকুরে পরিণতি লাভ করিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশ্লেষণ করিলে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়।

(১) ধর্ম্মঠাকুর বৈদিক সূর্য্যদেবতা। ইনি পক্ষিবাহনও বটেন, ধবল-অশ্বযুক্ত রথারূঢ়ও বটেন। বাহন উলূক যমের প্রতীক। যমও সূর্য্যের পুত্র। কূর্ম্ম

১। পৃ ৭, ১০। ২। শূন্যপুরাণ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩। ধর্ম্মপুজাবিধান, পৃ ৮৮। ৪। আমাদের সংগৃহীত পুথি।

সূর্য্যদেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ। কচ্ছপের (অর্থাৎ কশ্যপের) সঙ্গে সূর্য্যের উপমা শতপথ-ব্রাহ্মণে (৭-৫-১-৫) পাওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যদেবতা উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার সব কিছুই শ্বেতবর্ণ। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শ্বেতী রোগ হয়। রোগ এবং আরোগ্য উভয়েরই দেবতা সূর্য্য। ধর্ম্মঠাকুরের ব্যাপার পঞ্চম বেদের অন্তর্গত ("বেদপঞ্চমগোচর")। আয়ুর্ব্বেদও পঞ্চম বেদ।

(২) ইনি শ্বেত-অশ্বারোহী ("ধবল-খচর") সিপাহী-বেশধারী (ঈরানীয়) সূর্য্যও বটেন। এই বেশে তিনি কচিৎ ভক্তগণ দেখা দিয়া থাকেন।

শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম্ম রাউতের বেশে,
দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে।

মুসলমান আমলে ইনি সহজেই রাজশক্তির প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা,
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা।[১]
হাতে নিলে তীর কামঠা পায়ে দিয়া মোজা,
গৌড়ে বলান গিয়া ধর্ম্ম মহারাজা॥[২]

ইঁহার প্রীতি চাঁপা ফুলে ও চাঁপা কলায়। গাজনের বিস্তৃত অনুষ্ঠানে ধর্ম্মঠাকুর রাজচক্রবর্ত্তী বটেন। তাই ইঁহার পরিকরবর্গের মধ্যে প্রাচীন ভারতেব পদিকদিগের নাম ও উপাধি পাইতেছি। যেমন, মহারানা, পট্টমহাদেবী, মহাপাত্র, পড়িহার (প্রতীহার), উঠাসিনী (ঔত্থিতাসনিক), ধামাতকর্নী (ধর্ম্মাধিকরণিক), শান্তিবিগ্রহী (সান্ধিবিগ্রহিক), জলহরি (জলভরিক), চামরনেউগী (চামরনিয়োগী) ইত্যাদি নাম পাইতেছি। ধর্ম্মঠাকুরের মূল সেবকের নাম পণ্ডিত, সহায়িকার নাম আমিনী (আম্নায়িকা)।

পুরাণপ্রোক্ত ম্লেচ্ছবিধ্বংসী নিষ্কলঙ্ক বা কল্কি অবতার এই কল্পনারই রূপান্তর।

নয় মুরুতে গোসাঞি কলঙ্কিনী রূপ,
কলঙ্ক মারিয়া বুলে ঘোড়ায় রাউত।[৩]

১। আমাদের সংগৃহীত পুথি। ২। ধর্ম্মপূজাবিধান, পৃ ২১৫।
৩। ধর্ম্মপূজাবিধান পৃ ২১৫।

(৩) বৈদিক বরুণদেবতা। ইনি পুত্রবর-প্রদানকারী এবং পশু- ও নর-বলি-প্রিয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যে রোহিত-শুনঃশেফ কাহিনী আছে তাহারই অর্ব্বাচীন সংস্করণ পাইতেছি ধর্ম্মমঙ্গলের লুইচন্দ্র পালায়। বেদে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত, ধর্ম্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লোহিত (অর্থাৎ রোহিত)-চন্দ্র। 'ঘরভরা' (অর্থাৎ পুত্রলাভ) গাজন ইঁহারই প্রীতিকল্পে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। গাজনে যে ছাগ বলি দেওয়া হয় তাহা বরুণেরই উদ্দেশে। বলিও দেওয়া হইত বৈদিক প্রথামত। বলির পূর্ব্বে পশুবন্ধন স্তম্ভের ও বরুণপাশের পূজা হয়।[১]

(৪) ডোম চাঁড়াল প্রভৃতি যোদ্ধা জাতির রণদেবতা। ইঁহার নৈবেদ্য মদ্য, মাংস, পিষ্টক। অনেক স্থানে গাজনে এখনও ধর্ম্মঠাকুরকে মদ্যে স্নান করানো হইয়া থাকে। গুড়পিঠা তো দিতেই হয়। হাঁস, ছাগ ও শূকর বলি হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের যে নাম পাওয়া যায় তাহা হইতেও বোঝা যায় যে ইনি রণদেবতা ছিলেন। যেমন—যাত্রাসিদ্ধি, ফতেসিংহ, দলুরায়, বাঁকুড়ারায় ইত্যাদি। ধর্ম্মঠাকুরের আসল পূজারী হইতেছে ডোম, চাঁড়াল, ধোপা, বারুই, শুঁড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতি। ধর্ম্মঠাকুরের এই আদিম রূপকে লক্ষ্য করিয়াই বৃন্দাবনদাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ-পূজা করে।

(৫) অনার্য্য দেবতা যিনি কৃচ্ছ সাধনে, দৈহিক নির্য্যাতনে—শালে ভর দিলে—পরিতুষ্ট হন। স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিলে ("হাকন্দ সেবন" করিলে) ইঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

(৬) অনার্য্য শিলাদেবতা। শালগ্রাম পূজা ইঁহারই প্রকারভেদ। শালগ্রাম শিলা বর্ত্তুল, ধর্ম্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ (অর্থাৎ মোটামুটি কচ্ছপ আকার)।

(৭) সন্ন্যাসী অথবা ফকীর মূর্ত্তিধারী দেবতা। ইনি শনিবারে ঠিক দুপুর বেলা ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিয়া দেখা দিয়া থাকেন। রূপরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা,
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা।
গলায় চাঁপার মালা আসা-বাড়ি হাথে
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে।

১। ধর্ম্মপূজাবিধান পৃ ১৭০ দ্রষ্টব্য।

সীতারাম দাস বলিয়াছেন,

সীতারাম দাস গান ধর্ম্মের চরণে,
ফকীরের বেশে ধর্ম্ম দেখা দিল বনে।

উত্তর ও দক্ষিণপশ্চিম রাঢ়ে এখনও শেওড়া, নিম ও অনুরূপ গাছের তলায় শনিবার ঠিক দুপুর বেলায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। অগ্রে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা না হইলে ধর্ম্মের পূজা আরম্ভ হইতে পারে না।

ধর্ম্মঠাকুরের এই সন্ন্যাসী-ফকীর রূপকল্পনা হইতে পরবর্ত্তী কালে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।

(৮) ধর্ম্মঠাকুরের আদিমতম রূপ যাহাই হউক না কেন, যে রূপে তাঁহাকে পাইতেছি তাহা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট। তাই যে-রূপে তিনি সূর্য্যদেবতা সে-রূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মঠাকুরের সাহিত্যে আমরা তাঁহাকে মহাবিষ্ণু-রূপেই বিশেষভাবে পাইতেছি। আর যে-রূপে তিনি কৃচ্ছ্রসাধক ব্রাত্যদের উপাস্য সে-রূপে তিনি শিবের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। এইজন্য অনেক স্থানে ধর্ম্মের গাজন এখন শিবের গাজনে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মঠাকুরের প্রথম সৃষ্ট আদ্য অনুচর নীল (অর্থাৎ উলুক) শিবের গাজনে নীলাবতী রূপ ধারণ করিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের মধ্য ও পূর্ব্ব অঞ্চলে ধর্ম্মঠাকুর প্রায়ই বিষ্ণুর কিংবা শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

(৯) ধর্ম্মঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া সেকালের তাবৎ স্থানীয় দেবদেবী পূজাভাগ পাইয়াছিলেন। বাসলী (অর্থাৎ কালী), জাঙ্গুলী (অর্থাৎ মনসা), ভগবতী (পর্কটবাসিনী গো-রক্ষিণী দেবতা), পণ্ডাসুর (পুণ্ড্রাসুর, অর্থাৎ আখবাড়ির দেবতা), লৌহজঙ্ঘ (লৌহকারদিগের দেবতা)[১], ডামরশক্তি (ডামরস্বামী), প্রভৃতি যাবতীয় ডাকিনী শাকিনী যক্ষ রক্ষ ক্ষেত্রপাল ইত্যাদি উপদেবতা ধর্ম্মের আবরণ-দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। ধান-চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও কাংস্য কার্য্য প্রভৃতি তাবৎ দেশীয় বৃত্তি (industry) ধর্ম্মঠাকুরের গাজন উপলক্ষ্যে বহুমানিত হইয়াছিল। সুতরাং সব-রকমে বাঙ্গালা দেশের আদিম সংস্কৃতি ধর্ম্মপূজার মধ্যে সংহত হইয়াছিল।

১। শান্তিপুরের অদূরে লোহাজাঙ্গি দেবতা আছেন। ইনি এখন শক্তিরূপে পূজিত হইতেছেন।

মহাভারতে ও পুরাণে ধর্ম্মরাজ যমের নামান্তর। যম সূর্য্যের পুত্র। এখানে "ধর্ম্ম" এই নামের সঙ্গে সূর্য্যপূজার প্রাচীন যোগাযোগ পাইতেছি। যমের ভগিনী যমুনা, তাঁহার বাহন কূর্ম্ম। কূর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান যমুনার প্রাচীন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এখানে সূর্য্য-পূজার সঙ্গে কূর্ম্মের আর একটি যোগসূত্র মিলিতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে "ধর্ম্ম" শব্দটি কূর্ম্ম-বাচক কোন প্রাচীন অনার্য্য (কোল-জাতীয়) শব্দের সংস্কৃত রূপ। হয়ত এই রূপ "দড়ম্" বা "দরম্" ছিল। এই সঙ্গে কূর্ম্ম-বাচক "তুডী" বা "তুলি" শব্দ লক্ষণীয়। এই শব্দ অশোক-অনুশাসনে এবং চর্য্যাপদে পাওয়া গিয়াছে।

২ ধর্ম্ম-সাহিত্য

ধর্ম্মঠাকুর-সম্পর্কীয় রচনা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে "শূন্যপুরাণ"-জাতীয় ধর্ম্মপূজাবিধান নিবন্ধগুলি। "শূন্যপুরাণ" নামে যাহা নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৩১৪) তাহা দুইতিনখানি খণ্ডিত ধর্ম্মপূজা-বিষয়ক কড়চা মাত্র। "শূন্যপুরাণ" নামটি চমকপ্রদ ও বৌদ্ধগন্ধী হইলেও যথার্থ নয়। আমরা অনুরূপ আটদশখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু কোথাও এই নাম পাই নাই। কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র সৃষ্টিবর্ণনার পুথিতে "শূন্যশাস্ত্র" এই নাম পাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিতত্ত্বটুকুই যথার্থ "শূন্যশাস্ত্র" বা "শূন্যপুরাণ", কেন না শুধু এই অংশে শূন্য (বৈদিক "তুচ্ছ্য") হইতে সৃষ্টির অভিব্যক্তি বর্ণিত হইযাছে। এই অংশ "সৃষ্টিপুরাণ" নামেও চলে।

ধর্ম্মপূজা-সম্পর্কীয় নিবন্ধগুলির আসল নাম হওয়া উচিত "রামাই পণ্ডিতের কড়চা"। প্রত্যেক ছড়ার বা পদের ভনিতায় "রামাই" বা "শ্রীযুত রামাই" নাম পাই। রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না বলা কঠিন। তবে ধর্ম্মঠাকুরের আদি পুরোহিত যে এই নাম বা উপাধি ধারণ করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ধর্ম্মপূজাবিধান নিবন্ধগুলিতে আছে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও আছে। আবার ইহা প্রাচীনতম মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেও দেখা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের লেখাতেও এই বর্ণনা পাইয়াছি। লুইচন্দ্র (বা হরিশ্চন্দ্র) পালা ধর্ম্মপূজাবিধানে এবং ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। মনে হয়, এই কাহিনীটি ধর্ম্মঠাকুরের আদি উপাখ্যান, এবং রামাই পণ্ডিতের নাম এই উপাখ্যানের সঙ্গেই যুক্ত। সদা ডোমের কাহিনী এই উপাখ্যানের উপক্রমণিকা।

ধর্ম্মপূজাবিধানে অনেকগুলি ছড়া আছে। তাহার কতকগুলি হইতেছে দেহতত্ত্বঘটিত হেঁয়ালী অর্থাৎ "বোলান" বা যোগশিক্ষাঘটিত প্রশ্নোত্তরমালা। দেবোপাসনায় বা যজ্ঞকার্য্যে এইরূপ ছড়া-কাটাকাটি খুব প্রাচীন প্রথা। অশ্বমেধ যজ্ঞে অধ্বর্য্যু আর ঋত্বিকের মধ্যে এইরূপ "ব্রহ্মোদ্য" হইত। ব্রহ্মোদ্যের ভাব যাহাই হউক ভাষায় শ্লীলতার গণ্ডী সর্ব্বত্র রক্ষিত হইত না। পরবর্ত্তী কালে বাকো-বাক্যের নিদর্শন পাই মহাভারতের বনপর্ব্বে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদে। বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীতেও ইহার নিদর্শন আছে। বাঙ্গালায় ধর্ম্মপূজার বাহিরে বোলানের নিদর্শন আছে নাথপন্থীদের কড়চা গ্রন্থে। তরজায় ও কবিগানে ইহার অন্যতর পরিণতি ও পর্য্যাবসান হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে নিরঞ্জন-পন্থী (নাথ-পন্থী) শৈব যোগীদের কড়চায় বাঙ্গালা "বোলান" ও হেঁয়ালীর অনুবাদ বা প্রতিধ্বনি পাইতেছি। নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলির মূল নিঃসন্দেহ বাঙ্গালা।

গোরক্ষ—(স্বামী!) কৌন দেখিবা কৌন বিচারিবা কৌন লে ধরিবা সার।
কৌন দেখি মস্তক মুড়াইবা কৌন লে উতরিবা পার॥
মচ্ছিন্দ্র—(অবধূ!) আপা দেখিবা অনত বিচারিবা তত লে ধরিবা সার।
গুরুকা শব্দ দেখি মস্তক মুড়াইবা ব্রহ্মজ্ঞান লে উতরিবা পার॥[১]

কয়েকটি ছড়ায় ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত আছে। "নিরঞ্জনের উষ্মা" এই ধরণের ছড়া। আমাদের সংগৃহীত পুথিতে "ঘরভাঙ্গা"-র ছড়াও এই শ্রেণীর। কোনও এক বিরাট ধর্ম্মের দেউল বিধ্বস্ত হইয়াছিল বিদেশী বিধর্ম্মী সৈন্যের আক্রমণে। হয়ত এই স্থান ছিল জাজপুর (উড়িষ্যায় অথবা দক্ষিণরাঢ়ে)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইতেছে ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মায়ন কাব্য। কশ্যপ-নন্দন লাউ-আদিত্য লাউসেন রূপে অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র কীর্ত্তি দেখাইয়া অবশেষে হাকন্দ সেবন দ্বারা পশ্চিম-উদয় করাইয়া মর্ত্ত্যভূমিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূর্ণ পূজা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন—ধর্ম্মায়ন কাব্যের ইহাই মূলকথা। ধর্ম্মমঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট মৌলিক ধারা। ইহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা দেশের ঐতিহ্য লোকগাথা এবং উপকথা মহাকাব্যের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যথার্থ বীররসের অভিব্যক্তি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই হইয়াছে।

১। মচ্ছীন্দ্র-গোরখবোধ [গোরখ-বাণী, ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়্‌থোয়াল সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্যসম্মেলন প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত], পৃ ১৮৬। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"মঙ্গল" শব্দের অর্থ দেবতার বন্দনাগীতি বা তদুপলক্ষ্যে গীত কাহিনী। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে দেবতার মাহাত্ম্যসূচক বিস্তৃত কাহিনী-কাব্য বুঝাইতে। ধর্ম্মের মাহাত্ম্যখ্যাপক কাব্য তাই ধর্ম্মমঙ্গল অনাদিমঙ্গল, অনাদ্যমঙ্গল, নিরঞ্জনমঙ্গল—ক্বচিৎ রামায়ণের অনুকরণে ধর্ম্মায়ন—ইত্যাদি নামে প্রথিত হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল কৃষ্ণমঙ্গল-শ্রেণীর কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গল শ্রেণীর নয়। অর্থাৎ ইহাতে অন্য দেবদেবীর উপাসকের উপর নির্য্যাতন অথবা অনিচ্ছুকের নিকট জোর করিয়া পূজা আদায়ের চেষ্টা নাই। শুধু ঢেকুর পালাতেই দেবদেবী-বিরোধের কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহা কাহিনীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধর্ম্মমঙ্গল-কাহিনী ঐতিহাসিক নয়। কাব্যের কোন পাত্র-পাত্রীকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না, যদিও ক্বচিৎ লাউসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলা হইয়াছে। তবে ইহাতে বাঙ্গালার কিছু রাষ্ট্রিক এবং অনেকটা সামাজিক ইতিহাসের প্রতিবিম্বন হইয়াছে। এই প্রতিবিম্বন রূপরাম ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীনতর কবির লেখায় ভাল করিয়া ফুটিয়াছে। খেলারাম ধর্ম্মমঙ্গলকে "গৌড়-কাব্য" বলিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য (epic) বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্ম্মমঙ্গল।

৩ ধর্ম্মমঙ্গলের কবি

রূপরাম চক্রবর্ত্তী ছাড়া আমরা আঠার জন ধর্ম্মমঙ্গল কবির হদিশ পাইয়াছি। তন্মধ্যে খেলারাম চক্রবর্ত্তী ছাড়া আর সকলের কাব্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা সকলেই রাঢ়ের লোক। সহদেব চক্রবর্ত্তীর কাব্যের নামান্তর ধর্ম্মমঙ্গল হইলেও ইহা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না। তথাকথিত "আদি কবি" ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল কাল্পনিক বস্তু।[১]

(ক) শ্রীশ্যাম পণ্ডিত

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ পুঁথির খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই। আমাদের কাছে যে খণ্ডিত পুথি আছে তাহাই প্রাচীনতম। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি

১। বর্দ্ধমান-সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা ২, পৃ ১৮-১৯ দ্রষ্টব্য।

পুরাপুরি শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের নয়। ইহা ধর্ম্মদাসের কাব্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিলিপি মাত্র। পুথির প্রথম দিকেই শুধু মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ভনিতা আছে। খণ্ডিত পুথির ভাষা ও বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইতেছে যে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্য রূপরামের কাব্য হইতেও প্রাচীনতর। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত উত্তর রাঢ়ের, সম্ভবতঃ সেনভূম পরগনার, অধিবাসী ছিলেন।

(খ) খেলারাম চক্রবর্ত্তী

খেলারামের কাব্যের পুথি হারাধন দত্ত ছাড়া কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।[১] দত্ত মহাশয় বদনগঞ্জের নিকট শ্যামবাজার গ্রামে দলুরায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী জেলে পণ্ডিতদের বাড়িতে খেলারামের পুথি দেখিয়া তাহা হইতে যে কয় ছত্র তাঁহার "গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধে[২] উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাই খেলারামের কাব্য আলোচনায় আমাদের একমাত্র সম্বল। উদ্ধৃতিতে আমরা কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে এইরূপ নির্দ্দেশ পাই

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন,
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।

ইহা হইতে ১৪৪৯ শকাব্দ (ভুবন বায়ু শক) অর্থাৎ ১৫২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দ অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু "ভুবন শকে বায়ু"—এইরূপ প্রয়োগরীতি সাধুও নয় চলিতও নয়। উদ্ধৃত প্যঠ ভ্রান্ত বলিয়া আমাদের নিশ্চিত ধারণা। খেলাবামের সুপ্রাচীনত্বের বিরুদ্ধে একটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রাচীন দেবদেবীর মঙ্গল কাব্য প্রায়ই বহুলপ্রচারিত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য। খেলারাম ষোড়শ শতাব্দীর কবি হইলে তাঁহার কাব্যের আসল অথবা ভেজাল পুথি নিশ্চয়ই লুপ্ত হইত না। রূপরাম সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। তাঁহার কাব্যের পুথি পাওয়া যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত।

খেলারামের পুথির অনুসন্ধানে আমরা তাঁহার বাসভূমি ভাবুরসে-পশ্চিমপাড়া গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে একখণ্ড পতিত ভূমি খেলারামের বাস্ত বলিয়া

১। নগেন্দ্রনাথ বসু খেলারামের কাব্যের একাধিক পুথি দেখিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন [বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ ভাগ, পৃ ৩৫]।

২। জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২, পৃ ৩৪৬-৪৭ দ্রষ্টব্য।

নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে এক বৃদ্ধের মুখে খেলারাম-সম্বন্ধীয় এই পয়ার শ্লোকটি শুনিয়াছিলাম :

খেলারাম চক্রবর্ত্তী শণ কাটছেন বসে,
ধর্ম্ম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠরোগীর বেশে।

বলা বাহুল্য উদ্ধৃত ছত্র দুইটির ভাষা একান্তভাবে আধুনিক।

(গ) রামদাস আদক

রামদাস আদক রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী কবি। ইঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল ১৫৮৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে।[১] রামদাসের ধর্ম্মমঙ্গল বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে তাহার বারো আনাই ভেজাল।[২] ভেজালের অধিকাংশ আবার রূপরামের কাব্য হইতে নেওয়া। বাকি চারি আনার পাঠও নিতান্ত আধুনিক। রামদাসের মূল পুথির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। রামদাস ছিলেন ভুরশুট পরগনার লোক। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

(ঘ) সীতারাম দাস

সীতারাম দাসের নিবাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ে ইন্দাসের নিকট সুখসায়ের গ্রামে। ইঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য লেখা হয় ১০০৪ মল্ল সালে অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] সীতারাম একটি মনসামঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১০১৪ মল্ল সাল অর্থাৎ ১৭০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দ।[৪] সীতারামের কাব্যরচনার ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। সীতারাম কায়স্থ ছিলেন।

(ঙ) ধর্ম্মদাস

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের মত ধর্ম্মদাস উত্তররাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। উত্তররাঢ়ে প্রাপ্ত শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের এবং রূপরামের কাব্যের পুথিতে ধর্ম্মদাসের রচনা বিস্তর ঢুকিয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত তথাকথিত শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্যের পুথি প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মদাসের। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ভনিতা অল্প অংশেই আছে। এইসব অংশ আবার শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের অন্য পুথির রচনার

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮৫। ২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত (১৩৪৫)। ৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৬৮০। ৪। প্রবন্ধমালা ১ (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা), পৃ ১৯।

সঙ্গে মেলে না। বিশ্বভারতীর পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ হইতেছে ১৬২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাই ধর্ম্মদাসের কাব্যরচনাকালের নিম্নতম সীমা।

এই পুথি হইতে ধর্ম্মদাসের এই টুকুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় যে তিনি ছিলেন জাতিতে বেনে, আর তাঁহার নিবাস ছিল বসর গ্রামে।

ধর্ম্মদাস বণি ের রচন সুসার,
প্রভুর পিরী - হরি বল একবার। [পৃ ৯৬ ক]
বান্যা ধর্ম্মদাস গীত করিল রচন। [পৃ ১৭২ খ]
ধর্ম্মদাস বণিকের সরস রচন। [পৃ ২১৬ ক]
রচিল ধর্ম্মের দাস বসরে যার স্থিতি,
দ্বিজরূপে কৃপা যারে কৈল যুগপতি। [পৃ ২৩১ ক-খ]

ধর্ম্মদাস বহুস্থলে নিজেকে "শিশু" বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জন-পদতলে করিঞা বিশ্বাস,
রচিল ধর্ম্মের গীত শিশু ধর্ম্মদাস ॥ [পৃ ১০০ খ]
অবধানে শুন সভে ধর্ম্মের পুরাণ,
শিশু ধর্ম্মদাস গীত প্রভুপদে গান। [পৃ ২৩০ ক]
বিরচিল হীনবুদ্ধি শিশু ধর্ম্মদাস। [পৃ ২৪১ খ]

(চ) ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্নের নিবাস ছিল বর্দ্ধমানের অল্প দূরে, দামোদরের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর গ্রামে। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের বৃত্তিভোগী ছিলেন। ঘনরামের সম্পূর্ণ কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয় ১২৮৯-৯০ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে। মাসে মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইত। ১২৯১ সালে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। ঘনরামের কাব্যের প্রথম পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। ঘনরামের কাব্য রচিত হয় ১৬৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে।

সম্প্রতি ঘনরামের রচিত 'সত্যনারায়ণরসসিন্ধু' অর্থাৎ সত্যনারায়ণের পাঁচালী কাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

১। প্রকাশক বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ।

রাঢ়ের কবিরা, বিশেষ করিয়া "মঙ্গল" কাব্যের কবিরা, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের ধারা অনুসরণ করিয়া স্বীয় কাব্যরচনা-উপলক্ষ্যে দেবানুগ্রহ ও আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ঘনরামের মুদ্রিত কাব্যে এইরূপ আত্মকাহিনী নাই। আমাদের সন্দেহ ছিল যে এই অংশটুকু সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইচ্ছা করিয়া বাদ দিয়াছেন।[১] সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি, মূল কাব্যে আত্মকাহিনী ছিল। ঘনরামের কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি দেখি নাই, সুতরাং আত্মকাহিনীর মূল বর্ণনা পাই নাই। তবে কৃষ্ণপুরের নিকটবর্ত্তী নাড়ুগ্রাম-নিবাসী ধর্ম্মমঙ্গল-গায়ন শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ পণ্ডিতের নিকট ইহার গল্পাংশ অবগত হইয়াছি।[২]

ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা। কবি সবিশেষ রামভক্ত ছিলেন।

(ছ) রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা

আমোদর-তীরবর্ত্তী চামোট গ্রাম-বাসী রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা ১০৩৮ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চামোট বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত। কবির পিতার নাম জীবন, মাতার নাম মহামায়া। রামচন্দ্রের কাব্যের প্রথমার্দ্ধ (কানড়ার সম্বন্ধ পালা অবধি) সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকার সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। মল্লভূমে রামচন্দ্রের কাব্যের প্রসার অল্প হয় নাই।

(জ) নরসিংহ বসু

বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে দামোদরের দক্ষিণ ভাগে শাঁখারী গ্রাম-নিবাসী নরসিংহ বসু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সম্ভবতঃ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম ঘনশ্যাম, মাতার নাম নবমল্লিকা।[৩]

(ঝ) হৃদয়রাম সাউ

হৃদয়রাম সাউ বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। ইহার কাব্য লেখা হয় ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। হৃদয়রামের কাব্যের একটিমাত্র পুথির সন্ধান পাওয়া

১। প্রথম সংস্করণে (প্রথম খণ্ড ১২৮৯) এইস্থলে তারকাচিহ্ন থাকায় এই সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (চতুর্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (চতুর্থ সংস্করণ) ও সংবাদ (শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

গিয়াছে। ইহা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত নান্নুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী উচকরন গ্রামে আছে।[১] হৃদয়রাম জাতিতে শুঁড়ি।

(ঞ) প্রভুরাম মুখুটি

মল্লভূমের অধিবাসী প্রভুরাম মুখুটির কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথি ১০৭৩ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত হইয়াছিল।[২] প্রভুরামের পিতার নাম জানকীরাম।

(ট) শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্র

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে মল্ল-রাজ গোপালসিংহের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইতেছে ভাগবতামৃত বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। কবিচন্দ্র একখানি ছোট ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি দেখি নাই।

(ঠ) গোবিন্দরাম বাঁড়ুজ্যা

গোবিন্দরাম বাঁড়ুজ্যার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের ১০৭১ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পুথির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

(ড) মাণিকরাম গাঙ্গুলি

মাণিকরাম গাঙ্গুলির নিবাস ছিল হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বেলডিহা—আধুনিক বেল্‌টে—গ্রামে। ইহার কাব্যরচনাকাল হইতেছে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে।[৪] মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলের পুথি পণ্ডিত দিয়া নকল করাইয়া লইয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই নকল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩১২ সালে। আমরা মাণিকরামের কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি পাইয়াছি। এই কাব্যের পুথি আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। প্রকাশিত কাব্য নকল করার দোষে ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ। বিশুদ্ধ সংস্করণ অতীব বাঞ্ছনীয়।

মাণিকরাম রচিত শীতলামঙ্গলের একাধিক পুথি আমরা পাইয়াছি। কাব্যটির পরিচয় বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকায় বাহির হইয়াছে।[৫]

১। বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯১ দ্রষ্টব্য। ২। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের পুথি (গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহ) ৫৪৪১। ৩। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭৯-৮৪।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮০৪ দ্রষ্টব্য।

৫। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রবন্ধমালা ১, পৃ ৩০-৩৪।

(ঢ) রামনারায়ণ

রামনারায়ণের ধর্ম্মমঙ্গলের যে পুথি হইতে বঙ্গসাহিত্যেপরিচয়ে[১] কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১১৯৩ সালে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত বলিয়া কথিত। রামনারায়ণ সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র জানা গিয়াছে যে তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল রামকৃষ্ণ নামে।

(ণ) নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্র

নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্রের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের খণ্ডিত পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে আছে। নিম্নে উদ্ধৃত পয়ারে কবির ভাইদের নাম পাওয়া যাইতেছে।

রামেশ্বর শ্যাম লক্ষ্মীকান্ত জ্যেষ্ঠ আছে,
হিতু নিমাঞের বড নিধিরাম রচে।

(ত) ক্ষেত্রনাথ (দ্বিজ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের ধর্ম্মমঙ্গলের পাঁচটি মাত্র পাতা আছে।[২] প্রাপ্ত অংশটুকু লাউসেন-চুরি পালাব। পুথি বিশেষ প্রাচীন নয়।

(থ) রামকান্ত রায়

রামকান্ত রায়ের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে দামোদরের দক্ষিণ তীর হইতে কিয়দ্দুরে সেহারা গ্রামে। ইঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইযাছিল ১১৯৭ সালে অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে। বামকান্তের কাব্যের পুথি আমাদের সংগ্রহে আছে। ইঁহার আত্মকাহিনী কৌতুহলোদ্দীপক।[৩] রামকান্ত কায়স্থ ছিলেন।

(দ) ভবানন্দ রায়

ভবানন্দ রায়ের রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের শুধু গোলাহাট পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমে দুর্গাপুর ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে জমুয়া গ্রামে। ভবানন্দ ধর্ম্মমঙ্গল গান করিতেন।[৪] ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ।

১। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪২১-৩৬। ২। পুথিসংখ্যা ১৬৫১।

৩। "কবি রামকান্ত রায়ের আত্মকাহিনী" [পল্লীর কথা, ১৩৪৮ শারদীয় সংখ্যা] এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা দ্রষ্টব্য।

৪। বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়, এম্-এ, লিখিত "এক নূতন ধর্ম্মমঙ্গল-কবি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ রূপরাম চক্রবর্ত্তী

খেলারাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ কাব্য আমরা দেখি নাই। সুতরাং তিনি রূপরামের অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা সে-বিষয়ে চরম মীমাংসার পথ বন্ধ। অতএব প্রাচীনতর ধর্ম্মমঙ্গল কবির সম্মান আপাততঃ রূপরাম চক্রবর্ত্তীরই প্রাপ্য।

রূপরামের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কাইতির নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে।[১] কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী, মাতার নাম দময়ন্তী। কবির অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল বলিয়া পিতার উল্লেখ তাঁহার কাব্যে বড় পাই না। একটি অর্ব্বাচীন পুথির শুধু একস্থলে ভনিতায় কবির পিতার নাম পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর বেটা শ্রীরামপুরে ঘর,
পলাশনের মাঠে ধর্ম্ম যারে দিলা বর।

কবি বোধ হয় মায়ের বিশেষ আদরের ছেলে ছিলেন তাই ভনিতায় পুনঃ পুনঃ মায়ের নাম করিয়াছেন।

রূপরাম গীত গান দৈমন্তী-নন্দন।

আত্মকাহিনীতে পিতামাতার নাম নাই, তবে ভাই-ভগিনীদের নাম আছে। বড় ভাই রত্নেশ্বর মাতৃস্নেহলালিত রূপরামকে দেখিতে পারিতেন না। ছোট ভাই রামেশ্বর ছিল কবির বিশেষ স্নেহপাত্র। দুই ছোট ভগিনী ছিল, সোনা আর হীরা (পাঠান্তরে রূপা)। চতুর্থ ভ্রাতার নাম পাওয়া যায় নাই।

কাব্যের উপক্রমণিকায় রূপরাম যে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে কবিচিত্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে রসদৃষ্টির অভাবিতপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। তৎকালীন বাঙ্গালী-জীবনের বাস্তবতামণ্ডিত কারুণ্যস্নিগ্ধ পরিপূর্ণ রসোজ্জ্বল এই চিত্রটি সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। শুধু আত্মকাহিনীটির জন্য রূপরাম প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন।

১। এখানে কবি-বংশের বাস্তু ভিটায় বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার উদ্যোগে এবং আখিনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নায়কের ব্যয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। বর্দ্ধমান-আরামবাগ সড়কের সহিত রূপরাম বর্ণিত "পুরানো জাঙ্গাল"-এর যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে যে রাস্তার দ্বারা তাহার পূর্ব্বাংশের "রূপরাম সড়ক" এই নামকরণ সভার প্রস্তাবমত জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

রূপরামের আত্মকাহিনী সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।[১] এই পাঠ কতকটা অসম্পূর্ণ। আমরা ইহার প্রাচীনতর পাঠ[২] এবং প্রচুরতর পাঠান্তর পাইয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পাঠ তিন পর্য্যায়ে পড়েঃ (ক) প্রাচীন পুথির পাঠ, (খ) কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন পুথির পাঠ এবং বসন্তবাবুর প্রকাশিত পাঠ, আর (গ) অর্ব্বাচীন দুইটি পুথির পাঠ। আমাদের গৃহীত পাঠ ক ও খ মিলাইয়া।

অর্ব্বাচীন পুথি দুইটির পাঠ স্থানে স্থানে খ পাঠের এবং ক্বচিৎ ক পাঠের অনুগত। তবে ইহাতে স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত ছত্র প্রচুর রহিয়াছে। এই প্রক্ষিপ্ত পাঠ পাঠান্তরে দেখান হয় নাই বলিয়া এখানে কিছু উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমেই গায়নের উক্তি

আর একটি কথা বড় পড়ে গেল মনে,
রূপরামের আত্মি কথা শুন সর্ব্বজনে।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে মনান্তরের কথা ক পাঠে চারি ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সে স্থলে গ পাঠে এই চৌদ্দ ছত্র

বাড়িল ঘরের দুষ্‌খু মনে সুখ নাঞী,
মনে কৈল পড়িবারে যাব অন্য ঠাঞি।
সহোদর হয়ে মোরে দেই টিটকারি,
এ সব যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
বিদেশেতে পড়িলে বিদ্যায় বলবান,
মুখের পবিত্র হয় শাস্ত্রের বিধান।
অভিধান ব্যাকরণ সন্ধিপাঠ আদি,
ষড়শাস্ত্রে জ্ঞাত হয় জ্ঞান থাকে যদি।
এসব প্রমাণ কথা শুনেচি পুরাণে,
গৃহবাস তেজ্য করে যাব অন্যস্থানে।
মা বাপে প্রণাম করি বিদেশে চলে,
দূর হও রে দুর্ম্মতি সহোদর বলে।

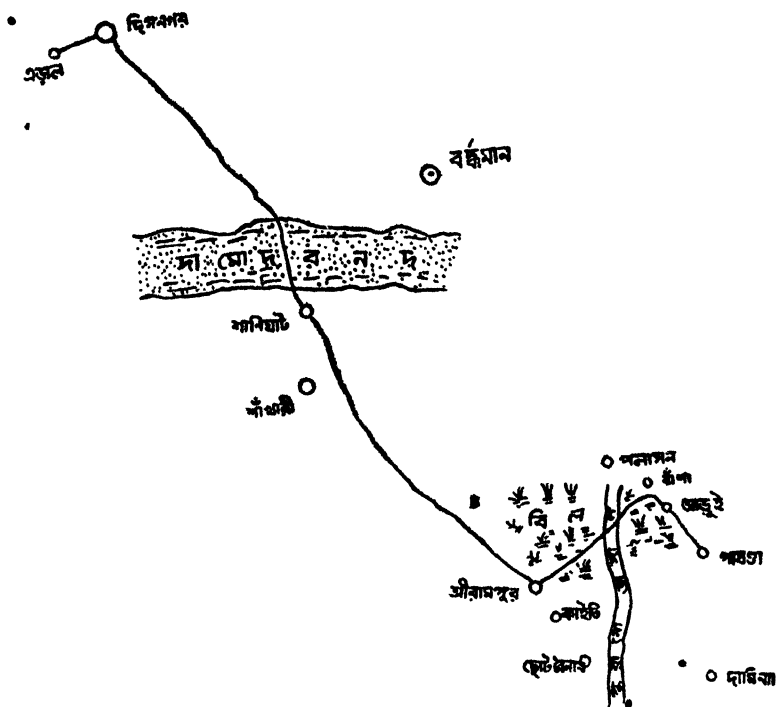
১। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৬। ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্মপুরাণের ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় প্রথম প্রকাশিত।

উত্তরপশ্চিম-মুখে চলিয়া রূপরাম শানিঘাট গ্রামে পৌছিল।[২] সেখানকার ঠাকুরদাস পাল তাহাকে "না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান।" আড়াই সের ধান দিয়া চিড়া-ভাজা কিনিয়া রূপরাম দামোদরের জলে স্নানপূজা সারিয়া জলযোগে বসিল। দমকা হাওয়ায় চিড়া-ভাজা গেল উড়িয়া। অগত্যা কবি নদীর জল পান করিয়া উদর ভরাইল, কিন্তু দেহে এমন বল নাই যে খুঙ্গি-পুঁথি বহা যায়। সেখান হইতে চলিয়া রূপরাম পৌছিল দিগনগর (পাঠান্তর দীঘলগ্রাম, দীঘলনগর) গ্রামে। পথে শুনিল, সেখানে তাঁতিদের বাড়িতে খুব ঘটা করিয়া "কর্ম্ম" হইতেছে। রূপরাম দৌড়িল তাঁতি-ঘরে। সেখানে চিড়া-দধির খুব ঘটা, কিন্তু খই নাই। যাহা হউক পাঁচ দিন উপবাসের পর ফলার সারিয়া কবি দক্ষিণা পাইল পনেরো (পাঠান্তর দশ) গণ্ডা কড়ি। তাহার মধ্যে আবার দেড় বুড়ি কাণা!

দিগনগর গ্রাম ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখে চলিয়া কবি পৌছিল এডাল-বাহাদুরপুরে। সেখানে থাকিতেন গোপভূমির ব্রাহ্মণ ভূস্বামী রাজা গণেশ রায়। রূপরাম তাঁহার আশ্রয় পাইল। ধর্ম্মঠাকুর কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রাজা রূপরামকে ধর্ম্মমঙ্গল-রচনায় নিযুক্ত করিলেন। কাব্যরচনা শেষ হইলে অকস্মাৎ দুইজন দোহার আসিয়া জুটিল। রাজা তখন রূপরামকে চামর মন্দিরা ও "নানাবর্ণ সাজ" দিয়া "দ্বাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে"। শুজা যখন রাজমহলে সুবেদার ছিলেন, সে তখনকার কথা।

"সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন, প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণ। সোনা রূপা দুটী বনি দুয়ারে বসিয়া, রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি-পুঁথি লয়্যা। হেনকালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর, দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর। তরাসে কাঁপিল তনু তালপাতা পারা, পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা। দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে, কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইল ঘরে।" [খ ও গ পাঠ]; "কাছাড়িল জুমর অমর অভিধান, বাহিরে সুবন্তটীকা গড়াগড়ি যান। কুড়াইল যতেক পুঁথি মনস্তাপ মনে, তখনি বিদায় আমি মায়ের চরণে।" [খ পাঠ]; "ঘরেব কর্ম্মকাজ যত সব গেল বয়ে, পাঠ পড়ে এলেন যেন ভট্টাচার্য্য হয়ে। ঐমনি পুঁথির বাড়ি মারিলেন গায়, জুমর অমর ভূমে গড়াগড়ি যায়। পুনর্ব্বার মরমে বান্ধিল খুঙ্গি-পুঁথি, নবদ্বীপে পড়িবারে যাব দিবারাতি। জননীর পায়ে শুদ্ধু প্রণাম করিয়ে, সন্ধিপুর গ্রামে তবে উত্তরিল গিয়ে।" [গ পাঠ]।

২। শানিঘাট [খ পাঠ], শালিডাঙ্গা [ক পাঠ]।



রূপরামের যাত্রাপথ

৫ রূপরামের কাব্যরচনা-কাল

সেকালের প্রথামত রূপরাম তাঁহার কাব্যের রচনাকাল এইরূপ হেঁয়ালীতে জ্ঞাপন করিয়াছেন

শাকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়,
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
রসের উপরে রস তায় রস দেহ,
এই শকে গীত হইল লেখা কর‍্যা নেহ।[১]

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই হেঁয়ালীর সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিসাব করিয়া পাইয়াছিলেন ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ।[২] এতদিন এই তারিখে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাদের আদর্শ প্রাচীন পুথিতে আত্মকাহিনীতে রাজমহলে শাহ্ শুজার উল্লেখ পাওয়াতে এই তারিখ আর টিকিতেছে না। তবে "শাকে শীমে" শব্দের যে অর্থ বিদ্যানিধি মহাশয় করিয়াছেন তাহাই এই সমস্যার সমাধানের চোডান বা কুঞ্চিকা বটে। দশমীতে এবং দ্বাদশীতে যথাক্রমে পুঁই ও কলমী শাক খাইতে নাই এবং একাদশীতে শীম খাইতে নাই। সুতরাং শাক অর্থে ১০ এবং ১২, শীম অর্থে ১১। এখন হেঁয়ালীর অঙ্ক নিম্নলিখিত ভাবে পাতন করিলে রাজমহলে শাহ্ শুজার উল্লেখের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়।

শাকে × শীমে	অর্থাৎ	১০ × ১১ × ১২ = ১৩২০
[৩]তিন বাণ + চারি যুগ + বেদ	অর্থাৎ	১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫
রস × রস × রস	অর্থাৎ	৬ × ৬ × ৬ = ২১৬
	একুনে	১৫৭১

অতএব ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল রচনাসমাপ্তির কাল।

১। এই চারি ছত্র কোন কোন পুথিতে আত্মকাহিনীর শেষে এবং কোন কোন পুথিতে গ্রন্থশেষে পাওয়া যায়।

২। প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "কবি শকাঙ্ক" প্রবন্ধ (পৃ ৩৫২-৫৩) দ্রষ্টব্য।

৩। পাঠান্তর "চারি বাণ তিন যুগ"। তাহা হইলে এই ছত্রের পাতন হইবে ৩৬। আর রচনাকাল হইবে ১৫৭২ শকাব্দ।

৬ রূপরামের কাব্যের পুথির বিবরণ

রূপরামেব কাব্য-সম্পাদনে আমবা যে-সকল পুথি ব্যবহাব কবিয়াছি তাহাব বিববণ দেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই বলিয়া বাখা ভাল যে পুথিব সংখ্যা এবং পাঠান্তরেব অজস্রতা বিচাব কবিলে পশ্চিমবঙ্গে রূপবামেব কাব্যেব জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাস-কাশীরামেবও উপবে যায়। পশ্চিমে মানভূম, পূর্ব্বে হুগলী, উত্তবে বীবভূম ও দক্ষিণে মেদিনীপুর—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল হইতে রূপবামের কাব্যেব পুথি পাওয়া গিয়াছে। আমাদেব সংগ্রহে রূপরামের পুথিব সংখ্যা প্রায় তিবিশ। বঙ্গীয সাহিত্যপবিষদে নয় খানা পুথি আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আট খানা, বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে দুইখানা। অন্যান্য সংগ্রহেও দুই একখানা পুথি দেখিয়াছি। দুই একখানি বাদে এই পুথি সবই খণ্ডিত।

প্রাপ্তিস্থান অথবা লিপিস্থান বিচাব কবিলে আমাদেব আলোচিত রূপবামেব পুথিগুলি আট অঞ্চলেব মধ্যে পডে।

(ক) দক্ষিণ বর্দ্ধমান অঞ্চল। এই অঞ্চলেব কেন্দ্রস্থলে কবিব জন্মভূমি শ্রীবামপুব।

(১) বেঙ্গাব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। প্রকাশিত অংশে প্রধানতঃ এই পুথিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

(২) ছোট-বৈনানেব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। এই পুথিতে বচনাব প্রাচীনত্ব বক্ষিত আছে।

(৩) নাড়ুগ্রামেব পুথি। সাহিত্যপবিষৎ সংগ্রহ (২৫৫৮)। লিপিকাল ১১৮৮ সাল (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ)।

(৪) সাঙগ্রামেব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০৩ সাল।

(৫) বদরপুবেব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০৪-১২১৭ সাল।

(৬) বাতানলের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

(৭) সেখপুরেব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ।

(খ) নস্করদীঘি অঞ্চল।

(১) নস্করদীঘিব পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২০ সাল।

(২) নবাসনের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

(৩) বেলুনের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২২০, ১২২৭ ও ১২৩৪ সাল।

(গ) জগৎপুর অঞ্চল

জগৎপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১৩১৬ সাল। রচনা হিসাবেও এই পুথি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন।

কলাগেছের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

ধর্ম্মপোতার পুথি। লিপিকাল ১২০৩-০৫ সাল। আমাদের সংগ্রহ।

(ঘ) হরিপুর অঞ্চল

হরিপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৯১ সাল।

গোবিন্দপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৭১ সাল।

বাসদেবপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫১ সাল।

বায়ড়া-কানপুরের পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৯৩ সাল।

রামনগর সিংটি-শিবপুরের পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১৩০০ সাল।

(ঙ) ভুবশুট অঞ্চল।

পীলখানের পুথি। আমাদের সংগ্রহ।

সোনাটিকরীব পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২০০ সাল।

দক্ষিণ-বামপুরেব পুথি। আমাদেব সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫০ সাল।

পারশ্যামপুরের পুথি। সাহিত্যপরিষৎ সংগ্রহ (২৫৬১)। লিপিকাল ১৭৬৪ শক, ১২৪৯ সাল (১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ)।

(চ) ব্রাহ্মণভূম অঞ্চল।

সেনাপত্যার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৩৮)। লিপিকাল ১৭৫৬ শক, ১২৪২ সাল (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

গড়সেনাপত্যার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৩৯)। লিপিকাল ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

(ছ) উত্তরপশ্চিম বর্দ্ধমান অঞ্চল।

কাজোড়ার পুথি। আমাদের সংগ্রহ। লিপিকাল ১২৫৪ ও ১২৭১ সাল।

(জ) বিবিধ অঞ্চল।

মাজুর‍্যার পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (৩৬৯৮)। লিপিকাল ১২১৭ সাল (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভগলদিঘির পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ (২৪৬৭)। লিপিকাল ১২৭১ সাল।

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	১	১৪	[হাড়মা]স দগ্ধ	[বারমা]স দ্বন্দ্ব
৪০	১	১	সতরের	শত-বেড়
৫২	২	১৭	চাক	ঢাক
৫৪	২	৪	ঘুরাইলে	মুড়াইলে
৬৫	২	১	মাপ্য	মাপ্যা
৭৮	২	৬	জরলি	জলরি
৮৫	১	১০	মাধা	মাথা

সঙ্কেত-অক্ষর

অ = অন্য পাঠ অর্থাৎ পাঠান্তর

জ-পুথি = জগৎপুরের পুথি

ন-পুথি = নস্করদীঘির পুথি

পা = প্রাপ্ত পাঠ

পা-পুথি = পারশ্যামপুরের পুথি

ব-পুথি = বেঙ্গার আদর্শ পুথি

ব(২)-পুথি = বেঙ্গার দ্বিতীয় পুথি

হ-পুথি = হরিপুরের পুথি

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল

১

বন্দনা পালা

॥ গণেশ-বন্দনা ॥

॥ জয় ॥ পদযুগে কবি নতি[১] বন্দো দেব গণপতি
শোভে দন্ত বদনকমলে।
অতি মনোহর তনু জিনি প্রভাতের ভানু
পদ্মরিপু মুকুটমণ্ডলে ॥
সদা পট্ট দড[২] শান্তি নখর রুচির কান্তি
তেজিএ কলঙ্ক দ্বিজরাজ।
মহা মহা যোগী যত তোমা[৩] সেবে অবিরত
অগ্রে পূজা দেবতাসমাজ ॥
তপ জপ পূজা যাগে তোমার অর্চ্চনা আগে
স্মরণ[৪] করিলে বিঘ্ননাশ।
ব্যাস আদি মুনিবর তোমা সেবে নিরন্তর
নানা শাস্ত্র করিয়া প্রকাশ ॥[৫]
[৬][একদিন কুতূহলে পারিজাত-মাল্য গলে
বসিয়াছে ঠাকুর মহেশ।
পারিজাত-মাল্য দেখি হইয়া পরম সুখী
মাল্য চান কার্ত্তিক গণেশ ॥
মনে ভাবি বিশ্বনাথ কারে দিব পারিজাত
ভাবিয়ে কহেন মহাশয়।
সপ্ত সিন্ধু স্নান করি যে আসিব ত্বরাত্বরি
তারে মাল্য দিব ত নিশ্চয় ॥

১। অ স্তুতি। ২। অ পোট দেব, পুট দিত, পোট দির ইত্যাদি। ৩। অ তুয়, তুয়া।
৪। পা স্মঙরন। ৫। অ ব্যাস আদি হইল কবি তোমার চরণ সেবি নানা শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
৬। হ- পুথির অতিরিক্ত পাঠ বন্ধনীতে।

এত শুনি ষডাননে যাত্রা কৈল সেইক্ষণে
গণেশ পডিল আথান্তবে।
মূষক উডিতে নাবে সেইখানে স্তব কবে
তাবে তুষ্ট কবে মহেশ্বরে ॥]
ধ্যান পূজা নিববধি অশেষ[৭] গুণেব নিধি
নিলা ভব[৮] মূষিক উপব।
এক ধ্যান কবি চিত[৯] নহে কভু পবাজিত[১০]
স্মঙবিলে বিষম সমব ॥
বাতুল চবণ মাঝে[১১] স্বুবর্ণ নপুব সাজে[১২]
কিঙ্কিণী বলয়া বিভূষিত।
সবণি তবণি যাম প্রকাশিলা[১৩] মুনিবাম[১৪]
মধুলোভে অলি গায গীত ॥
বন্দো গণপতি দেবেব চবণ।
নিবেদযে তব[১৫] দাস সর্ব্ব[১৬] বিঘ্ন কব নাশ
তব পায কবিনু বন্দন ॥
বিধি বিষ্ণু হবি হব কে আছে তোমাব পব
কমল-আসনে কবতাব।
পণ্ডিত পুবাণ দেখে[১৭] মহামুনিগণ লিখে[১৮]
তুমি দেব সংসাবেব সাব ॥
দ্বিজ ধর্ম্মদাসে গায কৃপা কব গণবায়[১৯]
নায়কেব কবহ[২০] কল্যাণ।
শুনিলে যাহাব গীত আনন্দে[২১] পুলকে[২২] চিত
দ্বিজ রূপবাম বস গান ॥

৭। অ গণেশ। ৮। অ নিরন্তব। ৯। অ চিন্তি। ১০। অ রণে তাব হয় জিত, জিতি।
১১। অ রাজে। ১২। অ বাজে। ১৩। অ প্রকাশিত। ১৪। অ মনিরাম।
১৫। অ তুয়া। ১৬। অ নিজ। ১৭। অ লেখে। ১৮। অ দেখে।
১৯। অ ধরিয়ে ধর্ম্মের পায় দ্বিজ ধর্ম্মদাস গায। ২০। অ চিন্তহ।
২১। অ আনন্দ। ২২। অ পুলক।

॥ ধর্ম্ম-বন্দনা ॥

উর ধর্ম্ম আমার আসরে ॥[১]
কাতর কিঙ্কর ডরে আসরে[২] স্মরণ[৩] করে
তেজ ধর্ম্ম বৈকুণ্ঠ-নগর।
বিড়ম্বনা দণ্ড কত দেখ নাট শুন গীত[৪]
আপনি আসরে কর ভর ॥
মজিয়া বিদ্যার রসে পড়ি শুনি নানা দেশে
নাহি জানি গীতের সরণি।
আপুনি করিয়ে দয়া দিলে ধর্ম্ম পদছায়া
আমি মূর্খ কি বলিতে জানি ॥
এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার[৫] নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপ গুণ কথা হরি হর ইন্দ্র ধাতা
যত কিছু আপুনি গোসাঞি ॥
ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল আসনে স্থিতি
ধবল বরণে বাড়ি ঘর।
ধবল ভূষণ[৬] শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর ॥
কে জানে তোমার ভেদ[৭] ব্রহ্ম সমাতন বেদ[৮]
পাণ্ডব বংশের যদুমণি[৯]।
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল
যোগরূপে জন্মিলা আপনি ॥
এক রূপ নানা ঠাঞি নিয়ম করিতে নাঞি
জাজপুর[১০] আদ্যের দেহারা।
দেবতা অসুর নর সবে হৈয়া স্বতন্তর
পরিপূর্ণ কৈল ঘরভরা ॥

১। ধুয়া, হ- পুথি। ২। অ আসনে। ৩। পা স্মওরন। ৪। অ সুললিত। ৫। অ নৈরাকার।
৬। অ বরণ, আসন। ৭। পা খেদ। ৮। অ ভেদ। ৯। অ চূড়ামণি। ১০। অ জাদপুর।

বলুকা নদীর তটে পূজা করে পাণিপুটে
চারি পণ্ডিত পূজে. নিরঞ্জন।
ঘন পড়ে জয়ধ্বনি দূরে হৈতে শব্দ শুনি
জয় জয় সআল ভুবন ॥
হরিচন্দ্র[১১] মহারাজা আনন্দে করিল পূজা[১২]
পুত্র কাটি দিল বলিদান।
মদনা তাহার বানি চক্ষে না পড়িল পানি
আত্ম পূজা দিল সাবধান ॥
বিষম ধর্ম্মের ঘর দেখি বড় লাগে ডব
একমন হৈলে হয় পাব।
দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি
আচম্বিতে পড়ে মহামার ॥
উর উব ধর্ম্মরাজ পরিপূর্ণ কর কাজ
দানপতি আছে মুখ চেয়্যা[১৩]।
মনে বড কবি ভয় না জানি কেমন হয়
পাব কব আপুনি আসিয়া ॥
আমি শিশু অল্পজ্ঞানী ভাল মন্দ নাহি জানি
দোষ গুণ সকলি তোমাব।
রূপরাম গান গীত ধর্ম্ম হৈল হবষিত
পথে দেখা দিল করতাব ॥
অনাথের পদতলে দ্বিজ রূপরাম বলে[১৪]
দয়া কর পতিতপাবন।
ধর্ম্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
হবি হরি বল বন্ধু[১৫] জন ॥[১৬]

১১। অ হরিশ্চন্দ্র। ১২। অ করিল ধর্ম্মের পূজা। ১৩। অ চায়ে।
১৪। অ শ্রীধর্ম্মচরণ আশে দ্বিজ রূপরাম ভাষে। ১৫। অ সর্ব্ব।
১৬। অ নায়কের চিন্তহ কল্যাণ।

॥ ঠাকুরাণী-বন্দনা ॥

বন্দো মাতা নারায়ণী   কামরূপা কাত্যায়নী
করালবদনী হৈমবতী।
শিবানী ইন্দ্রাণী শিবা[১]   ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা[২]
দূর কর দাসের দুর্গতি ॥
উমা কাত্যায়নী গৌরী   রণমধ্যে দিগম্বরী[৩]
সর্ব্বাণী শূলিনী শৈলসুতা।
শাকম্ভরী শুদ্ধমতি   কর-জোড়ে করি স্তুতি
তুমি দেবী হরিভক্তি-দাতা ॥
শঙ্করী শূলিনী কালী   গলে দোলে মুণ্ডমালি
সঙ্গে দানা চৌষট্টি যোগিনী।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে   মণিময় হার গলে
অঙ্গছটা উদয় তরণি ॥
[৪]তিল ফুল জিনি নাসা   পীযূষ জিনিয়া ভাষা
মুক্তামণি দশনের পাতি।
সুবাসিত গন্ধ বায   কত শত অলি ধায়
মধুপান মনের পিরীতি ॥
ঘোর ভীমা ভয়ঙ্করী   বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী
দুর্গতিনাশিনী হর-জায়া।
তেজিয়ে হরের ঘর   ঘটেতে করহ ভর
দেহ দুর্গা[৫] চরণের ছায়া ॥
ভার-অবতারে হরি   তেজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী
জন্ম লৈল[৬] দৈবকী-জঠরে।
তার পক্ষে-বল হয়্যা   শিবারূপী মহামায়া
পার কৈলে যমুনার নীরে ॥
যবে হৈল মন্বন্তর   দেবতার হৈল ডর
বলবান হইল অসুর।

১। পা শিবে। ২। পা কালজিবে। ৩। পা দিগাম্বরী। ৪। এই দুই ছত্র হরিপুরের একটি পুথিতে নাই। ৫। অ দেবী। ৬। অ লৈলে।

শিবশক্তি নারায়ণী[৭]   সকল পুরাণে শুনি
  তাহারে বধিয়া কৈলে চুর ॥
রক্তবীজ মহিষাসুর[৮]   সময়ে করিলে চুর
  হুহুঙ্কারে ধূম্রলোচন।
চণ্ড মুণ্ড আদি বীর   কেহ নহে রণে স্থির
  একে একে করিলে নিধন ॥
নানা বর্ণের[৯] বাদ্য বাজে   অষ্ট নায়িকা সাজে
  ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী।
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে   বধিলে অসুরগণে
  তুমি জয়া দনুজদলনী ॥
ইতিহাস রামায়ণে   যবে রাম গেল বনে
  সীতা[১০] চুরি করিল রাবণ।
রঘুনাথ জোড়-হাথে   সেবিল সমর-পথে
  তবে রাবণ সবংশে নিধন ॥
করজোড়ে করি স্তুতি   বন্দো মাতা ভগবতী
  পূর্ণ কর নায়কের[১১] বাসনা।
ধর্ম্মের আদেশ পান   দ্বিজ রূপরাম গান
  যারে হৈল দৈবের ঘটনা ॥[১২]

[১৩]কোথা আছ জয়দুর্গা ই মেড মশানে।
এক দণ্ড উর গো সেবক স্মঙরনে ॥
স্বর্গ তেজি উর দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
ঘটে ভর কর গো ছাড়িয়া দেহ গলা ॥
অন্যের আসরে এস দৃষ্টি বুলাইয়া।
আমার আসরে বৈস জয়ধ্বনি দিয়া ॥
আমার আসর তেজি যদি অন্য আসর
  যাও।
হরের দোহাই গো সেবকের মাথা খাও ॥
না জানিনু ক্ষেণ মন্ত্র সময়ের বেলা।
তোমা স্মঙরিয়া ধর্ম্মের গীতে দিল
  খেলা ॥[১৪]

৭। অ শঙ্কর। ৮। পা মৈষাসুর। ৯। অ শব্দের। ১০। পা সীতে। ১১। পা নাএকের। ১২। অ অনাদি দেবের পায় দ্বিজ রূপরাম গায় হরি হরি বল বন্ধু জন, অনাদ্যের আজ্ঞা পান। ১৩। আদর্শ পুথি। পূর্ব্বের বন্দনা ইহাতে নাই। এই বন্দনা সর্ব্বাংশে রূপরামের রচনা বলিয়া বোধ হয় না। গায়েনের প্রক্ষেপ হওয়া সম্ভব। রামদাস আদকের মুদ্রিত রচনায়ও এইরূপ আছে। স্পষ্টতঃ বাহুল্য-অংশ বাদ দেওয়া গেল। ১৪। অ তোমা স্মঙরন করি দুর্গা লইলাম ছাওলা।

তোমা স্মঙরিয়া গো মন্দিরায় দিলাম ঘা।
দয়া করি[১৫] উরিবে গাঞেনের গুরুমা॥
দুই পালি[১৬] গাঞেনের কণ্ঠে দিয়া
দুই পা।
আমার বদনে বসি উচ্চারহ রা॥
অসুর বধিতে গেলা হিমালয় গিরি।
বাণ রাজা বধিয়া বলালে দিগম্বরী॥
যেকালে[১৭] জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী-
জঠরে[১৮]।
তার পক্ষে-বল জন্ম[১৯] লৈলে
গোপ-ঘরে।
কে বুঝিতে পারে দুর্গা[২০] তোমার
মন্ত্রণা[২১]॥
শ্রীহরি কবিলে পাব প্রলয় যমুনা॥
তোমারে বধিতে কংস ধরিল চরণে।
হাথে হৈতে সর্ব্বজয়া উড়িল গগনে॥
গগনে উড়িয়া দেবী হইলা অষ্টভুজা[২২]।
বিধি বিষ্ণু বরুণ[২৩] তোমায় কৈল[২৪]
পূজা॥
মদন অসুরে গো যখন হৈল রণ।
পরাভব হৈল কাম কৃষ্ণের নন্দন॥
নারদের উপদেশে সেবিয়া মঙ্গলা।
দারুণ মদন গলে হইল চান্দমালা॥
এক দণ্ড তেজিবে রাউলের বাসঘর।[২৫]
আসরে স্মরণ করে কাতর কিঙ্কর॥
গায়েন নই গুনিন নই নাটুয়ার পো।
অনাদ্যের মহিমা গীতের মায়া মো॥
ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই।
হেলা করি থাক যদি রাউলের দোহাই॥
মালীর মালঞ্চে দেখ ফোটে নানা ফুল।
ছোট বড় গীত মোর কর সমতুল॥
কত কত গুণী আছে আমি কোন ছার।
ক্ষীরোদের কোলে যেন ঘোলের পসার॥
স্বর্গ হইতে উর দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
ঘটে ভর কর গো ছাড়িয়া দেই গলা॥
দুই দোহারের কান্ধে দিয়া পদ্ম পাও।
আমার কণ্ঠেতে[২৬] বসি লহরী খেলাও॥
জেলিয়াব জালে গো ছাকিয়া তোলে
পাণি।
সেই রূপে কব চণ্ডী পদের গাঁথনি॥
এই নিবেদন করি সর্ব্বমঙ্গলা।
ধর্ম্মের সহিতে গো উরিযা কব খেলা॥
এক দণ্ড তেজ গো হরেব বাসঘর।
আসরে স্মরণ করে কাতর কিঙ্কর॥
রঞ্জিত[২৭] বায়কে চণ্ডী হইলে পক্ষে-বল।
দিঘি দিল সরোবর নির্ম্মল যে জল॥
যেকালেতে গেলে চণ্ডী দিঘি দেখিবাবে।
উত্তর আড়া চলিল তোমার পদভবে॥
বিক্রমপুরেতে বাড়ি করিলে কৃপায়।
আম্র কাঁঠাল মায়ের চাঁপা শোভা পায়॥
তবে ভাটডাঙ্গা গ্রাম গেলে সন্ধ্যাকালে।
জগতের মাতা তুমি আগমেতে বলে॥
এ সব তোমার মায়া[২৮] কহনে না যায়।
অভয়ার বন্দনা দ্বিজ রূপরাম গায়॥

১৫। অ পুত্রভাবে। ১৬। পা পানি। ১৭। অ যখন। ১৮। অ উদরে। ১৯। অ জর্ম্ম। ২০। অ চণ্ডি। ২১। অ মহিমা। ২২। অ দশভুজা। ২৩। অ শঙ্কর। ২৪। অ দিল। ২৫। অ উর দেবী আসোঁর ভিতর। ২৬। পা কান্দতে। ২৭। পা রঞ্জিত। ২৮। অ নিরাঞ্জনের মায়া।

॥ চৈতন্য-বন্দনা ॥

মন দিয়া শুন সভে চৈতন্য-বন্দনা।
ধর্ম্মের পিরীতে হবি বল সর্ব্বজনা ॥
জম্বুদ্বীপেব সার পুরী বন্দো[১] নবদ্বীপ।
পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার[২] সমীপ ॥
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর।
যাহার উদরে জন্ম লৈলেন গদাধব ॥
লক্ষ্মীর সহিত হরি[৩] বৈকুণ্ঠে বসিয়া।
নিবেদন করে ব্রহ্মা চরণে ধরিয়া ॥
কলিকাল আইল বিষম অন্ধকাব।
নবদ্বীপে হও[৪] গোরাচান্দ অবতাব ॥
অধম দেখিযা যদি দয়া না করিবে।
পতিতপাবন নাম[৫] কোন গুণে ধবিবে ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য দেব নাবায়ণ।
নবদ্বীপে জন্ম লৈতে কবিলা গমন ॥
স্নান সমাধিয়া শচী[৬] চল্যা যান ঘবে।
নারাযণ জন্ম নিল শচীর উদরে[৭] ॥
দশমাস দশদিন ছিলা গর্ভবাসে।
ভূমিষ্ঠ হইল গোবা[৮] উত্তম দিবসে ॥
মায়ের কোলে গোবাচান্দ বাডে দিনে দিনে।
দ্বিতীয়ার শশী যেন বাডেন গগনে ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায়।
হামাকুড়ি দিয়া গোবা খেলিয়া বেড়ায় ॥
নিরবধি গোরাচান্দ ভাবে মনে মনে।
পডিবারে গেলেন গুরুর নিকেতনে ॥
খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা অতি মনোহব।
আজানুলম্বিত মালা বক্ষের উপব ॥
ভেদবর্ণ স্ববন্ত অভেদবর্ণ পডি।
স্ববন্ত সাধন হেতু টল্যা গেল[৯] খড়ি ॥
খডি হাতে তুল্যা দেহ গুরুকে কহিল।
ক্রোধিত হইয়া দ্বিজ পুথির বাডি মাইল ॥
পুথিব বাডি মাবিল যদি কুপিল[১০] ব্রাহ্মণ[১১]।
চতুর্ভুজ রূপে দেখা দিলা নারায়ণ ॥[১২]
খেমানন্দ বামানন্দ স্নান কবে জলে।
চতুর্ভুজ রূপ সে দেখিল সন্ধ্যাকালে ॥
জগাই মাধাই দুই[১৩] মহাপাপী ছিল।
গোবাচাঁদের নাম নিতে স্বর্গ চল্যা গেল ॥
দিবসরজনী খেলা[১৪] লয়্যা শিশুগণে।
ব্রহ্মা-অগোচব নাম সভাকাব কানে ॥
ষোল নাম চৌতিশ অক্ষর চতুর্ব্বেদেব সার।
হেন নাম না দিয়া জীবে করিলা উদ্ধাব ॥
নবদ্বীপে ছিল নীলকণ্ঠ নামে তাঁতি।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা হয়[১৫] দিবারাতি ॥
দৈবের কারণে[১৬] তার বস্ত্র পুড়্যা গেল।
গোবাচান্দের নাম নিতে বাজারে বিকাল্য ॥

১। অ আছে। ২। অ তাহার। ৩। অ কৃষ্ণ। ৪। পা হয়, হৈল।
৫। অ দীনবন্ধু নাম তবে। ৬। অ সতি। ৭। অ জঠরে। ৮। অ গৌর।
৯। অ পড়ে। ১০। পা কুপিলা। ১১। অ কোপেতে পুথির বাড়ি মারিল ব্রাহ্মণ।
১২। অ চতুর্ভুজ হইলা সাক্ষাৎ নারায়ণ। ১৩। অ তারা। ১৪। অ দিবানিশি হুঅ খেলা।
১৫। অ খেলাইল। ১৬। অ বিপাকে।

বসন বেচিয়া পাইল অমূল্য রতন।
কাটওয়ায় দিল গোরাচান্দের ভবন॥
নাটশালা তুল্যা দিল বার দিবার ঘর।
সুবর্ণ-পতাকা উড়ে চালের[১৭] উপর॥
সেইখানে গোরাচান্দ বার দেন আসিয়া।
কত ভাগ্যবান দেখে নঞান ভরিয়া॥
হরি হরি বল সভে কৃষ্ণের ভাবনা।
গান দ্বিজ রূপরাম চৈতন্য-বন্দনা॥

॥ সরস্বতী-বন্দনা ॥

বসন্ত রাগ

বন্দো মাতা সরস্বতী তোমা বিনে নাঞি গতি
আসরে আসিযা দেহ বার।
রাতুল চরণ সেবি কি আর কহিব কবি
ভরসা করিব আমি কার॥
রূপের বিজরী-ছটা কপালে তিলকেব ফোটা
শুক্লবস্ত্র পরিধান গায়।
গলে হার গজমতি কৃপা কব সবস্বতী
রতন নপুর রাঙ্গা পায॥
নাসায় বেসর দোলে শ্রবণে কুণ্ডল খেলে
হাথের শঙ্খে পড়িছে বিজুলী।
কোকিলবাহিনী মা কণ্ঠে দেহ রাঙা পা
নিজ গুণে দেহ পদধূলি॥
মুঞি পাপী নরজাতি শুন মাতা সরস্বতী
রাগ তাল কিছু নাঞি জানি।
রাগের রাগিণী যত তাহা না কহিব কত
তাল দেহ উপরে গাথনি॥
মালব রাগের সার ছয় প্রিয়া বন্দো আর
ধানসী মালসী দুইজনে।
রামক্রিয়া[১] সিন্ধুছড়া ছত্রিশ রাগের চূড়া

শুন মাতা নিবেদন হাসে পাছে লোক জন
ওর মাতা আমার আসরে।
তুমি থাক যার ঘটে সেজন পণ্ডিত বটে
সেই বৈসে সভার ভিতরে॥
ডাহিনে বামে পালি গায় ভরসা তোমার পায়
মূলের স্কন্ধে এসে কর ভর।
নাম লজ্জানিবারিণী মুঞি মূর্খ কিবা জানি
কি মহিমা দিব পাপী নর॥
করজোড়ে করি স্তুতি বন্দো মাতা সরস্বতী
পূর্ণ কর নায়কের বাসনা।
ধর্ম্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
যারে হৈল দৈবের ঘটনা॥

॥ বিপ্র-বন্দনা ॥

বন্দিব বিপ্রের পদ হয়ে সাবধান।
বিপ্রের চরণ বন্দো করিয়া প্রণাম॥
জীভার জড়িত কিবা মনের বাসনা।
অতেব করিতে চাঁই বিপ্রের বন্দনা॥
ব্রাহ্মণ গোবিন্দে কিছু ভেদ না করিবে।
যেই বিপ্র সেই কৃষ্ণ[১] অবশ্য[২] জানিবে॥
দশার্ণের[৩] রাজা বিপ্রে দিছে বলিদান।
মূর্ত্তিমান হৈল দেবী ফাটিয়া পাষাণ॥[৪]
একমনে বিপ্রে যেবা করে দণ্ডবৎ।
গোলোক নিবাস তার[৫] সিংহাসন রথ॥
যেবা বিপ্রের[৬] পাদোদক করেন ভোজন
শরীরের যাতনা তার না থাকে কখন॥
ভৃগু নামে মহামুনি সংসারে খিয়াতি।[৭]
যেহ কৃষ্ণচন্দ্রের বুকে[৮] মেরেছিল লাথি॥
এমন দারুণ[৯] কর্ম্ম করে কোথা কেবা।
লাথি খেয়ে নারায়ণ[১১] পদ কৈল সেবা॥[১২]
এমন বিপ্রের গুণ শুন হিতাহিত।[১৩]
ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত॥

১। অ বিষ্ণু। ২। অ নিশ্চয়। ৩। পা দসানের। ৪। এই পয়ার হরিপুর খ পুথিতে আছে। ৫। অ গোলক মিবেসী হয় পায়। ৬। অ একমনে। ৭। অ সংসারেতে খেতি। ৮। অ কিষ্টচন্দের বোখস্তলে। ৯। অ দুরন্ত। ১০। অ করে কোন কেবা। ১১। অ পুনর্ব্বার নারায়ণ তার, আপুনি ঠাকুর যার। ১২। অতঃপর গ পুথিতে এই দুই ছত্র আছে

এমন বিপ্রের কথা শুন সর্ব্বজন।
বিপ্র নাথি খেয়ে নাম লক্ষ্মীজনার্দ্দন॥

১৩। অ বন্দি বিপ্রের পদ দ্রঢ় করি চিত, শুন হে বিপ্রের কথা হয়ে একচিত।

কৃষ্ণের দুয়ারী জয় বিজয় কুমার।
ব্রহ্মশাপে অন্ধক হইল তিনবার ॥
ব্রহ্মশাপে সগরের বংশনাশ হৈল।
ব্রহ্মশাপ হেতু রাম বনবাসে গেল ॥[১৪]
ব্রহ্মশাপে মলিন হইল কলানিধি।
ব্রহ্মশাপে বলদেব হইল জলধি ॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ হইল নৈরাশ।
ব্রাহ্মণ পূজিয়া যুধিষ্ঠিরের স্বর্গবাস ॥[১৫]
এমন বিপ্রের কথা শুন সমাদরে।
বিধবার পুত্র হৈল ব্রাহ্মণের বরে ॥
মৃগয়া[১৬] রাজার কথা পড়ে গেল মনে[১৭]।
এক শত[১৮] ধেনু দান দিলেক[১৯] ব্রাহ্মণে ॥
ধেনু লয়ে দ্বিজবর আনন্দে চলিল।
পালে হৈতে[২০] এক ধেনু বাহড়ি আইল[২১] ॥
পুনর্ব্বার সেই ধেনু দিলেন রাজনে।
সেই ধেনু দিল রাজা[২২] অন্য ব্রাহ্মণে ॥
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলে রাজপথে[২৩]।
দৈবযোগে যার ধেনু দেখা তার সাথে[২৪] ॥
পথমধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িল দুইজনে।
উপনীত হইলা রাজার সন্নিধানে ॥

রাজা বলে পুনর্ব্বার শত ধেনু দিব।
ব্রাহ্মণ বলেন তোমার ধেনু নাই নিব ॥
যার ধেনু সেই লয়া করিল গমন।
কুপিত হইয়া শাপ দিলেক[১৯] ব্রাহ্মণ ॥
ক্রোধ করি দ্বিজবর শাপ দিয়া চলে।
কেকলাস হইল রাজা অধর্ম্মের ফলে ॥
অরণ্যে রহিল এক কুয়ায় পড়িয়া।
উপায় শুনিব কিছু যদুবংশ লয়্যা ॥[২৪]
এমন বিপ্রের কথা শুন সর্ব্বজন।
ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ লয়ে নারায়ণ[২৫] ॥
মহাভারতের কথা নিবেদন করি।
মৃগয়া কারণে বনে প্রবেশিলা হরি ॥[২৬]
দশ দশ[২৭] হস্তীর বল এক এক জনা[২৮] ধরে।
তথাপি কেকলাস কেহ নাড়িতে না পারে ॥
যেইমাত্র নারায়ণ পরশ করিল।
চতুর্ভুজ হয়া রাজা স্বর্গলোকে গেল[২৯] ॥
এমন বিপ্রের গুণ[৩০] কর[৩১] অবধান[৩২]।
অপরূপ সঙ্গীত রচিল রূপরাম ॥[৩২]

১৪। অ রঘুনাথ বনে। ১৫। এই চারি চত্র শুধু হরিপুর খ পুথিতে আছে। ১৬। অ মোগয়া। ১৭। অ শুনেছ পুরাণে। ১৮। অ লক্ষ। ১৯। অ দিলেন। ২০। অ দৈবযোগে। ২১। অ বাহড়িয়ে গেল। ২২। অ ব্রাহ্মণে। ২৩। অ গনে…সনে। ২৪। হরিপুর খ পুথির পাঠ ব্রহ্মশাপে রহে রাজা কেকলাস হইয়ে ॥ অতঃপর অতিরিক্ত পাঠ

কেকলাস হয়ে বনে রহে তপোধন।
যদুবংশ লয়ে কিছু শুনি কথন ॥

২৫। অ সশঙ্কিত করি আহরণ। ২৬। হরিপুর খ পুথিতে এই পয়ার নাই। ২৭। অ শত শত। ২৮। অ মর্দ্দে, মর্দ্দ। ২৯। অ রথারূঢ় হইল। ৩০। অ কথা। ৩১। অ জানে, শুন। ৩২। হরিপুর ক পুথির পাঠ সর্ব্বজনা। বিরচিলে রূপনাম বিপ্রের বন্দনা ॥

॥ দিগ্‌-বন্দনা ॥

সবা অগ্রে[১] বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন।
ধবল খাট বন্দিব ধবল সিংহাসন॥
চারি পণ্ডিত বন্দো চারি দুয়ার[২] উপর।
ধর্ম্ম-অধিকারী বন্দো পিতা গর্ব্বেশ্বর॥
যোল-সংখ্য বন্দো রাউলের বত্রিশ আমিনী।
জাজপুরের দেহারা বন্দো দিয়া জয়ধ্বনি[৩]॥
কৃষ্ণনগরে বন্দো কৃষ্ণরায় যিনি[৪]।
নিরবধি শ্রীঅঙ্গেতে পড়ে ঘর্ম্মপানি॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বাম করে বেণু।
নবদলশ্যাম অঙ্গ স্বর্ণকান্তি তনু॥
কাশীপুরে বন্দিব ঠাকুর বিশ্বেশ্বর।
অন্নপূর্ণা মাতা তার বামে শোভা করে॥
এমনি প্রভুর মায়া জানে সর্ব্বলোকে।
কাশীতে মরিলে লোক যায় শিবলোকে॥
গয়াতে বন্দিব আমি দেব গদাধরে।
যাহার প্রাসাদে জীব যায় স্বর্গপুরে॥
শ্রীমুখেতে আজ্ঞা দিল দেব শ্রীনিবাস।
পিণ্ড দিলে পিতৃলোকের হয় স্বর্গবাস॥
যেই দিন পিতৃলোক উদ্ধার না হবে।
সেই দিন অসুর গিয়ে মহাযুদ্ধ দিবে॥
ধন্য ধন্য গয়াসুর বর মেগে নিল।
যার বরে সর্ব্বলোক উদ্ধার হইল॥

তবে বন্দো উড়িষ্যের[৫] ঠাকুর জগন্নাথ।
অপরূপ[৬] বাজারে বিকায় পিঠা ভাত॥
জগন্নাথের মহিমা কহনে নাই যায়।[৭]
শূদ্রেতে আনিল অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়॥
মনুষ্যের দায় থাক সদাশিব যিনি।
প্রভুর উচ্ছিষ্ট খেয়ে নাচেন আপুনি॥
প্রসাদ খাইয়া সবে শিরে পোঁচে হাত।
এমন কোথা শুনেছ বাজারে বিকায় ভাত॥
ভাই বলরাম বন্দো সুভদ্রা ভগিনী।
সম্মুখে জাগিয়া রহে দিবস রজনী॥
কাঁজিপোড়া খাইতে বদনে লাগে ঝাল।
ঘুষিব প্রভুব গুণ জীব যতকাল॥
ধন্য প্রভু জগন্নাথ নীলাচলের মাঝে।
পঞ্চ-সংখ্য বাদ্য যার রাত্রি দিনে বাজে॥
দেবের প্রধান স্থান জগন্নাথের পুরী।[৮]
দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পিদিপ সারি সারি॥
উডন্যায় জগন্নাথ পরতেক বড।
শতেক হাত ধ্বজা উপরে হয় ঠাড়॥
জগন্নাথের কাছে আছে নিধি মহাধন।
সমুদ্রের কুলে বন্দো পবননন্দন॥[৯]
পুরী নীলাচল বন্দো মন করি দড।
পৃথিবীর লোক সব সিঙ-দরজায় জড॥[১০]

১। অ আগু ধর্ম্ম। ২। অ দেহারা। ৩। অ জোড় করি পাণি। ৪। পা কৃষ্ণরাগিণী। এই ছত্র ও পরবর্ত্তী পনের ছত্র হ-পুথিতে নাই। ৫। অ দক্ষিণেতে বন্দিব। ৬। অ প্রভুর। ৭। এই ছত্র ও পরবর্ত্তী সাত ছত্র হ-পুথিতে নাই। ৮। এই ছত্র ও পরবর্ত্তী তিন ছত্র জ-পুথিতে আছে। ৯। জ-পুথিতে পাঠ জগন্নাথের কাছে নিধি মহাচন্দ্র। বাহু পসারিয়া বন্দো বীর হনুমন্ত॥ ১০। এই দুই ছত্র হ-পুথিতে আছে।

সাগরসঙ্গম বন্দো তীর্থ বারাণসী।
স্বর্গের কপিলা বন্দো আঙ্গের তুলসী॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ বন্দিব অযোধ্যায়।
যার গুণে বনের পশু রাম-গুণ গায়॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধন্য সীতালক্ষ্মী বামে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ খণ্ডে তারকব্রহ্ম নামে॥
রামনাম বলে যেই করে উচ্চারণ।
অবহেলে হয় তার গোলোকে গমন॥
রামনামে কত সুধা জানে কোন জনা।
পদেতে পাষাণ মুক্ত কাষ্ঠেব তরী সোনা॥
ইন্দ্রজিৎ বন্দো আর পাতালে বাসুকি।
জলাসনে[১১] যোদ্ধাপতি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
অপদ্মলোচন বন্দো প্রভাতের ভানু।
বাস বৃন্দাবন বন্দো আর রাধা কানু[১২]॥
নবদ্বীপের চাঁদ বন্দো শচীর নন্দন।
যাব গুণে মোহ গেল এ তিন ভুবন॥
গোরাচান্দের মহিমা কহিব কার সনে[১৩]।
গোবাচান্দের কহি কথা শুন একমনে[১৪]॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতি অবসান।
অবধৌত[১৫] সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বৈষ্ণব হয় যদি জাতিয়ে যবন।
যুগে যুগে হই তার দাসীর নন্দন॥[১৬]
বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা করে উপহাস।
গোলোক রাখিয়া তার নরকে নিবাস॥
বৈষ্ণবের কুড়ে ঘর কৃষ্ণের আলয়।
বৈষ্ণবের শাক-অন্ন শুধু সুধাময়॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ।
ডাকিনী যোগিনীর পায়ে লইলাম শরণ॥
ত্রিভুবনে[১৭] সার বন্দিব ভগবতী।
জন্ম জন্ম তুয়া পায় রহুক প্রণতি॥
সাগরের জল যদি কলসে প্রমাণি।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি॥
কোথা আছ মহামায়া ই মেড মশানে।
এক দণ্ড উর গো সেবক-স্মঙরণে॥
বিক্রমপুব বন্দিব তোমার আত্মস্থান।
মৌলায বন্দিব মাতা তোমার বিশ্রাম॥
জয় জয় দিয়া বন্দো জয় বিষহরি।
পাতাল ভুবনে বন্দো পাতাল-কুমারী॥
কিয়াপাতে বন্দি গাইব কেতুকাসুন্দরী।
উন কোটি নাগের মাতা জয় বিষহরি॥
তোমার মহিমা মাতা[১৮] কি বলিতে জানি।
বাপের কোলেতে যেন পুত্রের চালনি॥

১১। অ জগাসনে। ১২। অ শ্রীরাধা শ্রীকানু। ১৩। অ যেজন কবে মনে।
১৪। অ সর্ব্বজনে। অতঃপব হরিপুব খ পুথির অতিরিক্ত পাঠ
কৃষ্ণগুণ গায় গোরা বলে হরি হরি।
অন্তকালে মুক্ত হয়ে যান বিষ্ণুপুরী॥
১৫। অ অভক্ত। ১৬। তৃতীয় পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ১৭। পা এ ভুবনে।
১৮। পা মাথা।

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির।
পেড়োয় বন্দিয়া গাইব সুভি খাঁ পীর॥
ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
আগু ধর্ম্ম বন্দিব ঠাকুর নিরাঞ্জন॥
মূল তরু কদলী সমুখে এড়ে বালি।
মান্দারণ গড়ে বন্দিব পীরিসমালি॥
পীরিসমালি সঙরিয়া পথে চলে যায়।
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়॥
চন্দ্রকোণা চাপিয়া বন্দিব মন্ত্রেশ্বর।
বৃষভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর॥
বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা।
বালিডাঙ্গায় বন্দিলাম সর্ব্বমঙ্গলা॥
কোতলপুরে বন্দি গাইব বিশাললোচনী।
আমি মূর্খ অভাজন কি বলিতে জানি॥[১৯]
বঞ্চিতালের ঝকড়াই বন্দো জোড়হাথ।
শিওড়ের দেবতা বন্দিব শান্তিনাথ॥[২০]
খগেন্দ্রবাহনে বন্দো দেব নারায়ণ।
চতুর্মুখ ব্রহ্মা বন্দো মরালবাহন॥
বিষ্ণুর নিকটে বন্দো লক্ষ্মী সরস্বতী।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী॥
সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দ্দিনী।
বিঘ্নরাজ বন্দো মাথা লুটায়ে ধরণী॥
হরিণের পৃষ্ঠে উনপঞ্চাশ পবন।
মহিষের পৃষ্ঠে বন্দিয়া গাইব যম॥
ঐরাবত বাহনে বন্দিব পুরন্দর।
বৃষভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর॥
দেব গুরু দ্বিজ বন্দো হয়ে সাবধান।
ছত্রিশ আখর বন্দো বত্রিশ পুরাণ॥
বর্দ্ধমানে বন্দো দেবী সর্ব্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা॥
মাথায় মল্লিকা চাঁপা সাজানা[২১] প্রচুর।
আগ্নের দেহারা মায়ের বন্দো বিক্রমপুর॥
রাজবলহাটে বন্দো শ্রীরাজবল্লভী।
গায়ের বরণ যেন বৈকালের রবি॥
তাহার মহিমা মাতা কি বলিতে পারি।
অম্বুআর ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী॥
কালীঘাটের কালী বন্দো বেতাতে বেতাই।[২২]
একমন হয়ে বন্দো আমতার মেলাই॥
শ্মশানে বন্দিলাম শ্যামা করালবদনী।
সেহাখেলায় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনী॥
ময়নাপুরে ষষ্ঠীবুড়ীর বন্দিব চরণ।
একে একে বন্দিব যতেক দেবগণ॥
বন্দনা বন্দিতে ভাই না করিহ হেলা।
জুঝাটির ধর্ম্ম বন্দো খাজুরের তলা॥
চারি পিঁড়া বন্দো ধর্ম্ম দেখিতে সুন্দর।
সমুখেতে শোভা করে দিব্য সরোবর॥
আমতার মেলাই বন্দো বিশাললোচনী।
খেপতের খেপাই বন্দো জুড়ি দুই পাণি॥

১৯। অ সমাদর করি বন্দো মৌলার রঙ্কিণী। ২০। অ সেওড়েতে বন্দিব ঠাকুর শান্তিনাথ।
২১। অ মালা মালতী। ২২। এই ছত্র ও পরের তিন ছত্র জ-পুথিতে নাই।

মাতা পিতা বন্দো [ভাই] গুরুর চরণ।
শ্রীধর্ম্মচরণ বন্দো হয়ে একমন ॥
শিক্ষাগুরু বন্দো ভাই কুলের প্রধান।
তাহার চরণ বন্দো করিয়া প্রণাম ॥
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু চরণ বন্দিয়া।
আমি মূর্খ গীত গাই ধর্ম্ম ধিয়াইয়া ॥
জ্ঞান অঙ্ক বিষ জল খাওাল আমারে।
সভা মধ্যে বন্দো এই আসর ভিতরে ॥
কুলেমালার ধর্ম্ম বন্দো হয়ে সাবধান।
ভাটের বাড়িতে যার সদত বিশ্রাম ॥
কাইতি চাপিয়া বন্দো বাণ রাজার পাট।
উষা বালিপোতা বন্দো শ্বেতগঙ্গার ঘাট ॥
ক্ষীবগ্রামে যোগাদ্যা বন্দো মস্তকের পাগে।
সেহাখালাব রঙ্কিণী বন্দিয়া গাইব আগে ॥
ধারুয়ার দেবী বন্দো লোটায়ে অচলা।
জয়ন্তীপুরেতে বন্দো সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ষষ্ঠী বুড়ি বন্দিব নিবাস তালপুর।
যার সেবা করেছিল জয়ন্তী অসুর ॥
বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটী গাঁ।
নিজ বাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ ॥
ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী ॥
জাড়গ্রামের কালুরায় বন্দো সাবধান।
গবপুরে বন্দো বাপা স্বরূপনারায়ণ ॥
কাঁকড়াবিছে ধর্ম্মরাজ বন্দো সাবধানে।
কার্য্যসিদ্ধি করে যার যেবা থাকে মনে ॥
লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী বন্দিনু মাথায়।
মল্লবংশ রাজা হইল যাহার কৃপায় ॥
রামনাম সঙরণে উদ্ধার হয় জীব।
জোড়হাথে বন্দ্যা গাইব তাডেশ্বরের শিব ॥
তাহার মহিমা কিছু কহনে না যায়।
রাখালের ছিয়া গাড়ি যাহার মাথায় ॥
কোটশিমুলে বন্দি গাইব ঘোড়া সইদ[২৩] পীর।
যার নাম সঙরনে রণে হয় বীর ॥[২৪]
গোতানের বটেশ্বরীর বন্দিনু চরণ।
অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাশন ॥[২৫]
শ্রীরামপুরে জয়দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী।
নেওড়ে নালু বন্দো লোটায়ে ধরণী ॥
গ্রামের দেবতা বন্দো মস্তক উপর।
বন্দিব কনকপতি বাজিতপুরে ঘর ॥
বনমধ্যে বেতায় বন্দো সর্ব্বমঙ্গলা।
মহিষাসুর মারিয়া গলায় মুণ্ডমালা ॥
মৌলার রঙ্কিণী বন্দো শুদ্ধ হয়্যা মন।
বালিডাঙ্গার বটেশ্বরীর বন্দিনু চরণ ॥
সেনপুরে বন্দিব ঠাকুর বাঁকুড়ারায়।
যাহার সেবনে দুঃখ দারিদ্র্য পলায় ॥

২৩। পা ঘুড় শয়, খুড় শয়, মুড় শয়। প্রকৃত পাঠ 'খোঁড়া সহিদ' হওয়া সম্ভব। ২৪। যার নাম সমরে সঙরে মহাবীর। ২৫। অতঃপর জ-পুথিতে অতিরিক্ত পয়ার

অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাসনে।
যাহার মহিমা গুণ গায় রামায়ণে ॥

বিষ্ণকেতে বন্দি গাইব অভিরাম
গোঁসাই।
রাধা কানু সহিত তিলেক ভেদ নাই॥
গোরুটিতে বন্দো রামগোপালের পাট।
তিন সন্ধ্যা কিশোরী তাহাতে করে
নাট॥
কমলা ভারতী বন্দো বিজয়া নগরে।
বরদা বাসলী বন্দো মস্তক উপরে॥
সোনাটিকিরির মধ্যে জয় বিষহরি।
বাসলীর চরণ বন্দো জোড়হাথ করি॥
জোড়ুতে বন্দো ভগবতী ঠাকুরাণী।
ছাগল মুড়ির তরে বয় খুনাখুনি॥
আহিলার রঙ্কিণী বন্দিলাঙ সাবধান।
যাব কাছে বিধাতা আপুনি করে গান॥
প্রণাম করিয়া বন্দো পুড়সের ঘাঁটু।
জামা জোড়া পরিধান আবোহণ টাটু॥
পীলখাঞে বন্দি গাইব স্বরূপনাবায়ণ।
দেশে দেশে হইতে আইসে যাহাব
মানন॥
ধাতানাই বন্দিব সারদা ঠাকুরাণী।
যাব কাছে তপস্যা করেন সপ্তমুনি॥
মুনিপুরে ধবলী সিঙ্গুরে জয়া।
দন্তীপুরে বন্দি গাইব যার বড় দয়া॥
কামালপুরে বন্দিয়া গাইব চন্দ্রামুখী।
জলের ভিতরে দেবী জ্বলে ধিকি ধিকি॥
শালেপুরে যাত্রাসিদ্ধি বন্দিব সাদরে।
ছাওাল কানাই বন্দো ব্রাহ্মণের ঘরে॥

অসুরগড় সিদ্ধিস্থান যত আছে তায়।
ধরণী লোটায়ে বন্দো শতেকের পায়॥
কামারহাটীর পঞ্চানন্দ বন্দো জোড়-
হাতে।
ছেলেব তরে কত মেয়ে ওষুধ যায়
খেতে॥
পীর পাথাম্বর বন্দো আছে যতগুলি।
মান্দারণ গড়েতে বন্দিব পীরিসমালি॥
পীরিসমালি সঙরিয়া যে পথে চলে যায়॥
দস্যুতে না মাবে তারে বাঘে নাহি
খায়॥
বন্দিব দরিয়ার পীর নাম কালুরায়।
এক শত প্রণাম প্রভুর দুই পায়॥
ধরণী তরণি বন্দো অষ্ট কুলাচল।
প্রয়াগ-মাধব বন্দো সাগরের জল॥
মথুরা গোকুল বন্দো গোবর্দ্ধন গিবি।
বৃন্দাবনে কানু বন্দো রাধিকাসুন্দরী॥
ফল মধ্যে গোওা বন্দো পত্র মধ্যে
পান।[২৬]
স্ত্রী মধ্যে রাধিকা বন্দো পুরুষ মধ্যে
কান॥
ব্যাস আদি বন্দিব বৈষ্ণব মহাগুরু।
শুকদেব বন্দিব নারদ কল্পতরু॥
তমুলুকে বন্দিয়া গাইব বর্গভীমা।
মাঘ মাসে মকরে আনন্দে নাঞি সীমা॥
সাক্ষাৎ দেবতা বন্দো কপালে লোচন।
কপালে[২৭] মাণিক যেন জ্বলে হুতাশন॥

২৬। এই পয়ার জ-পুথিতে আছে। ২৭। অ গলায়।

কালীঘাটে বন্দো মাতা কালিকা-চরণ।
ঝলমল করে অঙ্গে অষ্ট অভরণ॥
বিষ্ণুপুরের বাঁকুড়ারায় বন্দো করপুটে।
সর্ব্বকাল এ দাসেরে রাখিবে নিকটে॥[২৮]
উর ধর্ম্ম আসরে আসিয়া শোন গীত।
আপনারে নিজগুণে করিবে মোহিত॥
ছন্দোবন্ধ তাল মান কিছুই না জানি।
আমি উপলক্ষ্য গীত গাইবে আপনি॥
আপনি সঞ্জাবে সভা গীত আব নাটে।
বাব দিয়া আপনি বসিবে ধবল খাটে॥
ধুনার সৌরভে ধর্ম্ম আপনি ধ[বল]।
ধর্ম্ম নিন্দা করিলে বসিতে নাহি স্থল॥
নিয়ম করিয়া যে ধর্ম্মেব ঘর যায়।
যে থাকে বাসনা মনে সেই ফল পায়॥
ভ্রমন করিলে এতে নাহিক নিস্তাব।
সর্ব্বাঙ্গে ধবল হয়ে রক্ষা নাই আর॥
এক মনে বন্দো ভাই ধর্ম্মের চরণ।
ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাঙ শরণ॥
ডাইন যোগিনী বা আর মুখভুষি।
আমাব আসরে সবে গান শোন বসি॥[২৯]
বন্দনা বন্দিতে ভাই হবে অনেকক্ষণ।
স্বল্পাক্ষরে সর্ব্বদেবের কৈলাঙ আবাহন॥
বন্দনা বন্দিতে ভাই যে দেব এড়ায়।
এক শত প্রণাম আমার সেই জনের পায়॥
আদি শিক্ষাগুরু বন্দো দ্বিজ রূপরাম।
পলাসনে সখা যার দেব ভগবান॥[৩০]
ডাকিনী যোগিনী বন্দো নিরঞ্জনের পা।
মিনি অপরাধে যে গাএনে করে ঘা॥[৩১]
তুমি মোর ভগিনী আমি তোর ভাই।
তাঁদের চবণ বন্দি আমি গীত গাই॥[৩২]
ডাকিনী যোগিনীর পদে লইলাম শরণ।
আগুগুরু মাতা বন্দো পিতার চরণ॥
শিক্ষাগুরু বন্দো ভাই দীক্ষাগুরু পা।
জোড হাথে আসরে বন্দিনু বাপ মা॥
আমা পুত্র উদরে ধবিয়া পাইল দুখ।
যাহার প্রসাদে দেখি সয়ালের মুখ॥
বন্দনা বন্দিতে আমার গীত বয়্যা যায়।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ সর্ব্বদেবীর পায়॥[৩৩]
ধর্ম্মের মায়া কহনে নাই যায়।
হবি হরি বল সভে পালা হৈল সায়॥]]

২৮। এই পয়ার হ-পুথিতে আছে। ২৯। এই নয় পযার জ পুথিতে আছে।
৩০। এই পয়ার হ-পুথিতে আছে। ৩১। জ-পুথির পাঠ।
মিনি অপরাধে যদি অঙ্গে কর ঘা।
শিক্ষাগুরুর মস্তকে পাখালে বাম পা॥
৩২। অ যদি মোব হাথে ধর ধর্ম্মের দোহাই। ৩৩। জ পুথিতে এই পযাব আছে।

॥ আত্মকাহিনী ॥[১]

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি-শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞী জানে।
বিশাশয় পড়ুয়া পড়ে যার সন্নিধানে ॥
কর্ণের সমান দাতা অভিরাম রায়।
[সতত পুরাণ] পাঠ যাহার সভায় ॥
নিরন্তর পাঠ পড়ি নিজ নিকেতনে।
জুমর অমর ভেদ হইল অল্প দিনে ॥
ছোট ভাই রামেশ্বর প্রাণের সমান।
বড় ভাই রত্নেশ্বর বুদ্ধি হইল আন ॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাইতে শুইতে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন ॥
খাইতে শুইতে শয়নে স্বপনে মন্দ বলে।
[হাড় মা]স দগ্ধ হয় বিহান বিকালে ॥
বিশেষ বাজিল দ্বন্দ্ব বুধবার দিনে।
মনে দুঃখ উঠিল হইব উদাসীনে ॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি ॥
খুঙ্গি পুথি লয়ে আমি করিলাম গমন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ ॥
খুঙ্গি নিল পুথি নিল বস্ত্র নাই গায়।
তসরের ধুতি দিল মণিরাম রায় ॥
[হাতে লইয়া] খুঙ্গি পুথি জুমর অমর।
পাসণ্ডা পড়িতে গেলাম ভট্টাচার্য্যের ঘর ॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো ॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
আনন্দে পড়ান পাঠ হরষিত মনে ॥
সদাই পড়ান গুরু মনে বড় দয়া।
পড়িল কারক টীকা তিঙন্ত লীলয়া ॥
সাত মাসে সাত টীকা পড়াইল গোসাঞী।
বিদ্যা বিনু ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু নাঞী ॥
সেথানে সেথানে করি টীকার বিচার।
চক্রবর্ত্তী সকল মানিল পরিহার ॥
বিশাশয় পড়ুয়া মধ্যে আমি পড়ি আগে।
বিটঙ্ক ভারথী সুধা মকরন্দ ভাগে ॥
আড়ুয়ে পড়ান গুরু চৌপাড়ির ঘর।
শ্যামল উজ্জ্বল তনু পরম সুন্দর ॥
পরম পণ্ডিত গুরু বড় দযাময।
ভট্টচার্য্য কণাদ মানিল পরাজয ॥
বেদান্ত দেখিলে পথে ডানি বামে যান।
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য সভার প্রধান ॥
মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িতে বড মনে পাইল প্রীত ॥
... ...
অতিশয় বিরলে বসিয়া পাঠ চাই ॥
ভট্টাচার্য্য গুরু [শুনি] বুক নাঞী বান্ধে।
সীতার হরণ পাঠে গড়াগড়ি কান্দে ॥
শনিবারে ধর্ম্মের কারণে হৈল ডেড়ি।
দৈবহেতু সেদিন মাঘের[২] টীকা পড়ি ॥
গুরুর সম্মুখে বসিয়া পাঠ চাই।
পূর্ব্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই ॥

১। বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া প্রস্তুত। ২। পা মাাদাব।

সমাসটীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল।
পূর্ব্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল॥
এত শুনি গুরু হৈল পাবকের ধার।
পূর্ব্বপক্ষ পরম ধরিল তিন বার॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
ক্রোধ করি নিষ্ঠুর বলেন ঊর্দ্ধ-রায়॥
গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন।
পড়াবার বেলা হই এহার অধীন॥
বিশাশয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা।
দুই প্রহর বেলা যায় এহার লাগিয়া॥
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়।
সদাই পাঠের বেলায় জঞ্জাল লাগায়॥
পড়াতে নারিল তোরে যাহ নিজ ঘর।
নহে নবদ্বীপ যাহ কিবা শান্তিপুর॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কলানিধির ঠাঞি।
তাঁর সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা॥
এমন বচন শুনি মনে লাগে ডর।
সূর্য্যের সমান গুরু পরম সুন্দর॥
অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোন জন।
নবদ্বীপে পড়িতে আনন্দ হৈল মন॥
গুরুর বচন শুনি নিল খুঙ্গি পুথি।
মনে হল্য নবদ্বীপ যাব দিবারাতি॥
হেন বেলা জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনর্ব্বার যাত্রা হইল শ্রীরামপুরের গনে॥

আড়ুয়্যা করিল পাছে ডানি দিগে বাসা।
পুরান জাঙ্গালে নাঞী জীবনের আশা॥
ঘুরে ঘুরে বুলি শুধু পলাশনের বিলে।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে॥
হেন কালে ভগবান ছলিবারে মন।
মায়া ছলে দুটি ব্যাঘ্র করিল সৃজন॥
দুটা বাঘ দু-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা দুই কাছাড় খাইল গোপাল-দীঘির পাড়ে॥
সন্ধি-মূল হারাল্য সুবন্ত-টীকা নাই।
আপুনি কাননে পুথি কুড়ান গোঁসাই॥
[[পাঠ] পড়্যা ঘরে আসি তৃষ্ণায় আকুল।
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম্ম হাতে দিলা ফুল॥
একে শনিবাব তায় ঠিক দুপুর বেলা।
সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা॥
গলায় চাঁপার মালা আসা বাড়ি হাথে।
ব্রাহ্মণের রূপে ধর্ম্ম দাণ্ডাইল পথে॥]
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুঁথি।
সম্মুখে দাণ্ডাল্য যেন ব্রাহ্মণমূরতি॥
সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গসুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চনকুণ্ডল ঝলমল॥
ভয় নাই আপনি বলেন ভগবান।
এই লহ খুঙ্গি পুথি বাঁধ অভিধান॥
[ডাক দিয়া বলিল কাননে কেন একা।
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে তোরে দিলাঙ দেখা॥]
আমি ধর্ম্ম-ঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গীত বাপু গাও রূপরাম॥
[আজ হৈতে রূপরাম আমার গাও গীত।
পরিণামে পাবে বড় মনের পিরীত॥]

ঠাকুর বলেন তুলে রাখ খুঙ্গি পুথি।
কালি হইতে আমার গাইবে বারমতি ॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি ॥
আমি ধর্ম্ম অনাদ্য তোমারে দিনু দেখা।
পূর্ব্বকালে ভাগ্য আছে কপালেব লেখা ॥
যে বোল বলিবে তুমি সেই হবে গীত।
সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত ॥
যখন শুনিব তোমার মন্দিরার ধ্বনি।
আসরে অবশ্য বাপু উরিব আপুনি ॥
খুঙ্গি পুথি সব [তুমি] তুল্যা বাখ ঘরে।
আনন্দে গাইবে গীত আমার আসবে ॥
এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কাণে।
দিবসে তরাস-তনু দেখি চাবি পানে ॥
বলিবারে বচন বিলম্ব আর নাই।
গলেতে হাড়ের[৩] মালা দিলেন গোঁসাই ॥
দম্ফ করে বলে দ্বিজ বিক্রমে বডাই।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার গীতে কার্য্য নাই ॥
এত শুনি অন্তর্ধান দেব নিরঞ্জন।
তিন দিন উপবাসী ধর্ম্মের কাবণ ॥
তিমিরে তপনমালা দেখিতে না পাই।
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া ঐমনি দিল ধাই ॥
দিশাহার হয়্যা ধায়্যা বুলি বেনা-বনে।
চঞ্চল বসন বেশ বড় ত্রাস মনে ॥
আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল।
শাঁখারিপুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল ॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন।
প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ ॥
সোনা হীরা[৪] দুটি বনি দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লৈয়া ॥
হেন কালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বব।
দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বব ॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পাবা।
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা ॥
বাড়িতে বসিতে ভাই বলিল কুবচন।
জননী সহিত নাঞী হইল দবশন ॥
দাদা বড নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে।
কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে ॥
কাছাড়িল জুমব অমর অভিধান।
বাহিরে স্ববন্ত-টীকা গডাগডি যান ॥
পুনর্ব্বার মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
নবদ্বীপে পড়িবারে যাব দিবারাতি ॥
সোনা হীরা[৪] দুটি বনি আছিল দুয়াবে।
জননীকে বারতা বলিতে নাঞী পাবে ॥
খুঙ্গি পুথি লৈয়া পুন করিল গমন।
তিন দিন উপবাসী দৈবের কারণ ॥
শানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
পথের পথিকে দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল ॥
ঠাকুরদাস পাল তায় বড ভাগ্যবান।
না বলিতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান ॥
আড়াই সের ধানেতে কিনিল চিড়া ভাজা।
দামুদরের জলেতে করিল স্নান পূজা ॥

৩। অ রুদ্রাক্ষ। ৪। অ রূপা।



দুটা বাঘ দু-দিগে বসিয়া লেজ নাড়ে,
গোটা দুই কাছাড় খাইলাম গোপালদীঘির পাড়ে।

[পৃ ২০

জলপান করি তথা বড় অভিলাষে।
আচম্বিতে চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে॥
চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল।
খুঙ্গি পুথি বয়্যা যাইতে অঙ্গে নাই বল॥
দিগনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতিঘরে কর্ম্ম বড় পথেতে শুনিল॥
দৈবহেতু দুঃখ পাই সহজে কাতর।
দক্ষিণা মাগিতে গেলাম তাঁতিদের ঘর॥
ধাওাধাই তাঁতিঘরে দিল দরশন।
চিড়া-দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন।
মনে কৈল পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতিঘরে ধর্ম্ম-ঠাকুর নাঞি দিল থই॥
দক্ষিণা আনিয়া দিল দশগণ্ডা[৫] কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কানা দেড় বুড়ি॥
খুঙ্গি পুথি লয়ে পুনু করিল গমন।
বাহাদুর এড়াল্যে দিলাম দরশন॥
গোয়ালাভূমের রাজা গণেশরায় নাম।
বিপ্রকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান্॥
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন।
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানা ধন॥

এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্ব্বজন।
আচম্বিতে দুটি পালি[৬] দিল দরশন॥
পালি[৬] দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে।
দ্বাদশ মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে॥
বারমতি গাইল আর দ্বাদশ মঙ্গল।
সন্তুষ্ট হইলেন ধর্ম্ম ভকতবৎসল॥
সেই হইতে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে।
অদ্যাবধি খুঙ্গি পুথি তোলা আছে ঘরে॥
রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল [ত] প্রজা॥
বর্দ্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম।
[তার পর৷][৭]-জয় হইল দক্ষিণে মহিম॥
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥
শাকে সীমে জড় হৈলে যত সন হয়।
চারি যুগ তিন বাণ[৮] বেদে যত রয়॥
বসের উপরে রস তায় রস দেও।
এই শকে গীত হইল লেখা করি নেও॥

৫। অ পাঁচগণ্ডা। ৬। পা পাল্য। ৭। বন্ধনীস্থিত পাঠ অত্যন্ত আনুমানিক।

২

॥ স্থাপনা পালা ॥

আদ্য প্রভু ধর্ম্মবায়　　প্রণাম তোমাব পায়
　　পবম দেবতা নিবঞ্জন।
শূন্যেতে কুবিযা[১] ভব　　মনে চিন্তা[২] নিবন্তব
　　কেমনে হইব[৩] ত্রিভুবন ॥
না ছিল[৪] সয়াল ক্ষিতি[৫]　　বিষম প্রলয় অতি
　　জীবজন্তু কেহ কোথা নাঞী[৬]।
ববি শশী নাঞী বয　　সব ধুন্ধুকাব[৭]মৰ[৮]
　　সভেমাত্র আপুনি গোসাঞী ॥
[৯][বিধি বিষ্ণু পুবন্দব　　অমব অসুব হব
　　কেহ জীবজন্তু নাই মনে।
ববি শশী নাই হয়　　ঘোব অন্ধকাবময়
　　আদি মূর্ত্তি তাব মধ্যখানে ॥
পূর্ণ শশধব মূর্ত্তি　　শূন্যভবে হৈল স্থিতি
　　যোগবলে কবে অবস্থান ॥
বসিতে আসন নাই　　দাঁডাইতে নাহ ঠাই
　　দিগ অন্ত নাহি হয় জ্ঞান ॥
মনে ভাবি নিবঞ্জন　　কিসে হবে ত্রিভুবন
　　নিঃশ্বাস ছাডিল চক্রপাণি।
তাহে জন্মে এক পক্ষ　　সেইজন মহাদক্ষ
　　নাম তাব উলূক মহামুনি ॥
পাক ভবে উডে উডে　　প্রদক্ষিল মায়াধরে
　　এইরূপ কৈল তিন বাব।
ধর্ম্মের সম্মুখে আইলেন　　অন্তবিক্ষে
　　পাকভবে কৈল নমস্কাব ॥

১। অ শূন্যরথে কবি ভর।　২। অ চিন্ত, চিন্তে।　৩। অ হইবে।　৪। অ চিনি।
৫। অ নাহি জল স্থল স্থিতি।　৬। অ তথি জীব জন্তু কিছু নাই।　৭। অ ঘোর অন্ধকার।
৮। অ ধরাধরি শূন্যপথে বুঝিযা অনাস্ত রথে।　৯। বন্ধনীতে ন পুথির পাঠ।

একাদিত্য[১০] অঙ্গ জনু অতি মনোহর তনু
তপনে তবণি অভিসার।[১১]
অত অভিলাষ মনে হইল কৃপা সেইখানে
বিনাশিলা বিষম আন্ধাব॥
নবজলধব শ্যাম মনোহব মনোবম[১২]
সুন্দব মুকুট মনোহব।
সুকান্তি দশনভাতি শোভে যেন গজমোতি
পুনু অবতাব মায়াধব॥
ভুবনমোহনলোভা যোল চাঁদ মুখ-শোভা
পরাৎপব পূর্ণ অভিলাষ।
অকাল ধবণী মণি যেন বিধি পদ্মযোনি[১৩]
যোল[১৪] কোটি সূর্য্যেব প্রকাশ॥
সোনাব মকুট শিবে দুর্লভ কেয়ুব কবে[১৫]
পবিধান অরুণ বসন।
মেখলা কিঙ্কিণী তায সোনাব নপুব পায
পাবিজাত মাল্য পবিধান॥
বাজুবন্ধ পবিসব শোভা কবে কলেবব
দশ চাদ কান্দে বাড়া পায।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ দেখি অবতাব[১৬] বঙ্গ
যোল চাঁদ দশনে মিশায॥
[১৭][অধব সুন্দব রুচি সুন্দর বদন শুচি
নযান যুগল সমীবণ।
কি দিব তুলনা তাব যোল পদ্ম অবতাব
কিছুমাত্র কবিতে মিলন॥]

১০। অ প্রকাশিত। ১১। অ অতিশ কোমল তনু তপস্যা কবেন মায়াধব। ১২। পা মনুহর মণিবাম। ১৩। অ মূলে জল আনি পদ্ম ফুলে। ১৪। অ তিন। ১৫। অ অতিশয় শোভা করে। ১৬। অ দেখিতে সুন্দব। ১৭। এই দুই ছত্র ন-পুথিব অতিবিক্ত পাঠ।

এমন দেবের লীলা[১৮] পবিতোষ মনে হৈলা
নাসা-পথে জন্মিলা উলুক।
বাঙ্গা[১৯] চবণেব কাছে জোড়-হাথ কবি আছে[২০]
স্তব কবে লোটায়্যা সম্মুখ॥
অবধানে ধর্ম্মবায় নিবেদি তোমাব পায
নায়কেব চিন্তহ[২১] কল্যাণ।
ময়ূব[২২] ভট্টেব পদে মনে অনুমান হৃদে
দ্বিজ রূপবাম বস গান॥

[১]॥ বড আজ আন্দ দেখি ব্রজপুব ঘবে বে।
গোকুল ছাডিযা নিমাই আইল নবদ্বীপে বে
আইল বে॥

নাসা-পথে যদিস্যাৎ জন্মিলা উলূক।
সবিনয় স্তব কবে লোটায়্যা সম্মুখ॥
জোড-হাথে উলূক কবেন নিবেদন।
কে আছে তোমাব পব তুমি নিবঞ্জন॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি সে পাতাল।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি তুমি দিক্‌পাল॥
কৃপা কব ঠাকুব-আমাকে[২] কব দয়া।
দয়া করি দেহ দুই চবণেব ছায়া॥
চরণেব ছায়া মনে করি অনুমান।
মোর পৃষ্ঠে আবোহণ কর ভগবান॥
উলূকেব বচন শুনিয়া মায়াধব।
কৌতুকে বসিলা পক্ষরাজেব উপব[৩]॥
নাঞি জানি কতকাল কবেন ভ্রমণ।
শ্রমযুক্ত উলূক কবেন নিবেদন॥
কোনখানে বসিব এমন নাহি স্থল
তৃষ্ণায় আকুল তনু কোথা পাব জল॥
উলূকেব বচন শুনিঞা নিবঞ্জন।
মুখে হৈতে অমৃত ফেলিল[৪] ততক্ষণ॥
সেই হইতে হইলেন জলেব সঞ্চাব।
জল বিনে জীবজন্তু সকলি অসাব॥[৫]
শূন্য ভবে কৌতুকে বহিলা চক্রপাণি।
আচম্বিতে তখন জন্মিলা নাবায়ণী॥
শবৎ-পূর্ণিমার শশী আলো কবি আছে।
হিঙ্গুল ববণ মেঘ শোভে[৬] তাব কাছে॥

১৮। অ অনাদ্যার খেলা। ১৯। অ অনাদ্যা চবণ। ২০। অ হয়্যা নাচে। ২১। অ নায়কেরে করহ, চিন্তিবে। ২২। পা মউব। ১। জ পুথিব পাঠ স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত ২। অ কৃপা করি মহাপ্রভু মোবে। ৩। অ সুখেতে বসিলা পক্ষেব পৃষ্ঠেব উপব। ৪। অ মুখেতে পীযূষ ছিল দিল। ৫। অ সেই হইতে সয়াল জলেব সবোবর। জলজন্তু জীব যত জন্মিল চরাচর। ৬। অতঃপর ন পুথির দুই ছত্র অতিবিক্ত পাঠ নোতন মেঘের কোণা অরুণ উদয়। কামের কামান হাতে কৃষ্ণেব তনয়॥

ষোলকলা-পূর্ণ শোভা যেন বিদ্যাধরী।
মল্লিকা মালতী মালা শোভিত কবরী ॥
[7][নয়ান যুগলে শোভে কুরঙ্গ-নয়না।
অঙ্গের বরণ শোভে যেন কাঁচ সোনা ॥
অধর-যুগলে শোভা যেন বিম্বফলি।
কুচগিরি শিখরে ভ্রমরা করে কেলি ॥
সুরধুনী শিখরে বিহরে অহিরাজ।
বিনতানন্দন দেখ্যা মনে পাইল লাজ ॥]
চরণকমলে[8] শোভে সোনার নপুর।
আপুনি অধীর[9] হৈলা দয়ার ঠাকুর ॥
রূপ দেখ্যা মোহিত হইলা নারায়ণ।
সেই তেজে[10] দেবতা জন্মিলা তিন জন ॥[11]
বিধাতা শঙ্কর বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।
তিন ভাই তপস্যা করেন অনাহারে ॥
কত যুগ তপস্যা করেন তিন ভাই।
তপস্যা করেন তার অন্ত[12] নাই পাই ॥

তিন ভাই তপস্যা করেন অনাহারে।
রূপরাম গীত গান অনাদ্যের বরে ॥

তিন ভাই তপস্যা করেন অনাহারে।
অন্তরে জানিল ধর্ম্ম দেব মায়াধরে ॥
মৃতদেহ ধরি[1] ধর্ম্ম পচা গন্ধ গায়।
ছয়-মাসের মড়া হয়্যা জলে ভাস্যা যায় ॥
তপস্যা করেন যথা তিন সহোদর।
ভাসিয়া ভাসিয়া গেলা ব্রহ্মার গোচর ॥
অবজ্ঞা[2] করেন বিধি পায়্যা পচা ঘ্রাণ।
কোথাকার পাতকী আমার বিদ্যমান ॥
এত বলি গেলা ব্রহ্মা তপস্যা রাখিয়া।
বিষ্ণুর নিকটে গেলা ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
তপস্যা করেন বিষ্ণু হয়্যা একমন।[3]
আচম্বিতে পচা গন্ধ পাইলা তখন ॥
দুরন্ত পাতকী কেবা আইল মোর কাছে।
পাছু হয় পাতকী-পরশ হয় পাছে ॥
তপস্যা রাখিয়া বিষ্ণু তখন পালায়।
শিবের নিকটে ভাস্যা গেল ধর্ম্মরায় ॥
জলের হিল্লোলে তায় বাজে পচা গন্ধ।
তখন জানিল শিব সুধা মকরন্দ ॥
যোগবলে সকল জানিল সদাশিব।
পশুপক্ষী সয়ালে নাহিক জন্তুজীব ॥
রবি শশী সংসারে উদয় কেহ নাই।
কোলে করে নিল শিব জানিল গোসাঞী[4] ॥
তাণ্ডব করেন শিব[5] আনন্দিতময়।
হেনকালে ধর্ম্মরায় হইলা সদয় ॥
বর মাগ শঙ্কর সদয় হৈনু[6] আমি।
আমার বচনে ছিষ্টী কর গিয়া তুমি ॥

৭। পুথির অতিরিক্ত ছয় ছত্র পাঠ। ৮। অ কমলচরণে। ৯। অ অস্থির, পা অধীন। ১০। অ থানে। ১১। অতঃপর ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ কমলা সহিত কৃষ্ণ মহেশ আপনি। হেন বেলা লুকাইল দেবচূড়ামণি ॥ ১২। অ অষ্ট যুগ তপস্যা করে দেখা।

১। অ হয়্যা ২। পা অপিজ্ঞা। ৩। অ একমনে তপস্যা বিষ্ণু করেন অনুক্ষণ। ৪। অ কেবা দেখা দিল মোরে ভাবেন গোসাঞী। ৫। অ প্রভু। ৬। অ সদাশিব সদয় তোরে।

এত শুনি শঙ্কর বলেন সবিনয়।
আমা হৈতে ছিষ্টী গোসাঞী কভু ভাল নয়॥
বড় ভাই ব্রহ্মাকে[৭] ডাকিয়া দেহ পান।
সংসার-পালন হেতু তুমি ভগবান॥[৮]
এত শুনি নারায়ণ বলেন তখন।
পান দিল শুন ব্রহ্মা ছিষ্টীর কারণ॥
উপদেশ পাইয়া ব্রহ্মা ছিষ্টে দিল মন।
একে একে যত ছিষ্টী করেন পত্তন॥[৮]
প্রথমে জন্মিল দেখ অহঙ্কার মুনি।
বাতাস বরুণ তেজ আকাশ অবনী॥[১০]
অহঙ্কার মুনির হেটে[১১] জন্মিল পঞ্চ জন।
তবে সে জন্মিল পাত্র সনক[১২] সনাতন॥
[১৩]দশ মুনির প্রধান নারদ মুনিজন।
স্বয়ম্বর[১৪] মহামুনি ছিষ্টীর পালন॥
মহামুনি দুখানি করিল নিজ তনু।
যুবতী হইল তায় নাম হৈল মনু[১৫]॥
যদিস্যাৎ যুবতী জন্মিল ত্রিলোচনা।
সভাকার মনে হৈল সংসারবাসনা॥
লোকালোক অনেক বাড়িল পরিবার।
বিধাতার মনে দুঃখ বাড়ে আরবার[১৬]॥[১৭]

অধর্ম্মের পাকে[১৮] মহী পাতালগামিনী।
বলিতে পুস্তক বাঢ়ে পূর্ব্বের কাহিনী॥
শূন্যভরে[১৯] কেমনে থাকিবে দেবগণ।
ধরিল বরাহরূপ দেব নিরঞ্জন॥
গভীর গর্জ্জন ঘোর দশন উজ্জ্বল।
পাতাল ধরণী[২০] ধাম[২১] বরণ ধবল॥
শীঘ্রগতি আইল মুনি দশনে ঠেকে শুঁড়া[২২]।
দশনে তুলিল মহী শালুকের নাড়া[২৩]॥
ধরণী লইয়া দেব আইল কৌতুকে।
শালুকের মূল যেন তুলিল বালকে॥
অঙ্গ নাড়া দিল ঘন ভকতবৎসল।
অঙ্গ ঝাড়া দিতে হইল অষ্টকুলাচল॥
সুমেরুশিখর আদি হিমালয় গিরি।
চারি দিগে দেবতা বসিল সারি সারি॥
[বাড়িল সুন্দর যে সভার মনে সুখ।
এত দিনে দূর হৈল দেবতার দুখ॥][২৪]
ইন্দ্র আদি দেবতা বসিল লোকজন।
প্রধান শিখরে শোভা সুবর্ণচরণ॥[২৫]
[কৃপা করি আপনি ধরিল যার শিরে।
সাত বাজী অম্বরেতে রথ লয়ে ফিরে॥][২৪]

৭। অ ব্রহ্মারে। ৮। অ সংহারণ পালন দেবের পরিমাণ, হবে বেদের প্রমাণ। ৯। এই চারি ছত্রের পাঠ হ-পুথির। অন্যত্র এই দুই ছত্র পান দিল ব্রহ্মাকে আপুনি নারায়ণ। উপদেশ পেয়ে ব্রহ্মা স্বষ্টে দিলা মন॥ ১০। অ বাতাস বরুণ তবে যত আকাশ তরণি, সরণি। ১১। অ হৈতে। ১২। অ শুক, রূপ। ১৩। এই ছত্রের পূর্ব্বে হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ এই দুই হইতে ছিষ্টীর অবতার। ব্রহ্মার সমান পুত্র জন্মিল তাহার॥ ১৪। অ স্বতন্তর। ১৪। হ-পুথির পাঠ তার পুত্র হলা নাম সয়ম্ভব মনু। ১৫। অ বিধাতা মনের ব্যথা জন্মিল অপার। ১৬। ন-পুথির পাঠ পরাপর। ১৭। ঐ এমন সময় যুক্তি বলেন মায়াধর॥ ১৮। অ অসুরের ভড়ে, পাকে। ১৯। অ দুষ্ট ভরে। ২০। অ পাইল। ২১। অ ধর্ম্ম। ২২। অ তোলে ধরা। ২৩। পা পারা। ২৪। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ। ২৫। অ-পুথির পাঠ প্রধান শিখরে সাত সুবর্ণচরণ।

মূর্ত্তিমান[২৬] বিমানে বসিলা মহাশয়।
উচ্চ পদ হেট মাথা শাস্ত্রমত কয় ॥[২৭]
দিবা নিশি নিয়ম বৎসর যজ্ঞ দান।
দেবতা পড়িল সব ছত্রিশ পুরাণ ॥
প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত।
বীণা লয়্যা নারদ সমুখে গায় গীত ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা বংশীর নিনাদ।[২৮]
পঞ্চমুখে গায় শিব[২৯] রাধার বিষাদ ॥
এক মুখে আলাপ দুমুখে স্তুতি ধরে[৩০]।
আর দুই বদনে কৃষ্ণের স্তব করে ॥
দেবের দুর্লভ শোভা বৈকুণ্ঠভুবন।
এই কথা মনে ধর্ম্ম পূজার কারণ ॥
[অবনীমণ্ডলে সভে পাবে পুষ্পজল।
চারি যুগ ধর্ম্ম-পূজা পরম মঙ্গল ॥][৩১]
সকল দেবতা পূজা পায় সব ঠাঞী।
না হল্য আমার পূজা চিন্তিল গোসাঞী ॥[৩২]
[কলিযুগে নাই হোল পূজার বিধান।
সাধিবে আমার পূজা কোন ভাগ্যবান ॥
কেবা দিবে পুষ্পজল যাব কার ঠাই।
পূজার কারণে বড় চিন্তিত গোসাঞী ॥][৩১]
এত শুনি দেবতা অমর সভাজন।
কেবা জানে এই কথা বলে কোন জন ॥
[কেহ কিছু নাহি জানে এসব বিধানে।
শুনেছিল হনুমান মাকুণ্ড পুরাণে ॥][৩১]
[৩৩][হনুমান বলেন গোসাঞী অবধান কর।
চারি যুগ তোমার পূজা অবনী ভিতর ॥
ভোজ-বংশে আপনি পূজিল ভোজরায়।
সেই জন তোমার সেবনে স্বর্গ যায় ॥
যুধিষ্টির ভূপাল পূজিল তার পর।
ঘরে ঘরে তোমার পূজা হস্তিনানগর ॥
তবে আদ্য পূজা দিল আশোয়া[৩৪] চণ্ডাল।
মদের পুষ্করিণী দিল পিষ্টের জাঙ্গাল ॥
বুনিল[৩৫] সিজন ধান হইল অঙ্কুর।
ধূসদত্ত বণিক পূজিল উষৎপুর[৩৬] ॥

২৬। অ অবিলম্বে। ২৭। অতঃপর জ-পুথিতে এই চারি ছত্র আছে

বর্ষ চক্র নিয়ম করিল বার তিথি। ছয় ঋতু নিয়ম বৎসর হৈল তথি।
ছয় মত বেশাক বস্তু দান চক। বার মাস বৎসর বিশেষ কল্পতরু।

২৮। অ মন্দ মন্দ বহে শিঙ্গা ডোবরের নাদ। ২৯। অ গান গীত। ৩০। অ করে।
৩১। জ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৩২। জ-পুথির পাঠ সকল দেবতা পূজা সর্ব্ব ঠাঁই পায়। নাই হোল আমার পূজা ভাবে ধর্ম্মরায় ॥ ৩৩। জ-পুথির পাঠ অতঃপর দশ ছত্র অবধি। এই স্থানে ন-পুথির পাঠ দুই ছত্র মাত্র

উলূক বলেন গোসাঞী অবধান কর। যুধিষ্টির নৃপতি পূজিল হরিহর ॥

৩৪। না আশা। ৩৫। পা বনিল। ৩৬। পা উদ্দাপুর।

আস্তের দেহারা আছে বলুকার তটে।
হরিশ্চন্দ্র[৩৭] পূজা দিল বিষম সঙ্কটে ॥
অনেক দিবস রাণী পূজিল মদনা।
যোগ কর‍্যা সিদ্ধ পাইল মনের কামনা ॥[৩৮]
ষোল শত ভকিতা হৈল আস্তের গাজনে।
তথাপি তোমার পূজা না ছিল ভুবনে ॥[৩৯]
পশ্চিম-উদয় হইলে পরিপূর্ণ[৪০] হয়।
তেকারণে তব প্রজা সর্ব্ব ঠাঞী রয়[৪১] ॥
তোমার পূজার[৪২] বিধি আমি সব জানি।
জাম্বুবতী নামে আছে ইন্দ্রের নাচনী ॥
তারে অভিশাপ যদি দেহ কোন ছলে[৪৩]।
তবে সে প্রকাশ পূজা অবনীমণ্ডলে ॥
ধরণীমণ্ডলে নাম হবে রঞ্জাবতী।
রূপে দশ দিক আলো প্রকাশিত খ্যাতি ॥[৪৪]
রাজকন্যা হব মহাপাত্রের ভগিনী।
বিবাহ করিব কর্ণসেন নৃপমণি ॥
চাম্পাই নদীর ঘাটে শালে ভর দিবে।
তার পুত্র লাউসেন হাকণ্ড সেবিবে[৪৫] ॥
তবে তুমি কৌতুকে পাইবে পুষ্পপাণি।
তোমার পূজার হেতু আমি সব জানি ॥
একাদশ আদিত্য জন্মিল মহীতলে।
মহামায়া দেবী জন্মিলা যোগবলে[৪৬] ॥
টলিল মুনির মন ধরিতে নারিল[৪৭]।
তোমার পূজার পাকে[৪৮] আদিত্য জন্মিল ॥
আমার বচন শুন রথে কর ভর।
তাণ্ডব দেখিতে চল ইন্দ্রের[৪৯] নগর।
নিরঞ্জনের লীলা কহনে নাই যায়।
ময়ুরভট্ট বন্দি[৫০] দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

এত শুনি পরম সন্তোষ ধর্ম্মরাজ।
রথ কর সাজন বিলম্বে নাহি কাজ ॥
উলূক সারথি রথ সাজিতে লাগিল।
লক্ষভার সিন্দুর রথের গায়ে দিল ॥
গঙ্গাজল চামর সোনার চূড়া বান্ধা।
ফটিকের স্তম্ভ মণি-মাণিকের চাঁদা ॥[১]

৩৭। অ হরিচন্দ্র। ৩৮। অ মোকামা কবিএ শীঘ্র মিলিল বাসনা। ৩৯। ন-পুথির পাঠ সাংস্থর ভকিতা আছে তোমার গাজনে। আপুনি তোমার পূজা দিল হুতাশনে ॥
৪০। অ পূর্ণপূজা। ৪১। ন পুথির পাঠ এই ত পূজার কথা শুন মহাশয় ॥ ৪২। অ দিবা নিশি প্রভাত। ৪৩। অ তাণ্ডবের শালে। ৪৪। পা থিতি। ৪৫। পা হাকণ্ডে পূজিবে, মরিবে। ৪৬। জ-পুথি মহামায়া দেখিলে মনির মন টলে। হ-পুথি মহামায়া দেবী আমি অবনীমণ্ডলে ॥ ৪৭। অ নয়ান টলিল, অমরা ধরিল। ৪৮। অ হেতু। ৪৯। অ অমর।
৫০। অ বন্দিয়ে মউরভট্ট।

১। হ-পুথির পাঠ

চারিদিক লম্বিত উপরে দিল চাঁদা ॥
ফটিকের স্তম্ভ মণি মাণিক্যের চাকা। সম্মুখে সোনার ঘণ্টা শোভিছে পতাকা ॥
ছোট ছোট ঘুণ্টিকা মেখলা দশ গুণ। মধুর সুন্দর ধ্বনি শুনি রুনরুন ॥
ঘণ্টিকার শবদে মোহিত মুনি সব। চলিবার বেলা চাকা ঝলমল রব ॥

[আভরণ অনেক দিল পরিসর।
টানিবার বেলা চাকা ডাকে ধর ধর ॥][২]
পারিজাত ফুলে রথ সাজন করিয়া।
প্রভুর নিকটে রথ দিল চালাইয়া[৩] ॥
অবিলম্বে বিমানে বসিলা করতার।
যতেক দেবতা দেই[৪] জয়জয়কার ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চলিল বিমানে।
জয়ধ্বনি মঙ্গল পড়িল চারি পানে ॥
উপনীত অমরা যতেক দেবগণ।
সবে বলে ভাগ্যবান সহস্রলোচন ॥
শচীর সহিত ইন্দ্র দণ্ডবৎ হয়্যা[৫]।
রাঙ্গা চরণের কাছে পড়ে লোটাইয়া ॥
[পদরেণু লয়ে মাথে করিল বন্দনা।
সজল প্রদীপ আনে ধান্য ধূপধূনা ॥
সুন্দরী সহিত দিল জয়জয়-ধ্বনি।
গীত গায় কিন্নরী মঙ্গলরব শুনি ॥][৬]
বিমান রাখিয়া সভে বসিলা আসনে।
শশী শোভে বেষ্টিত যেমন তারাগণে ॥
হুতাশন পবন বসিলা পুরন্দর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর সম্মুখে জোড কর ॥
দেব ঋষি কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরী।
বরুণ কুবের আদি বৈসে সারি সারি ॥
বিমান রাখিয়া সূর্য্য[৭] আইলা[৮] কৌতুকে।
তম্বুর লয়্যা নারদ মুনি বসিলা সম্মুখে ॥

বীর হনুমান তখন বলে ডাক দিয়া।
আমার বচন ইন্দ্র শুন মন দিয়া ॥
কালি মায়াধর মোরে কহিল নিশিতে।[৯]
শুনিঞাছি জাম্বুবতী জানেন নাচিতে ॥
দেখিব তাহার নাচ যত দেবগণ।
নিবেদিলাম অতেব প্রভুর আগমন ॥
তেরঁ যুগ তপ যদি করে অনাহারে।
তথাপি না পায় দেখা দেব মায়াধরে ॥
[কার বাড়ী নাহি যায় অনাথ্য গোসাঞী।
তোমার ভাগ্যের সীমা দিতে নাঞী ঠাই ॥][১০]
এমন বচন ইন্দ্র আপনি শুনিঞা।
জাম্বুবতী নৃত্যকীরে আনিল ডাকিয়া ॥
শুন আগে জাম্বুবতী আমার ভারতী[১১]
তোমারে নাচিতে হল্য প্রভুর আরতি ॥
ত্রিভুবনে তোর পারা কে আছে[১২] তুলনা।
নাচিতে নাচিতে পাছে হারাও আপনা ॥
মন দিয়া খানিক নাচিবে নাসবেশে।
তোর নাচ দেখিতে দেবতা সভে আইসে ॥
তাণ্ডব করিতে নটী নিল পান-ফুল।
স্নান করিবারে যায় নর্ম্মদার কূল ॥

২। এই দুই ছত্র ন-পুথির পাঠ। ৩। অ পাঠাইএ, আগু হয়ে। ৪। অ ইন্দ্রের ভুবনে পড়ে। ৫। অ সংসার লইয়ে। ৬। ন এবং হ পুথিতে এই চারি ছত্র আছে। ৭। অ শুয়া। ৮। অ বসিলা। ৯। জ-পুথির পাঠ চালি মহাবীর মোরে বলেন লিখিতে। ১০। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ১১। পা ভারথি। ১২। অ ভাগ্যবতী কেবা আছে তোমার।

বাটি ভর্‍্যা তৈল নিল খুরি ভর্‍্যা চুয়া।
নাপান করিয়া পেলে চিবাইয়া গুয়া ॥
দেবকন্যা সঙ্গে যত সভাই তাণ্ডবী।
মায়্যার গরব বড় বরণের ছবি ॥
কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া।
নর্ম্মদা গঙ্গার ঘাটে উত্তরিল গিয়া ॥
[হেনকালে মহামায়া আকাশের পথে।
অমরানগর যায় তাণ্ডব দেখিতে ॥
নৃত্য দেখিবারে হোথা যান দশভুজা।
যাহা হইতে প্রকাশ হইবে ধর্ম্মপূজা ॥][১৩]
আমি অভিশাপ দিলে তবে ভাল হয়।
তবে পূর্ণ পূজা পাবে ধর্ম্ম মহাশয় ॥
বৃদ্ধারূপা হৈলা দেবী রাখি সিংহরথ।
বসিল গঙ্গার ঘাটে আগুলিয়া পথ ॥
পথ আগুলিয়া তথা আছেন ঈশ্বরী।
জাম্বুবতী বলে কিছু জোড় হাথ করি ॥[১৪]
স্নান করি ঘরে যাব ছেড়্যা দেহ গন।
ইন্দ্রের নৃত্যকী কন্যা[১৫] জানে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ আইল দেখিতে মোব নাট।
অনেক উছুর হৈল ছেড়্যা দেহ বাট[১৬] ॥
অভয়া বলেন আগে[১৭] শুন জাম্বুবতী।
গায়ের গরবে পারা নাঞী দেখ
ক্ষিতি ॥[১৮]
নিরবধি তপ আমি করি এই ঘাটে।
দুকুল গঙ্গার ঘাট তোরে নাঞী আঁটে ॥
পথ নাঞী দেখ নটী গায়ের গৌরবে[১৯]।
দোচারিণী নটীর নাপান কলরবে ॥
এই পথ রাখি নটী অন্য পথে চল।
জাম্বুবতী নটী শুনি হাসে খলখল ॥
আপন গৌরবে পথ ছাড়ি দেহ বুড়ি।
বুড়া হৈলে বলবুদ্ধি সব হয় ভেডি ॥
[চক্ষে নাই দেখ বুড়ি নাই শুন কানে।
বুড়ির বড়াই বড দেখি এই খানে ॥
গলিতলোচন দুই মুখে নাই বাত।
চলে যেতে বল নাই খোলা পারা
আঁত ।][২০]
বুড়িকে দেখিয়া তবে[২১] জাম্বুবতী হাসে
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে পদ্মফুল ভাসে ॥
চরণের জল লাগে অভয়ার গায়।
দেবী বলে অভিশাপ[২২] এহার উপায়।
অভিশাপ দিল তোরে চল বসুমতী।[২৩]
বুড়া দেখি হাসিলে পাইবে বুড়াপতি ॥
মা বাপের ঘরে জন্ম পাবে বড় সুখ।
সাতজন্ম মরিলে দেখিবে পুত্রমুখ ॥
অভিশাপ দিয়া দেবী গেলা অন্তরিক্ষে।
বুড়ি ছিল এই খানে আর নাঞী দেখে ॥

১৩। এই চারিছত্রের পাঠান্তর ন-পুথিতে
গঙ্গাঘাটে জাম্বুবতী দিল দরশন। হেন বেলা ঈশ্বরী ভাবেন মনে মন ॥
তাণ্ডব দেখিতে যদি যান দশভুজা। জাম্বুবতী হইতে হইব ধর্ম্মপূজা ॥
তাণ্ডব দেখিতে তবে মহামায়া যান। আমি অভিশাপ দিলে ধর্ম্ম পূজা পান ॥

১৪। হ-পুথি। ন-পুথির পাঠ পথ আগুলিয়া তথা বস্যা আছে বুড়ি। পথ ছাড়্যা দেহ মোরে জেতে চাই বাড়ি।

১৫। অ আমায়। ১৬। অ ঘাট। ১৭। অ ওলো। ১৮। হ-পুথি চক্ষে পারা নাঞী দেখ খরাসন সক্তি। ১৯। অ জোবনের ভরে। ২০। হ পুথি। ২১। অ ধনি। ২২। অ শাঁপ দিব। ২৩। হ-পুথি দিনু আমি শুন জাম্বুবতী।

ঘাটে বসি কান্দে নটী নাহি বান্ধে চুল।
লাভের কারণে আইলাম হারাইলাম মূল॥
[২৪]হায় হায় করি রামা কান্দে উভুরায়।
এই অপরাধে মৈল পরিক্ষিত রায়॥
গড়াগড়ি দিএ রামা কান্দে রাজ-গনে।
প্রবোধ-বচন বলে দুই এক জনে॥
কেবা দিল অভিশাপ কোথা গেল বুড়ি।[২৫]
নেচে গায়্যা উপায় করিব গে চল[২৬] কড়ি॥
[অভিশাপ সোনার বরণ হৈল কালি।
কালকুট গরাসিল সময়ের বেলি॥][২৭]
নিজ ঘরে চল সভে অভরণ পরি।
ঘরে বসি নাসবেশ করিছে সুন্দরী॥
দর্পণ উজ্জল করে [২৮] সিন্দুরে মাজিয়া।
বত্রিশ দশন দেখে হাসিয়া হাসিয়া॥
[বদন দেখিএ মনে কতখান করে।
কামরিপু মদন মোহিত এক শরে॥][২৮]
নটীর নাপান কথা [২৯] সব [৩০] কথায় হাসি।
সমুখে বেশের পেড়া [৩১] এনে দিল দাসী॥
সোনার গিলিপে ছিল অপূর্ব্ব চিরুণী।[৩২]
কেশের মার্জ্জনা বেশ করিল আপনি॥
[৩৩] মল্লিকার মাল্য দিএ বান্ধিল লোটন।
বাদলে ময়ুর যেন ধরিল পেখর্ম॥
ছকুড়ি চাঁপার ফুল মালতীর মালা।
মেঘের উপরে যেন চাঁদ করে আলা॥
নায়ক পাইএ ধর্ম্ম চিন্তিবে কল্যাণ।
ধর্ম্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান॥

লোটনে বান্ধিল ঝাঁপা[১] শোভা করে কেশ।
অভরণ পরিয়া গায়ের করে[২] বেশ॥
মোহন কাজল পরে মোহন সিন্দুর।
প্রভাতের তপন তিমির করে দূর॥
চারিদিকে দিল তায়[৩] চন্দনের রেখা।
চাঁদের উপরে যেন চাঁদ দিল দেখা॥
ঈষৎ কজ্জল ফোঁটা[৪] দিল তার কাছে।
নৌতন মেঘের কোনা[৫] আর কোথা আছে॥
[৬]অধর উপরে দিল জাবকের দাগ।
দ্বিগুণ বাড়িল শোভা চন্দনের রাগ॥
অগৌর চর্ন্দন দিল অলকা তিলকে।
গোরোচনা মৃণাল সিন্দুরে কিছু লিখে॥

২৪। এই চারি ছত্র হ-পুথিতে আছে। ২৫। ন-পুথি কেবা মোরে শাপ দিল কোথাকাব বুড়ি। ২৬। ন-পুথি করিতাম ধন। ২৭। হ-পুথি। ২৮। অ করিয়া হাথে। ২৯। অ বলে। ৩০। অ রস। ৩১। অ পীড়ি। ৩২। হ-পুথি রূপার গিলিপা নিল সুবর্ণ চিরণী। ৩৩। হ-পুথি। ন-পুথি আঁচড়িয়া কুন্তল করিল সমতুল। বান্ধিল বিনোদ খোঁপা নাএী যার মুল॥ পরেশমণি খোঁপাখানি ময়ুর পাখে ছান্দে। রঙ্গের বেলা রাঙ্গে কড়ি মদন পড়্যা কান্দে॥

১। অ চাঁপা। ২। অ হৈল অঙ্গ। ৩। অ শোভা করে। ৪। অ বিন্দু। ৫। অ রূপ। ৬। এই চারি ছত্র হ-পুথির পাঠ।

পানপাতা পল্লিসর যেন পদ্মকুড়ি।
হেমলতা হরিতাল হরিদ্রার চুড়ি॥
[6]তার কাছে কাজল শিখরে শোভা করে।
ফুল-লেখা সাঙ্গ হৈল অভরণ পরে॥
কানে দিল কুণ্ডল কনক পরিজয়।
উপরে বউলি চাকি বসি কথা কয়॥
নাকে নাকমাছি[7] পরে নাপান করিয়া।
চাঁদের কলঙ্ক[8] হৈল কিসের লাগিয়া।
[9]পরিল কুলুপ শঙ্খ সুবর্ণ কঙ্কণে।
করে বাজুবন্ধ ঝাঁপা মাদুলি-রসনে॥
টাডের উপরে পরে বাজুবন্ধ ছড়া।
নাপান করিতে যায়[10] দিয়া বাহুনাডা॥
শশী সিন্ধু অঙ্গুলে অঙ্গুরী ছাবময়।
রবি শশী মিলন দুজনে কেহ হয়॥[11]
[12]গলাভরা পলা পরে শতেশ্বরী হার।
দোসতি তেসতি রসকাঁটি অবিচার॥
চরণে নপুর দিয়া পরিল পাশুলি।
বুকের উপরে রামা[13] পরিল কাঁচুলি॥
কাঁচুলি উপরে কত[14] অপরূপ লেখা।
চাঁদে গরাসিল যেন[15] পক্ষগণ[16] একা॥
কদম্বের তলে কৃষ্ণ ঘাটে সাধে দান।
ত্রিভঙ্গ হইয়া কৃষ্ণ[17] মুরলি বাজান॥
সারি সারি গোপিনী মথুরা বিকে যান।
দানেব কারণে কৃষ্ণ ডাকিয়া রহান॥[18]
প্রতিদিন আইস যাহ আমি নাঞী দেখি।
লেখ্যা কর‍্যা দান দেহ মথুরার বিকি॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া হাসে রাধা চন্দ্রাবলী।
দধির পসরা তবে ধরে[19] বনমালী॥
[20]ভূমে রাখি পসরা নবনী ক্ষীব নিল।
দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ বদনে ঢালিল॥
তরুতলে দান ছলে বস্যা রাধা কানু।
তখনি বড়াই বুড়ি কেড়্যা নিল বেণু॥

৭। অ ছাবি। ৮। অ নাপান। ৯। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ। ১০। অ চলিবারে বেলা যান। ১১। হ-পুথি।. ন-পুথির পাঠ শশী রিপু অগৌর চন্দন অঙ্গময়। একে একে অভরণ করিল নিশ্চয়॥ ১২। এই দুই ছত্র হ-পুথির পাঠ। ১৩। অ ধনি। ১৪। অ বড। ১৫। অ চারি চাঁদে গরাসিল। ১৬। অ পরিসর। ১৭। অ কানে কদম্বের ফুল। ১৮। অ বিকে যায়। দানের ছলেতে হরি গোপীরে ভুলায়॥ ১৯। অ হাতে থবি তখম রাখিল। ২০। এই দশ ছত্র ন-পুথির পাঠ। এই স্থানে হ-পুথিতে আছে

দান দিএ নাএ চাপ গোয়ালার নারী। ভগ্ন তরী আমার তোমারে দেখি ভাবি॥
তাড়াতাড়ি ধরে কানু কদম্বের তলে। এই অর্দ্ধা লেখা আছে কাঁচলির চালে॥
বৃক্ষ আদি যত কিছু লিখিলেন দাস। কাঁচলির সম্মুখে লিখিল পূর্ণ রাস॥
গোপিনীর সম্মুখে কৃষ্ণ বেড়ান নাচিএ। বাধাকে করেন কোলে মুখে মুখ দিএ।
এইরূপে কত লীলা বসন উপর। দ্বিজ রূপরামের গান সখা মায়াধর॥

এক অর্ব্বাচীন পুথির একটিমাত্র প্রাপ্ত পত্রে এইরূপ পাঠান্তর মিলিতেছে

শঙ্খচিল গিধিনী লিখিল শারী শুক। সাপ ধর‍্যা খায় শিখী উভ করে বুক॥
কোহরি কহর ফিঙ্গা লোচন নাছচোরা। সদ্ধি কোলে বসে থাকে নাম তার শারা॥
চাতক চড়ুই সার উড়ে যেতে চায়। পেচাকে দেখিয়ে কাক পেছু পানে চায়॥
পাতকুয়া ঝাকে ঝাকে বৈসে পাঁচ সাত। ঝালি খেলে বানর ঝলেএ পড়ে বাত॥
গোপিনীসমাজে কৃষ্ণ বুলেন নাচিএ। রাধার সম্মোখে নাচে হাসিএ হাসিএ॥
সব গায়ে টেলে দিল লোহিত পামরি। পথে যেতে নটিনী নাপান করে চুরি॥

ভাঁড়ু ভাঙ্গে দধি খায় দিয়া গালাগালি।
বাঁশি বান্ধা দিব তোমার বিচিব মুরলি॥
অতিক্রোধে রাম কানু বড়ায়েরে বলে।
এই অধ্যা লিখেছে পাঁচলি চারি চালে॥
ইজার পরিয়া পরে মেখলা কিঙ্কিনী।
ভূষিত হইয়া পরে গলে হারমণি॥
ফুরাইল নাসবেশ গায়ে মাথে চুয়া।
গুছি দশ পান খায় গণ্ডা[২১] দশ গুয়া॥
[২২]সঙ্গে যতজন দাসী মদনমঞ্জরী।
কার হাতে চুয়া কার হাতে জলঝারি॥
চামর চন্দন কার হাথে করতাল।
মৃদঙ্গ মদিরা বীণা রবাব রসাল॥[২৩]
দেবসভা যায় নটী নাচিতে নাচিতে।
বাম পদ বাড়াইতে চাল ঠেকে মাথে॥
কাপড়ে ঠেকিল কাঁটা[২৪] ডান্য আখি
নাচে।
নটী বলে আমার কপালে কিবা আছে॥
আগু পাছু দাস[২৫] দাসী[২৬] করিল
পয়ান।
নাচন নাচিতে[২৭] নটী জাম্বুবতী যান॥
যৌবন গরবে কিছু না জানিল বাধা।
গোপিনী-সমাজে যেন সুখময়ী[২৮] রাধা॥
সুবদনী[২৯] সুন্দরী চলিল পায় পায়[৩০]।
মরালগামিনী কিবা ঐরাবত যায়[৩১]॥
দেবতা সভায়[৩২] গিয়া দিল দরশন।
দেবতার ঘটা বড় দেখি বিচক্ষণ॥
মদন বস্যাছে কাছে হাথে ফুলবাণ।
ছয় ঋতু একত্রে বসেছে বর্ত্তমান॥[৩৩]
আগু হয়্যা বাএন মাদলে দিল[৩৪] ঘা।
দেবনারী[৩৫] ধাওয়াই নটী নাচে বা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম জুড়িয়া দুই হাথে।
নাচিতে লাগিল নটী সভার[৩৬]
- সাক্ষাতে[৩৭]॥
রূপ দেখি কোকিল মদন ধরে[৩৮] চুপ।
বীণা রাখি নারদ দেখিল তার রূপ॥
বাজে'ঘন করতাল মৃদঙ্গ মধুর।
তাল-মানে নাচে নটী চরণে নপুর॥
ময়ূর-পেখম ধরে মাথায় চরণ।
পারিজাত চন্দন চৌদিকে বরিষণ॥
পাকে ঝাকে[৩৯] চলনে চলনে[৪০] তাল
মান।
নাচিতে নাচিতে[৪১] চুরি করে
ধনপ্রাণ[৪২]॥

২১। অ গোটা। ২২। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ২৩। অ কত জর পরসলি বিষাণ (?) পরিসাল। ২৪। অ কাপড় ঠেকিল কর্ণে। ২৫। অ শত। ২৬। অ সখী। ২৭। অ নাচন করিতে, নৃত্য করিবারে। ২৮। অ সুধাময়ী। ২৯। পা সুরধনি, শুকধনী। ৩০। অ চলিল পায় পায়, চলিল পিছে পিছে। ৩১। অ তরাতরি যায়, ঐরাবত যাইছে। ৩২। অ সমাজে, সমুখে। ৩৩। হ-পুথি। ন-পুথির পাঠ ছয় ঋতু প্রধান বসন্ত মঘবান। অ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্ত্তমান। অর্ব্বাচীন পত্রে অতিরিক্ত পাঠ ছয়রাগ প্রধান বসন্ত মহবাস। ব্রহ্মা আদি দেবতা সব মধুর (?) প্রকাশ॥ ৩৪। অ দেয় মোহন মৃদঙ্গের। ৩৫। অ দেবাসুর। ৩৬। অ দেবতা। ৩৭। অ হাত।...সাক্ষাত॥ ৩৮। অ করে। ৩৯। অ পাকে পাকে, ঝাকে পাকে। ৪০। অ চরণে চরণে, চরণ চরণে। ৪১। অ চাইতে চাইতে। ৪২। ন-পুথির পাঠ পাকে ঝাকে চরণে চরণে চলি যান॥ নাচিতে নাচিতে নটী করে তালমান।

[৪৩][ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে সভা করে আলো।
দেবতা সকলে তারে বলে ভাল ভাল॥]
সভাকারে [৪৩] মোহিত করিল নাট[৪৫] গীতে।
অলঙ্কার বস্ত্রভূষা পড়ে[৪৬] চারি ভিতে॥
[৪৭] আগে বৈসে খমক জরপে[৪৮] দিয়ে পা।
মদন সন্ধান পূরে [৪৯] কোকিলের রা॥
[৫০]কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।
নাচিতে নাচিতে হৈল চঞ্চলিত মন॥
তালভঙ্গ হৈল তার দেখিতে দেখিতে।
আপনা হারাল্য নটী দেবতা সাক্ষাতে॥[৫১]
তালভঙ্গ দেখি হাস্য হৈল দেবতার।
হনুমান[৫২] বলে কিছু আগুনের ধাব[৫৩]॥ [৫৪]
ঢেঁটাপোনা নটিনী কে [৫৫] নাচেন[৫৬] রূপসী।
কামাচারী হয়্যা নাচে মনে বড় খুসী[৫৭]॥
অভিমান[৫৮] হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা।
তোর দোষ নাহি কিছু দৈবের ঘটনা॥
প্রভুর চরণে রামা পড়িল কান্দিয়া[৫৯]।
অপরাধ কর খেমা কাতর দেখিয়া॥
খানিক নাচিব পান দেহ পুনর্ব্বার।
দয়া ভাবি বলেন ঠাকুর করতার॥
অভয়ার[৬০] অভিশাপ তোমার উপরে।
আমি খণ্ডাইতে নারি বিধি হরি হরে॥
জন্ম নিতে চল তুমি মনুষ্যের ঘরে।
নতুবা এবেশে[৬১] চল দেবীর গোচরে॥
সভা ভাঙ্গি সকল দেবতা গেল ঘর।
জাম্বুবতী ধেয়ে গেল কৈলাস[৬২] শিখর॥[৬৩]
চণ্ডী বলে নটী তুমি কেন আইলে[৬৪] হেথা।
গৌরব দেখ্যাছি তোর ঢেটাপোনা[৬৫] কথা॥
মনে কর অভিশাপ স্মরণ বচন[৬৬]।
নাচ্যা গায়্যা উপায় করিতে চাও[৬৭] ধন॥

৪৩। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৪৪। অ সভাসদ্ধ। ৪৫। অ নাচ, নটী। ৪৬। অ পায়, পাইল। এই দুই ছত্র ন-পুথিতে নাই। ৪৮। অ জমকে। ৪৯। পা পোরে, করে। ৫০। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৫১। অ নাচিতে নাচিতে। ৫২। অ ঈশান। ৫৩। অ মাগি কিবা নাচ আর। ৫৪। অতঃপর ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ দুর দুর নটী মাগি হেথা হৈতে দূর। কলকলি কামিনী এ সব হৈল শূর॥ ৫৫। অ নটী মাগি। ৫৬। অ কি আর, নাচিলে। ৫৭। দুদিনের দাসী। ৫৮। অ অহঙ্কার, কামাতক। ৫৯। অ পড়ে কাতর হইয়া। ৬০। অ প্রভুর। ৬১। অ এরূপে। ৬২। অ শাঁপ পায়্যা গেল নটী। ৬৩। হ-পুথির পাঠ দেবীর চরণে পড়ে হইয়া বিকলি। কান্দিতে কান্দিতে নাচে (বলে) হইয়া ব্যাকুলি॥ ৬৪। অ চণ্ডিকা বলেন নটী তুই কেন। ৬৫। অ ঠেমক ঠেমক। ৬৬। অ চরণে স্মরণ। ৬৭। অ করিতে বহু, করিলে নানা।-

[৬৮]বুড়া দেখি হাসিলে পাইবে বুড়া পতি।
শত জন্ম জন্মিলে[৬৯] হইবে পুত্রবতী॥
অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥

চরণে ধরিয়া নটী আশ্বাস করিল।
শতবার কেমনে জন্মিব আমি বল॥[১]
কেমনে মরিব আমি কেমনে তরিব।
কোন দেশে মনুষ্যের উদরে জন্মিব॥[২]
[৩]দুই পায়ে লোটাইয়ে কান্দে বিদ্যাধরী।
আশ্বাস করিয়ে কিছু বলেন ঈশ্বরী॥
রমতি নগরে চল বেণুরায়ের ঘরে।
জন্ম তুমি লহ গিয়া[৪] মঞ্জরা[৫] জঠরে॥
পূর্ব্বেতে আছিলা সেই বাসুড্যার[৬] গড়ে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হেতু রমতি নগরে॥[৭]
বড় কন্যা ভানুমতী দিল গৌড়েশ্বরে।
পাত্র মহামদ হৈল[৮] গৌড় সহরে॥
কর্ণসেন স্বামী হবে মাথার গোসাঞী।
আমার বচনে তুমি যাহ তার ঠাঞী॥[৯]
কোন যুগে আমার বচন ব্যর্থ নয়।
ছয় জন্ম মর তুমি যোগের আশ্রয়॥
আর এক জন্ম তুমি শালে ভর দিবে।
তবে পুত্রমুখ তুমি সয়ালে[১০] দেখিবে।
চাঁপাই নদীর ঘাটে ধর্ম্ম দিবে দেখা[১১]।
মোর দোষ নাই তোর কপালের লেখা॥[১২]
যোগবলে ছয় জন্ম মরিবে আপনি।
অমরা বাখিয়া নটী ধাইল অবনী॥[১৩]
[১২]ঋতুবতী হয়েছে মঞ্জরা[১৫] গুণবতী।
তাহার উদরে জন্ম লইল জাম্বুবতী॥
দশ মাস দশ দিন ছিল[১৬] গর্ভবাসে।
প্রসব হইল কন্যা উত্তম দিবসে।
[১৮]দূর্ব্বা [১৯]ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আয়োজন।
সরস্পেভা[২০] নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন॥
কুলক্রিয়া সকল সাধিল কুলবতী।
ছ দিনে ষেটারা পূজে জাগরণ রাতি॥
ষষ্ঠীপূজা করিলেন একুশ দিবসে।
দেবকন্যাকুল ধ্বনি জাম্বুবতী-যশে॥
গণনা করিয়া নাম রাখে রঞ্জাবতী।
রূপে আলো দশ দিগ প্রকাশিত খ্যাতি॥[২১]

৬৮। এই চারি ছত্র ন-পুথিতে নাই। ৬৯। অ মরিলে।
১। হ-পুথির পাঠ চরণে পড়িয়ে নটী করিল মিনতি। সাতজন্ম কেমনে জন্মিব বসুমতী॥ ২। হ-পুথির পাঠ উপদেশ বলি দেহ কোথা জন্ম নব। ৩। এই দুই ছত্র হ পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৪। অ নিতে চল তুমি। ৫। অ মন্দিরা। ৬। হ-পুথির পাঠ বাঁসডিহার। ৭। অতঃপর হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ বাঁসডিহার গড়েতে করিতে কৃষ্ণপূজা। অনাবৃষ্টি অকালেতে পালাইল প্রজা॥ ৮। অ তবে পাত্র মহামদ। ৯। হ-পুথি চল চল নটিনী বিলম্বে কাজ নাই॥ ১০। অ নয়ানে। ১১। ন-পুথি শালে ভর দিবে। ১২। ঐ তোর পুত্র লাউসেন হাকণ্ডে মরিবে। ১৩। ঐ নটী হয়্যা ছয় জন্ম মরিল আপুনি। অবনি যাইতে নটী চলিল তখনি॥ ১৪। এই দুই ছত্র হ-পুথিতে নাই। ১৫। পা মন্দিরা। ১৬। হ-পুথির পাঠ ঋতুস্চানে নটিনী প্রবেশে। ১৭। ঐ ভূমিষ্ঠ। ১৮। এই ছয় ছত্রের স্থানে ন-পুথিতে আছে দিনে দিনে বাড়ে কন্যা অনাদ্যের বরে। ধর্ম্মপূজা হৈতে চায় সয়াল ভিতরে॥ ১৯। পা সর্ব্ব। ২০। অপপাঠ। ২১। পা খিতি।

[22]চাঁপার বরণখানি পদ্মফুল ফোটে। চাঁদের কিরণ হাসি পরাণ জুড়ায়।
হেসে হেসে খেলা করে কেঁদে কেঁদে ওঠে॥ কথো দিন হালা-হোলে খেলিয়া বেড়ায়॥[25]
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায়। নিবড়িল কতেক বয়স ছয় সাত।
হামাগুলি দিএ কন্যে খেলিএ বেড়ায়॥ আঁধারের বাতি রূপ তবণি সাক্ষাৎ॥[26]
কোলে কাখে সদাই রাখিল মঞ্জরা[23]। রঞ্জাবতী রহে হেথা বেণুবায়েব ঘবে।
হিয়ার[24] পুত্তলী আমার পাছে হয় হারা॥ রূপরাম গীত গান অনাদ্যের বরে॥ [27]

—

২২। এই চারি ছত্র ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ২৩। অ মন্দিরা। ২৪। অ ননীর। ২৫। হ-পুথি: পাঠ কোলে করে কন্যা রাণী রাখেন সদাই। ২৬। ন পুথির পাঠ দেখিতে দেখিতে হল বৎসরেক সাত। অতি মনোহর রূপ ললিতা সাক্ষাৎ॥ ২৭। হ-পুথির পাঠ

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা রমন্তি নগর। বাজা গৌড়েশ্বর লযে শুনিবে উত্তর॥
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

॥ আদ্য ঢেকুর পালা ॥

[১]এক মনে শুন সভে ধর্ম্ম-ইতিহাস।
দু-মন করিলে হয় ধনপুত্র নাশ ॥
দেবকন্যা রঞ্জাবতী বেণুরায়ের ঘরে।
ধর্ম্মপূজা হৈতে চায় কলির ভিতরে ॥
ধর্ম্ম বলি কদাচিৎ না জানিল জীব।
কত আর নিস্তার করিব সদাশিব ॥
রাম-নামে পাতকী কতেক হৈল পার।
তথাপি না হৈল ধর্ম্ম-পূজার প্রচার ॥
দশ বৎসরের যদি হৈল রঞ্জাবতী।
রূপের প্রতাপ যেন তিমিরের জ্যোতি ॥
নাসিকা উন্নতি সাক্ষাৎ তিলফুল।
অধর দেখিয়া অলি সহজে আকুল ॥
মুখের বরণখানি তিমিরের শশী।
রূপে গুণে বলে কেহ দ্বিতীব উর্ব্বশী ॥
ইন্দ্রের নৃত্যকী ছিল জানে সর্ব্বজন।
চরণে নপুর সদা মধুর-বাজন ॥
নয়নে[২] অমৃত ঝরে কুরঙ্গলোচনা।
নিরবধি পরিধান লোহিতবসনা ॥
মুঞ্জরা জননী তার বড় ভাগ্যবতী।
কোলে কাখে দেবকন্যা পালে একমতি ॥

[৩]ধর্ম্মপালের বড বেটা গৌডেশ্বর নাম।
গৌড সহবে রাজা কলিযুগে রাম।
[৩][মহিপাল ধর্ম্মসুত রাজা ধর্ম্মপাল।
গৌড়ে প্রসিদ্ধ হৈল সেই মহীপাল ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে দশ দণ্ড বেলা।
মরণ সময়ে রথ গৌড়ে আইলা ॥
পরিবার[৪] সহিত রাজা গেল স্বর্গবাস।
তার পুত্র রাজা হৈল শুনিতে উল্লাস ॥
বাল্মীকির তপোবনে গৌড়েশ্বব ছিল।
পাট-হস্তী আনি রাজ-পাটে বসাইল ॥
গৌডেশ্বর রাজা হৈল পাটের উপর।
বারতা পাইল সভে দেশ-দেশান্তর ॥[৫]
পাট-হস্তী বলে তখন গৌড়েশ্বরের কানে।
রাজা হৈলে পাত্র চাই শুনিছি পুরাণে ॥]
[৬][বেণুরাজার সুত বটে মহামদ পাতর।
ভানুমতী বড কন্যা গুণেব সাগর ॥
গৌডেশ্বরে বিভা দিল কন্যা ভানুমতী।
দিবানিশি থাকে যেই কন্যার সংহতি ॥
বুদ্ধ্যের সাগর বড় মহাত্মা পাতর।
করিল প্রধান পাত্র রাজা গৌড়েশ্বর ॥

১। আদর্শ পুথি। ২। পা চরণে। ৩। ক ও হ-পুথি মহিপাল ধর্ম্মসুত ধর্ম্মপাল রায়। গৌড়ে রাজত্ব করে কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ক ও ন-পুথি ধর্ম্মপাল ভূপতি ধরণি পয়াজয়। গৌড়েশ্বর মহারাজা তাহার তনয় ॥ ৪। অ টোপর। ৫। অ ঘোষণা পড়িল গিএ দিক দিগান্তর। ৬। অতঃপর চৌদ্দ ছত্র প্রধানত জ-পুথির পাঠ। হ-পুথি বেণু রাজার সুত ছিল মামুদে-পাতর। প্রধান যে পাত্র তারে কৈল গৌড়েশ্বর ॥

গৌড়েশ্বর মহারাজা রাজ্য-অধিকারী ।[৭]
অকাল মরণ শোক নহে অবিচারি ॥
পুত্রের সমান প্রজা পালে নৃপমণি ।
রাম রাজা ছিল যেন রামায়ণে শুনি ॥
বিষ্ণুপরায়ণ রাজা বুদ্ধ্যে বিশারদ ।
রাজার মুখের পান[৮] পাত্র মহামদ ॥
শতেক হাজার হাতি অযুতেক বল ।
গুণে গুণবন্ত[৯] যেন নবপতি নল ॥]
[১০]কর্ণের সমান দাতা কৃষ্ণপরায়ণ ।
সংগ্রামে ধানুকি যেন ইন্দ্রের নন্দন ॥
তরাসে পতঙ্গ কাঁপে প্রতাপে-কেশরী ।
বারভুঞ্যা দরবারে লিখে সারি সারি ॥
নামজাদা সিফাই যতেক জমিদার ।
দলে বলে দড বড রাজার দরবার ॥
[১১][[দশ দণ্ড বেলা হইলে রাজা দেই বার ।
পাঠক আসিয়া করে পুরাণ বিচার ॥
মহাজন পণ্ডিত পড়িছে ভাগবত ।
কৃষ্ণকথা ভূপতি শুনেন অবিবত ॥

হাসন হুসেন আর বঙ্গ মিঞা কাজি ।
যাহার ভবনে বাঁধা পর্ব্বতিয়া তাজি ॥
নব-লক্ষ সেনা খায় সদর মাহিনা ।
ঘরে বস্তা খেম খায় বিঘা প্রতি আনা ॥[১২]
হারা চুরি ডাকা দেশে নাহি কোন ছল ।
পুণ্যের প্রতাপে যত লোক নিরমল ॥[১৩]
অষ্ট অভরণ যত পুরুষের[১২] গায় ।
লক্ষ্মীমন্ত লোক সব কৃষ্ণের কৃপায় ॥
ভাগবত ভাবত[১৩] সভার মুখে শুনি ।
কুঞ্জরগামিনী নারী কুরঙ্গলোচনী ॥
অভরণ অনেক সভার কানে মোতি ।
গীত নাট ঘরে ঘরে রামের বসতি ॥
[১৪]এমন ছলনা পাত্র গৌড ভুবনে ।
রাজাব প্রতাপে প্রজা বাড়ে দিনে দিনে ॥
[১৫]ঘবে ঘরে দেবতা সেবয়ে সর্ব্বজন ।
নরনারী মিলে করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
[১৬]দ্বিতীয় অমবাবতী গৌড ভুবন ।
বারমাস বসন্ত বাতাস বরিষণ ॥]]

৭। ন-পুথি ধনাধিপ ধরণি ধনের অধিকারী । ৮। ক-পুথি সম্মুখে বৈসে । ৯। ক-পুথি নৈষধ নাটকে । ১০। এই ছয় ছত্র আদর্শ পুথিতে আছে । ১১। এই ছয় ছত্র ক ও জ পুথির পাঠ । অতঃপর এই দুই ছত্র আছে জোর জবরী নাই অবিচার । রাম রাজা সমান করয়ে সুবিচার ॥
হ-পুথি হুকুমেতে উঠে বসে নব লক্ষ সেনা । কাঞ্চন দেহের জ্যোতি রূপের তুলনা ॥
দশ দণ্ড বেলা হৈলে রাজা দেই বার । বিচার করেন রাজা স্বধর্ম্ম আচার ॥
গৌড়েব বিঘা প্রতি এক আনা কর । প্রজার পালন করে আনন্দ অপার ॥
১২। ক ও জ পুথি প্রজার সদর পাট্টা কুডা প্রতি আনা । ১৩। অতঃপর ক ও ন পুথি সভাকার ঘরে ঘরে কনকের ঝারি । কেবা ছোট কেবা বড় দড়াইতে নারি ॥ ১৪। ন-পুথির পাঠ । ক-পুথি ব্রাহ্মণ বসত করে পড়াইয়া পোড়া । যতেক সজ্জন যত করে লেখা জোখা ॥
১৫। ক ও ন পুথি ভেদবর্ণ বিচার আনন্দ দয়াময় । বসন্ত বাতাস কেন বারমাস বয় ।
১৬। ক পুথি দ্বিতীয় অমরাবতী নগরের আভা । রাজদরবার নবরত্নের শোভা ॥

পাটে ভোটে বস্যাছে পণ্ডিত বিশাশয়। পাতালের পথেতে পালাও পঞ্চ জন।
রাজার সাক্ষাতে কেহ কৃষ্ণকথা কয়॥ বিদুর বিরলে বল্যা করিল গমন॥
একমনে শুনে রাজা বারভুঞাগণ। পালাল্য পাণ্ডব যত পাতালের পথে।
পাত্র মহামদ শুনে হয়্যা একমন॥ এত শুনি[১৮] সভাসদ লাগিল কান্দিতে॥
ব্যাসদেব সাক্ষাৎ বস্যাছে বিপ্রঘটা। ব্যাকুল হইয়া মনে গৌড়েশ্বর রাজা।
সম্মুখে ভারথ পড়ে ভাল জুড়ে ফোটা॥ নানাধনে আনন্দে বিপ্রের দিল পূজা॥
জউঘরে পাণ্ডব বসিয়া পঞ্চ বীর। [১৯]আচম্বিতা আনন্দ উঠিল নৃপমনে।
বিচিত্র আসনে বস্যা রাজা যুধিষ্ঠির॥ মৃগয়া করিতে যাব চড়িয়া বারণে॥
সমুখে অর্জ্জুন বস্যা হাথে গাণ্ডি বাণ। রাজা বলে মৃগয়া খেলিতে আমি যাই।
বাহির দুয়ারে বস্যা কুন্তীর পরাণ॥ চৌদিকে চলিল সেনা টমকে তেঘাই॥
হেন বেলা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসে বিদুরে[১৭]। [২০]বারণে বসিয়া রাজা চারি পানে চায়।
জউঘর এখানে এখনি হও দূরে॥ সোমঘোষ বন্দি আছে দেখিবারে পায়॥
দুর্য্যোধন তোমা প্রতি বড় নিদারুণ॥ দুই হাতে হাতকড়া চরণে ডাণ্ডুকা।
এক দণ্ড বই ঘরে দিবেক আগুন। বন্দি দেখি হল্য রাজা জলন্ত উলুকা॥

১৭। পাঠ স্পষ্টত ভ্রান্ত। 'যুধিষ্ঠিরে বলেন বিদুর' এইরূপ পাঠ সম্ভাব্য। ১৮। পা বলি।

১৯। ক ও ন পুথি বারভুঞা নিত্য করে রাজ-দরবার। রাজা বলে যাব আমি করিতে শিকার॥
মৃগয়া করিতে যাব মল্লিকার বন। আচম্বিতে দড়মসা দামার বাজন।
বারভুঞা সাজিল রাজায় বরাবর। হাথিব উপরে বৈসে রাজা গৌড়েশ্বর॥
পাট হাথি একে তায় পাটের পামরি। ঐরাবতে ইন্দ্র যেন অমরানগরী॥
হ-পুথি রাজা হৈল মৃগয়া করিতে অভিলাষ। এতশুনি রাজার বদনে হৈল হাস॥
হেন কালে দামামায় তুলে দিল ঘা। নয় লক্ষ সৈন্যেরে তুলিএ বাঁদে গা॥
দামা দড়মুসা ঘন বাজে রণতুর। হস্তীর পৃষ্ঠে দামামা বাজয়ে দুড়দুড়॥
জ-পুথি রাজার দরবারে বৈসে সভাসদ জনে। ষোলপাত্র এই কথা কহিল রাজনে॥
আজি রাজা মৃগয়া শীকার কর বনে। রাজা হৈলে নব লক্ষ দল সাজি চল যাই বনে॥
সুসজ্জিত হও তবে বলে নৃপমণি। মহাপাত্র বলে দাও দামামার ধ্বনি॥
বারভুয়া সাজিল রাজার দরবার। হাতি ঘোড়া সিফাই বলিছে যাব যাব॥
বড় গোলা কামান কৃপাণ শরাসন। মহানন্দে কৃষ্ণ বলি করিল গমন॥

২০। ক ও ন পুথি
হাথির উপরে রাজা চারি পানে চায়। সোমঘোষ গোওালাকে দেখিবারে পায়॥
গৌড় সহরে বন্দি এগার বৎসর। চরণে দাঁড়ুকা মুখ মলিন অধর॥
বন্দি দেখ্যা রাজা বলে রাখ গজ মাতা। বন্দিকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বারতা॥
রাজা বলে তোমার চরণে কেন বেড়ি। কিবা নাম কোন বর্ণ কোথা ঘর-বাড়ি॥
বন্দি দেখি মহারাজা রহে রাজপথে। রাজা বলে নাঞী যাব মৃগয়া করিতে॥
দ্বিঘা প্রতি আনা পাঠ্যা আমার সভায়। কিসের কারণে লোক এত দুঃখ পায়॥
কহ কহ বন্দী রে সকল সমাচার। দারুণ বন্ধনে তোর করিব উদ্ধার॥

সকল সংসার দেখি সতম্বের বেণু। কলিযুগে দিনে ধর্ম্মের মায়াবাজি।
তালপত্র সমান রাজার কাঁপে তনু॥ কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ্দ গাজি॥
মনে করে মৃগয়া সফল হল্য গনে। কেহ কর্ণ দাতা কেহ ভিক্ষা মাগি খায়।
বন্দিকে ডাকিয়া কিছু জিজ্ঞাসে বাজনে॥ এ সব ধর্ম্মের লীলা বলা নাঞী যায়॥
বার মাসে তের বার মেঘে হয় জল। [২১]তবে যদি জিজ্ঞাসা করিল নরনাথ।
তুমি কেন বন্দি আছ তার কথা বল॥ সোমঘোষ আশ্বাস করিল জোড়হাথ॥
আজি দান দিব আমি বসন ভূষণ। বিপত্তে পড়িলে ভাই-বন্ধু নাহি চায়।
পরিচয় দিতে চাহ তুমি কোন জন॥ পুত্র পবিবার ছিল ভিক্ষা মাগি খায়॥
কত দিন বন্দি তুমি গৌড় সহরে। লবণ কর্পূর দেখিতে হল্য হীরা।
গাইল প্রভুব দাস অনাস্থেব ঘবে॥ গায়েব বদন দেখ সাতগাঁট্যা গিরা॥
একমনে শুন সভে ধর্ম্মের কথন। বৎসব দিবস হৈল দুই পাএ বেড়ি।
অপুত্রেব পুত্র হয় নির্ধনের ধন॥ পঞ্চাশ কাহন কড়ি বৎসবের বাড়ি॥

হ-পুথি সামঘোষ বন্দি ছিল গৌড় কারাগারে। রাজা যান শিকাবে শুনিল বন্দিঘরে॥
হেন কালে সামঘোষ দিলেন দোহারি। অনাহারে গৌড়ে বন্ধনে আছে মবি॥
এত শুনি রাজার বদনে হৈল হাস। ফিরিল ঘোষের দশা পূর্ণ অভিলাষ॥
সহরে নোহার বাজা আনে ডাক দিএ। সামঘোষের বন্ধন রাজা দিল কাটাইএ॥
বারো মাসে তের বার মেঘে হয জল। তবে কেন প্রজা বন্দি তার কথা বল॥

জ-পুথি* সোমঘোষ গোয়ালা ছিল রমতি নগরে। রাজা যায় শীকারে শুনিল বন্দিঘরে॥
যুগল দাঁড়ুকা পায় গুটি গুটি যায়। সেই পথে মৃগয়া শীকারে বাজা যায়॥
হেনকালে সোমঘোষ করিল গোহাবি। অনাহাবে গৌড়ে বন্ধনে আমি মবি॥
গৌড় সহরে বন্দি এগার বৎসর। চরণে দাঁড়ুকা বন্দি বড়ই দুষ্কর
বন্দি দেখে রাজা বলে রাখ গজমাতা। বন্দিকে ডাকিয়ে বাজা জিজ্ঞাসে বারতা॥
রাজা বলে তোমার চরণে কেন বেড়ি। কিবা নাম কোন বর্ণ কোথা তোমার বাড়ি॥
বন্দি দেখি ভূপতি রহিল রাজপথে। রাজা বলে নাই যাব মৃগয়া করিতে॥
বিঘা প্রতি আনা পাটা আমার সভায়। কিসের কারণে প্রজা এত দুঃখ পায়॥
কহ কহ বন্দিবে সকল সমাচার। দারুণ বন্ধন তোর করিব উদ্ধার॥

২১। ক, জ ও ন পুথি

সোমঘোষ বলে শুন আমার ভারথি। বলিতে বলিতে চক্ষে বহে ভাগীরথী॥
গোপকুল উতপতি সোমঘোষ নাম। বালিঘাটা নিবাস গৌড়ে করি ধাম॥
[ক-পুথি পঞ্চাশ কাহন জমা গৌড়ে আমার। সাত কাহনের পাকে এত অবিচার॥]
পঞ্চাশ কাহনে হৈল সাত কাহন কানা। তার পাকে পাত্র রাখে গৌড়ের ধরনা॥
একাদশ বৎসর আমার বড় টুটী। বার মাসে তের খন্দ কেবা করে সুটী।
জ-পুথি এত শুনি মহাপাত্র করে নিবেদন। মন দিএ শুন রাজা আমার বচন॥
বৎসরের কর দিত পঞ্চাশ কাহন। এই কথা মহাপাত্র বলেন তখন॥
পঞ্চাশ কাহন দিত সাত কাহন কাণা। তার পাকে গৌড়ে রেখেছি বন্দিখানা॥

পঞ্চাশ কাহন দিনু সাত কাহন কানা।
তার পাকে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা॥
ধান-কাপাস বিনা মোর গ্রহ হল্য টুট।
চালু কলাই দেশের বান্দরে করে লুট॥
বিয়োগে বিপাকে দুঃখ সর্ব্বনাশ হল্য।
অন্ন বিনা অকালে জুওান বেটা মৈল॥
দিবস প্রসন্ন হৈল দুঃখ নাঞী রয়।
কোপে কম্পমান রাজা মহাপাত্রে কয়॥
[22]এত বড অবিচাব আমাব সভায়।
আমাব বাপেব প্রজা ভিক্ষা মাগ্যা খায॥
এইরূপে অন্যেব মজালি গাবী-ঘব।
লোহাবে হুকুম দিল বাজা গৌডেশ্বব॥
ডাঁডুকা ঘুচায়্যা তবে ভৈববীব কূলে।
তিনবাব গোওালা নাইল গঙ্গাজলে॥
বাজা বলে গুয়ালা আমাব তুমি প্রাণ।
এত বলি জামাজোড়া আপুনি পবাণ॥
পাগ দিল পটুকা পদ্মেব সমতুল।
গায়েব কাবাই দিল তিন হাজার মুল॥

দশ ঘোড়া বস্থিস করিল দুই হাতি।
আশ্বাস করিল কাছে থাক দিবারাতি॥
এতবলি ভূপতি ফিরিয়া আইল ঘর।
সভা কবি বৈসে পুন দরবার ভিতর॥
[23]সোমঘোষ গোওালা রহিল সাথে সাথে॥
পান-পানি রাজার যোগায় হাথে হাথে॥
মহাপাত্র হইতে মহিম হৈল বড।
গোওালা যেথানি কবে সেই কার্য্য দড়॥
এইরূপে দববাবে বঞ্চিল বহুদিন।
সভাতে ভূপতি বলে হইয়া আসীন[24]॥
[25]শুন বে গোওালা ভাই না রয়্য নিয়ডে।
তোমাবে বিষয় দিনু ডিহট্টের গডে॥
কর্ণসেন ভাই তথা কর্ণেব সমান।
আজি হৈতে বন্দেন তোমার ফুল-পান॥
বেবাক কবিয়া মাত্র দিবে ইবসাল।
তাব উপব তোমার বাডিল্ল ঠাকুরাল॥

২২। ক, জ ও ন পুথি
বন্দির বচনে রাজা বহ্নি হেন জ্বলে। এতো অবিচাব পাত্র কর কার বোলে॥
অবিচার এমন আমাব রাজপাটে। কর্ম্মকার আনিয়া দাঁড্কা তার কাটে॥
বিপদ-সাগরে বিধি বন্ধন ঘুচাল্য। খোরাকি কাবাই দিয়া ঘোষেবে তুষিল॥
নিয়োজিল নফর গায়ের নিল জোড়া। রাজাব সংহতি বহে লয়্যা ঢাল খাঁড়া॥
২৩। জ-পুথি ঘবে আব বাহিরে হইল জানাজানি। সোমঘোষ নিবাসে যেথানে পাটরাণী॥
নিরবধি উঠে বসে গুযালার বোলে। ষোল পাত্র বাবভুঁয়ে মাথা নাই তুলে॥
ক ও জ পুথি ঢাল খাঁড়া লয়্যা আছে অনেক দিবস। একদিন ভূপতি বচনে হৈল বশ॥
২৪। পা আকুল। ২৫। ক ও জ পুথি
রাজা বলে সোমঘোষ বাক্যে দেহ মন। সালাকি করিতে যাও ঢেকুর ভুবন।
ন-পুথি সালাতি করিতে যাহ ঢেকুরের গড।
হ-পুথি শুন ওরে সামঘোষ আমার বচন। সেনাকি কবিতে যাও ঢেকুর ভুবন॥
যমুনাদাসীর সঙ্গে করিহ যুকতি। অবিলম্বে চলি যাও ঢেকুর বসতি॥
শুন গো সুন্দরি রামা বড কষ্ট পাও। ঢেকুরের গডে গেলে ঘৃত অন্ন খাও॥

চল চল এখনি বিলম্বে নাহি কাজ।
এত শুনি গোয়ালা চড়িল গজরাজ ॥
মালমার্ত্তা সঙ্গে নিল নিজ পরিবার।
ডিহট্টের গড়ে যাব অজয় নদী পার ॥
সভে মাত্র বংশেতে ইছাই পুত্র ছিল।
কোলে করি সোমঘোষ আনন্দে চলিল ॥
আগে যায় ধানুকি বন্দুকি পাইক ঢালি।
পাছু যায় চাকর নফর অনুবালি ॥
[২৬]পদ্মাবতী পার হৈল পাইল চিনিকর।
পশ্চাৎ করিল ভাটী বাষুলির ঘর ॥
না করে বিলম্ব আইসে আনন্দিত মনে।
বিরভুঞা পল্লভ (?) দাখিল দশদিনে ॥
একহাঁটু জলে পার হইল অজয়।
বাবতা পাইল কর্ণসেন মহাশয় ॥
[২৭]ছয় বেটা সঙ্গে সাজে ঘোড়ার উপর।
সোমঘোষে সম্ভাষ করিল লঘুতর ॥

২৬। জ পুথি পরিবার নিলেক অনুজ সহোদর। বড় গঙ্গা পার হৈল নায়ে করি ভর ॥
শসাডাঙ্গা মসাপুর পশ্চাৎ করিয়ে। বিজয় কমলপুরে উত্তরিল গিয়ে ॥
অজয় গঙ্গার ধারে দিল দরশন। তথা হৈতে অর্দ্ধকোশ ঢেকুর ভুবন ॥
অজয় গঙ্গার ঘাটে নায়ে পার হয়ে। ত্রিষষ্ঠী ঢেকুর গড়ে উত্তরিল গিয়ে ॥
ক পুথি রাজা ডাক্যা বলে সমঘোষের নিয়ড়ে। সালাকি করিতে চল ঢেকুরের গড়ে ॥
পান ফুল নয়্যা বান্ধে মাথার উপরে। রাজার হুকুম ধরে জোড়হাথ করে ॥
শ্রীহট্টের গড়ে কর্ণসেন নৃপবর। সাত পুরুষের ভুমি গড় স্বতন্তর ॥
কনকসেনের বেটা কর্ণসেন নাম। ছয় পুত্র রাজার সকল গুণধাম ॥
কর্ণসেন ইন্দ্রের সমান তেজধরে। গোআলা বিষয় পাইল তাহার উপরে ॥
শুভক্ষণে সমঘোষ হইল বিদায়। তের লাখ টাকার বিষয় পাঞা যায় ॥
পরিজন নিলেক অনুজ সহোদর। বড় গঙ্গা পাইল পার হৈল চাঁপাকর ॥
বাম দিগে বসতি রাখিল অরুন্ধুতী। পতাসি কাজলপাড়া ডাহিন ভাগে সরস্বতী ॥
একদিন প্রবাস করিল মানপুরে। শিঙ্গানি মলুক রাখে থানাহাটি দূরে ॥
পাঁচ দিনে পাইল গিয়া অজয়ের তীর। কর্ণসেন শুন্যা হইল গড়ের বাহির ॥
হ পুথি পরিবার সঙ্গে ঘোষ করিল গমন। দিবানিশি চলে যায় ঢেকুর ভুবন ॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হয়ে। মোকামে মোকামে ঘোষ উত্তরিল গিয়ে ॥
সোসাঁডাঙ্গা মসাপুর পশ্চাৎ করিএ। বিজয় কমলপুরে উত্তরিল গিএ ॥
ন-পুথি পরিজন লইল অনুজ সহোদর। বড় গঙ্গা পার হয়্যা পাল্য চাঁপাকর ॥
বামদিকের বসতি রাখিল তৎপর। তরাতরি চলি যায় ঢেকুর ভুবন ॥
পাঁচ দিনে পাইল গিযা অজয়ের তীর। কর্ণসেন শুন্যা চলে গড়ের বাহির ॥
২৭। হ পুথি সভা কোরে বোসেচেন রায় কর্ণসেন। সভাসদ সত্বর সম্মুখে দেখা দেন ॥
রাজার কবচ পত্র সামঘোষ দিল। কর্ণসেন পোড়ে কিছু লজ্জিত হইল ॥
তিন সন বুজিএ দিলেন ইরিসাল। বাড়ি ঘর দেশে কর না কর জঞ্জাল ॥
বাড়ি ঘর তুলে দিল আঁচির পাঁচির। প্রজার পালন করে থির খণ্ড নির ॥
জ-পুথি দেখাদেখি সোমঘোষ আনন্দহৃদয়। রাজার কবচ শিরে নাহি করি ভয় ॥
মনে হৈল দেখা করি রাজা কর্ণসেনে। সোমঘোষ যায় তবে হরষিতমনে ॥
কর্ণসেন বোসে আছে কোরিয়া দরবার। সম্মুখে পণ্ডিত করে পুরাণ বিচার ॥
ছয় পুত্র সহিত বসেছে সারি সারি। মহারাজা বসেছে দরবার বড় ভারি ॥
রাজা কর্ণসেন শুনে পারিজাতহরণ। গড়ের বাহিরে ঘোষ দিল দরশন ॥

দুইজনে কোলাকুলি প্রেমে আলিঙ্গনে।
ডিহট্ট ভিতরে আসি দিল দরশনে॥
নিবঞ্জন-পদরেণু ভবসা নিরন্তব।
দ্বিজ রূপবাম গান অনাদ্যেব বব॥

সোমঘোষ গোয়ালা হইল মহীপাল।
কর্ণসেনের উপবে বাড়িল ঠাকুরাল॥

২৮[[দিবসে দিবসে বাড়ে সভাকার সুখ।
অপুত্রক সোমঘোষ মনে বড় দুখ॥
অপুত্রক সোমঘোষ মনে অনুমান।
কাব পূজা কবিলে পাইব পুত্রদান॥
জিজ্ঞাসিল সোমঘোষ অরুণনয়নে।
আটকুড়া বল্যা লোক গালি দেই গনে॥

দেববাজে পরাজয় করি নারায়ণ। সত্যভামাব প্রতি মাল্য কবিল অর্পণ॥
পাট শুনি কর্ণসেন বাহিবেতে যায়। গড-পাড়ে সোমঘোষে দেখিবারে পায়॥
কবে ধরি কর্ণসেন কবে কোলাকুলি। অজযেব কূলে দিল কনক-অঞ্জলি॥
সোমঘোষ বলে যে বিষয বড ধন। বিষয় হইলে হয় লক্ষ্মী আগমন॥
তোলা ঘর বাড়ি পাইল আঁচির পাঁচীর। ঘৃত অন্ন বিলায পায়েস দুগ্ধ ক্ষীব॥
যমুনা দাসীরে দিল অষ্ট অলঙ্কার। ঢেকুরে করিল সোমঘোষের দরবার॥
ক ও ন পুথি লোকজন অনেক বান্ধব জন লয়্যা। কর্ণসেন সোমঘোষে নিল আগু হয়্যা॥
দৃষ্টিমাত্র দুজনে কবিল কোলাকুলি। অজযার জলে দিল কনক-অঞ্জলি॥
দুইজনে বদল করিল ফুলপান। গড়েব ভিতবে বৈসে করিয়া দিযান॥
[ন পুথি আনা বিঘা সাধিতে অনেক টাকা হয়। রাজকর বেবাক করিল মাস ছয॥]
[ক পুথি বার গণ্ডা করিল হাট বাট। সভাকার দুঃখসুখ বুলে নাটবাট॥]
ঘরবাড়ি বিস্তব করিল পরিচ্ছেদ। দিনে দিনে বাড়ে কত গোয়ালাব সম্পদ॥
দিবসে দিবসে বাড়ে সভাকাব সুখ। অপুত্রক সমঘোষ মনে বড় দুখ॥
নিবঞ্জনলীলা কহনে না যায়। ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরামে গায॥

২৮। ক, জ ও ন পুথির পাঠ ডবল বন্ধনী মধ্যে দেওয়া গেল। হ পুথির পাঠান্তব।

আঁটকুড়া সামঘোষের বংশ নাই কোলে। ভগবতী পূজিতে চলিল হেনকালে॥
নানা উপহার আছে নানা আয়োজন। ভক্তিভাবে পূজা কবে ভবানী-চবণ॥
মৃত্তিকায় নির্ম্মাণ কবিযা দশভুজা। একমাস সামঘোষ করে দেবীপূজা॥
নম নম জযদুর্গে যশোদানন্দিনী। কংসেব নিধন তুমি কৃষ্ণের ভগিনী॥
মহাবিদ্যা জপ করে উপরে জোড়্ব। যাব গুণে কৃষ্ণ ভক্তি পাইল গরুড॥
কালো ধোলো ছাগল দিলেক বলিদান। হেনকালে ভগবতী হলেন অধিষ্ঠান॥
রূপের প্রতাপে মায়েব পড়িছে বিজলি। স্তব কবে সোমঘোষ হয়ে কৃতাঞ্জলি।
স্তব শুনে ঈশ্বরী বলেন ডাক দিযে। এত পরিপাটী পূজা কিসেব লাগিয়ে॥
শুন ওবে সামঘোষ তোরে বলি দড়। কার্ত্তিক গণেশ হৈতে তুমি আমাব বড॥
কিবা লড়াই ঝকড়া হয়েছে কাব সনে। তার কথা বলো বাছা অভয়চবণে॥
এতশুনি সামঘোষ করে নিবেদন। মন দিযে শুন দুর্গা আমাব বচন॥
পুত্র বিনে হেন জন্ম হৈল মহীতলে। পথে ঘাটে লোক দেখে আঁটকুড়া বলে॥
ভবানী বলেন তোরে ঐ বর দিব। মনের বাসনা তোর সফল করিব॥
আমি বব দিলাম বাছা ইথে অন্য নাই। পুত্র হৈলে তার নাম রাখিবে ইছাই॥
এত বলি ভবানী হলেন অন্তর্ধান। দেবতা বলিয়ে ঘোষ জানিল নিদান॥

দানধ্যান ধর্ম্মকর্ম্ম যত কর্ম্ম করে। পরকালে পায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখ ॥
অপুত্রক পরশিল ব্রহ্মহত্যা ধরে ॥ ষোল দিন গোলোক বৈকুণ্ঠে পায় পূজা।
এত শুনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরোহিত। অবনীমণ্ডলে পুনঃ আসি হয় রাজা ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ্যা বলে সূর্য্যের লিখিত ॥ [৩০] যোগরূপা যোগিনী জগতে বলবান।
পুথি দেখ্যা বলেন পণ্ডিত পরাশর। নিপাতিল অসুর মহিষ যার নাম ॥
এই পুথি পড়্যা ভিক্ষা মাগেন[২৯] শঙ্কর ॥ যোগিগণ জপ করে যোগে দিয়া মন।
শিব আরাধিলে পূজা পণ্ডিতসমাজে। পুত্রবর পাবে ভজ দুর্গার চরণ ॥
হুতাশন আরাধিলে হাথি-ঘোড়া সাজে ॥ সোমঘোষ শুন্যা বড় মনে হরষিত।
দুর্গা পূজা আরাধিলে তিন লোকে সুখী। ভজনা করেন দড় অঙ্গ পুলকিত ॥
ধনপুত্র বর তার তিন যুগে দেখি ॥ রাজ্যভার সকল সঁপিল কর্ণসেনে।
ইহকালে সংসারে অনেক পায় সুখ। তিন সন্ধ্যা জপে গিয়া অজয়-পুলিনে ॥[৩১]

২৯। অ মাগিব। ৩০। এই দুই ছত্র জ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ।
ক-পুথি যোগরূপা জগতে যোগিনী বলবান। শুম্ভ নিশম্ভু বলে বধিল পরাণ ॥
৩১। অতঃপর ক-পুথি

দেখিঞা নিভৃত স্থল করে দেবীপূজা। নিজগুণে কৃপা মোরে কর দশভুজা ॥
চামুণ্ডা চামুণ্ডা মাতা কালী কপালিনী। তুমি মাতা দেবী হও সাবিত্রীরূপিণী ॥
তোমা সেবি সুরপুরে রাজা পুরন্দর। তোমা সেবি গোপিনী পাইল গদাধর ॥
পুত্রের লাগিঞা দেবী পুজে সমঘোষ। নিরাহারে তপ করে মনেতে সন্তোষ ॥
চারি মাস হিম শিশিরে থাকে জলে। গৃর্ম্মী গ্রীষ্মে তপ করে হুতাশন জ্বালে ॥
বরিষা সমএ জল বরিষে অনক্ষণ। ঝঞ্ঝনাচিকুর বজ্র পড়িছে অনক্ষণ ॥
কঠোর তপস্যা এত করেন গোয়ালা। সুরপুরে দেবগণ চিন্তিত হইলা ॥
কেহ বলে ইন্দ্রের অমরা পাছে নেয়। না জানি চণ্ডিকা পূজি কোন বর দেয় ॥
ইন্দ্র বলে মোর পাছে নেয় অধিকার। এত বলি দেবগণ করয়ে বিচার ॥
সমঘোষ দুর্গা পুজে হঞা কৃতাঞ্জলি। মুদিত নয়নে দেয় জয় হুলাহুলি ॥
এত বলি মহামন্ত্র করে সঙরণ। কৈলাসশিখরে দেবীর টলিল আসন ॥
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা দেখি অমঙ্গল। আমার আসন কেন করে টলমল ॥
ধেয়ানে জানিআ পদ্মা বলেন চণ্ডীরে। সমঘোষ গোয়ালা তোমার পূজা করে ॥
ঢেঁকুর নগরে যদি নিবে ফুলজল। সমঘোষ গোয়ালাকে দিবে পুত্রবর ॥
পদ্মার বচন মাতা জানিলা আপনি। গোয়ালাকে বর দিতে চলিলা ভবানী ॥
সিংহরথে মহামায়া থুঞা বাউপথে। বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশে আইলা মরতে ॥
দেখিতে দেখিতে যান যথা সমঘোষ। দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মপদ আশ ॥
বৈকুণ্ঠে ছাড়িয়া প্রভু মরতে অবতার। শ্রীধর্ম্ম উরিতে পড়ে জয়জয়কার ॥
অচলা পাইল দেবী হংসিলগমনা। সমঘোষ বর মাগ বলে ত্রিনয়না ॥
বর মাগি নেহ আগে শুন রে গোয়ালা। অনেক দিবসে এবে না আসিব অচলা ॥
সমঘোষ বলে মাতা বর মাগিব। বংশ কোলে নাঞি পুত্র কোথা পাব ॥
এত শুনি বর তারে দিল ভগবতী। অবশ্য তোমার কোলে হইবে সন্ততি ॥

ফলমূল অনেক পূজার আয়োজন।
অনাহারে জপে ঘোষ হয়্যা একমন ॥[৩২]
যোগবলে বাখিল সহস্র শতদলে।
মাঘমাসে যোগী যেন জপ কবে জলে ॥
স্তব কবে সোমঘোষ আনন্দহৃদয়।
ভগীবথ যেমন আছিল হিমালয ॥
বংশেব উদ্ধার হেতু সম দুইজন।
গোয়ালার তপ দেখি কাঁপে দেবগণ ॥
কেবা হেন দেবী পূজে হইতে অমব।
ইন্দ্র বলে ইন্দ্র হব আমাব উপব ॥[৩৩]
কৈলাসে বহিতে আব নাবিল[৩৪] অভয়া।
সিংহবথে আবোহণ হৈল সর্ব্বজয়া ॥
অজয়া পাইল দেবী অনিলগমনা।
বব মাগ বব মাগ বলে ত্রিলোচনা ॥
যে বব মাগিব তুমি সেই বব দিব।
ইন্দ্রপদ মাগিলে এখনি দিয়া যাব ॥
ইঙ্গিতে কবিতে পাবি বিধাতাব স্বামী।
বিষ্ণুভক্তি চাহ যদি দিয়া যাব আমি ॥

সোমঘোষ ববমাগে জুড়ি দুই কর।
কপট তেজিয়া মাতা দিবে পুত্রবব ॥[৩৫]
ইসব শুনিঞা বব দিল হৈমবতী।
অবশ্য তোমাব কোলে হবেক সন্ততি ॥
ইছাঘোষ নাম হব আমার কিঙ্কব।
সংসাববিজয়ী হব বলে ধনুর্দ্ধব ॥[৩৬]
বব দিয়া মহামায়া হৈলা অন্তর্ধান।
সোমঘোষ বলে আমি বড ভাগ্যবান ॥
বব পায়্যা গোযালা বড মনে আনন্দিত।
দ্বিজ রূপবাম গান ধর্ম্মেব সঙ্গীত ॥

[৩৭] যমুনা দাসীকে ঘটেব পুষ্পজল দিল।
শুভক্ষণে যমুনা যে গর্ভবতী হৈল ॥
প্রথম মাসেব গভ হয় কিবা নয়।
দু মাসেব বেলা হৈল ঠাবাঠাবি হয় ॥
তিন মাসেব বেলা বলে কেমন কবে গা।
শয্যায় পডিয়ে বলে মরি ওগো মা ॥

৩২। ন-পুথি নানা আওজনে পূজে অভযাচবণ ॥
৩৩। ন-পুথি অতঃপব জ-পুথির দুই ছত্র অতিবিক্ত পাঠ
অবনীতে এমন তপস্যা করে কে। স্বগ মর্ত্ত্য পাতাল কাপিয়া গেল যে ॥
৩৪। অ কৈলাস হইতে তবে নাম্বিল।
৩৫। অতঃপর জ-পুথিব পাঠ
ভবানী বলেন বাপু তোরে দিলাম বর। তোর পুত্র রাজা হবে ঢেকুর ভিতর ॥
পুষ্প জল যমুনাদাসীর কবে দিবে। নিশ্চয় বোলিনু তোমাব কোলে বৎস পাবে ॥
ভবানী বলেন আমি না হোইব বাম। পুত্র হৈলে বাখিবেক ইছাইঘোষ নাম ॥
ইছাইঘোষ নামে হবে তোমাব কুঙর। সংসারবিজয়ী হবে বড ধনুধ র ॥
বর দিযা সর্ব্বজয়া হৈল অন্তর্ধান। পূজা সমাধিয়ে ঘোষ নিজালযে যান ॥
অনাদ্যের মায়া কভু বুঝা নাহি যায়। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপবাম গায় ॥
৩৬। ক পুথি উপাসনা কবাইবে মোর নিজ নামে। বাজা কবি যাব তবে ঢেকুব ভুবনে ॥
৩৭। অতঃপর ২০ ছত্র হ-পুথির পাঠ। জ পুথিব পাঠ কৃতকটা অনুরূপ। ন-পুথিতে আছে
অভয়াচরণে ভক্তি করে অতিশয়। তবে তার কোলে পুত্র কত দিনে হয ॥
অভয়ার বরে হল্য ইছাই কোঙর। কুলের কমল দেখি রূপ মনোহর ॥

চারি মাসের বেলা রাণীর না চলে চরণ।
কুল আম তেঁতুল জোঁদাকে ধায় মন ॥
পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত সোমঘোষ দিল।
পরম কৌতুকে রাণী আপনি খাইল ॥
ছয় মাস গত হৈল সাতেতে প্রবেশ।
সাধ-কড়ি খায় রাণী অপূর্ব্ব সন্দেশ ॥
আট মাসে অষ্টাঙ্গ খসিয়ে পড়ে গা।
জঞ্জাল সহিতে নারে বড় বড় রা ॥
নয় মাসের বেলা রাণী করে টলবল।
বসিলে উঠিতে নারে মুখে ওঠে জল ॥
দশ মাস পরিপূর্ণ হৈল দশ দিন।
প্রথম চৈত্র মাস অবহিত মীন ॥
হেনকালে সেই শিশু শয়ন সাধিল।
ভূমিষ্ট হইয়ে বালা কান্দিতে লাগিল ॥
[৩৮]অবনীতে পড়ি শিশু পালটিল গা।
শিশুর মুখেতে হয় জয়দুর্গা রা ॥
হাতে চন্দ্র কপালে মাণিক রাজদণ্ড।
ধাত্রী আসি বলে পুত্র হইবে দুর্দ্দণ্ড ॥[৩৯]
তাহা শুনি সোমঘোষ আনন্দিত মন।
ধাত্রীকে বিদায় করে দিয়া নানা ধন ॥
আনন্দে অবধি নাই আনন্দ-বাধাই।
বাসলীর বাক্যে নাম রাখিল ইছাই ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ঘোষ কত করে দান।
রজক নাপিতে কত ভাণ্ডারে বিলান ॥
ঢেকুরে জন্মিল যদি ইছাই মহাবল।
দম্ভে ঢেকুরের জল করে টলমল ॥
[৪০]ছয় দিনে ষেটেরা পূজিয়ে বলিদান।
নাড়িচ্ছেদ করিলেন নিশি-জাগরণে ॥
ষষ্ঠীপূজা সাঙ্গ করে একুশ দিবসে।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু পরম হরিষে।
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায়।
হামাগুড়ি দিয়ে শিশু খেলিএ বেড়ায় ॥
ছয় মাস গত [হৈল] অন্ন দিল মুখে।
গাএর অলঙ্কার যত বান্ধএ যৌতুকে ॥
বলিতে কহিতে হৈল এ পাঁচ বচ্ছর।
লঙ্কার রাবণ যেন জন্মিল সত্বর ॥

৩৮। এই বার ছত্র জ পুথির পাঠ।

৩৯। হ পুথি হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম সর্ব্ব গা। বাশুলি জাহার স্বহা সাজে দুই পা ॥
খগেন্দ্র জিনিএ নাসা অতি মনোহর। রাজদণ্ড শোভা করে কপাল উপর ॥
ন পুথি রাজদণ্ড কপালে নাসিকায় খগমণি। সোনার সুন্দর চাঁদ মুখে রব শুনি ॥
ক পুথি রাজদণ্ড কপালে নাসিকার খড়্গমণি। সোনার মুকুট চান্দ মুখের বলনি ॥

৪০। অতঃপর হ-পুথির পাঠ। ক ও ন পুথির পাঠান্তর
কল্পতরু সম দাতা বড় ধর্ম্মশীল। ঢাল খাঁড়া হেত্যার না ছাড়ে একতিল ॥
ভাল গুরু এন্যা শেখে সকল সাধনা। লাফ দিয়া পড়ে গিয়্যা দশ বিশ খানা ॥
বিপরিত ডাগর ডাগর ডাক শুনি। দেবতা অসুর কাঁপে দেখিয়্যা চাহনি।
কেহ বলে ইছা বীর বড় অবতার। চান্দ পাড়্যা গলায় গাথিয়্যা পরে হার ॥
উদ্দেশে ইছাই পাইয়া মহাজ্ঞান। অভয়া-ভজন করে হয়্যা সাবধান ॥
দেবীর দেহরা দিল গড়ের ভিতর। মনে করে গোয়ালা হইব স্বতন্তর ॥
বড় বেশি স্বতন্তর হব এই গড়ে। নাঞী দিব রাজকর রাজার গোউড়ে ॥
এই অভিলাষ মনে দিবসরজনী। ষোল উপচারে নিত্য পূজেন ভবানী ॥
অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল। দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মমঙ্গল।

অজয় গঙ্গার ঘাটে চৌদিক নেহালে।
ষোল গাভীর দুগ্ধ খায় বিহান বৈকালে॥
লোহাটা বর্জ্জর হৈল ইছায়েব দ্বারী।
ষোলশত চণ্ডাল হৈল আজ্ঞাকারী॥
হেনকালে ইছাইঘোষেব আনন্দিত মন।
ভবানী কবিব পূজা ঢেকুব ভুবন॥
মৃত্তিকার নির্ম্মাণ কবিল দশভুজা।
নানাধনে ইছাইঘোষ কবে দেবীপূজা॥]]
[41]সোমঘোষ গোয়ালা হইল মহীপাল।
কর্ণসেনেব উপব বাড়িল ঠাকুবাল॥
তাব ছোট বেটা নাম ইছাই কুমাব।
একমনে দেবীপূজা কবে নিবন্তব॥
অজয় নদীব ঘাটে দেবীপূজা কবে।
বিশাশয বলি দেয় দেবীব খর্পবে॥
বিবলে প্রেমেব ঘবে উপদেশ হয্যা।
বিশেষে দেবীব পূজা বিবলে বসিযা॥
একমনে ধ্যান কবে একমনে জপ।
যোগদডা হৈতে বড বয়সে অলপ॥
বিধিমতে মহাবাজা দিল সাবধান।
ইছাইএব সম্মুখে ভবানী অধিষ্ঠান॥[42]
বব মাগ ভবানী বলেন ঘনে ঘন।
আমি বিধি পবন বরুণ হুতাশন॥
হরিভক্তিপ্রদায়িনী আমি ভাগবত।
আমাব ভজন বিনে নাই স্বর্গপথ॥
যে বব মাগিবে বাপু দিব সেই বর।
অধিকাব দিব তোরে ইন্দ্রেব উপব॥
বব মাগ বব মাগ বলেন বাসুলি।
স্তব কবে ইছাই সুমুখে কৃতাঞ্জলি॥
তুমি [ম]াযা যশোদানন্দিনী নাবায়ণী।
আপুনি বিধাতা তুমি বিষ্ণুর জননী॥
আনন্দে অকালে পূজ্যা দিল নাবায়ণ।
সবংশে বাবণ নষ্ট তোমাব কাবণ॥
এই বব মাগিব তোমাব ববাবব।
এই মহাগডে আমি হব স্বতন্তব॥
ইন্দ্র যেন এ গডে মাথায় ধবে ছাতি।
মৃগযা খেলিতে যাব চডি মত্ত হাতি॥
এই গডে সদাই হইবে পক্ষে বল।
যম নাঞী বই হয় অজয়ার জল॥
ভবানী বলেন বাছা ঐ বব দিনু।
ঢেকুবেব গডে বাজা তোমাবে কবিনু॥

৪১। অতঃপর জ-পুথির পাঠ
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল নানা শিক্ষা। ছদ্মবেশে দুর্গা আসি দিযে গেল দীক্ষা॥
অজয নদীব জলে কবে স্নান ধ্যান। দিনে দিনে ইছাইঘোষ হয বলবান॥
অজযের ঘাটে ইছাই চাবি পানে চায। আচম্বিতে অবধৌতে দেখিবারে পায।
ইছাএব সম্মুখেতে দিল দরশন। দণ্ডবৎ প্রণমিল গোয়ালানন্দন॥
আশিষ কবিল দণ্ডী হও যোদ্ধাপতি। ঢেকুরের গড়ে তুমি স্থাপহ পার্ব্বতী॥
তারে আরাধনা করি পূর্ণ হবে কাম। অভয়দায়িনী দুর্গা শ্যামরূপা নাম॥
পুনর্ব্বাব ইছাইঘোষ কবিল প্রণাম। বালদীক্ষা লও তুমি হয়ে সাবধান॥
শক্তিমন্ত্রে অভিষিক্ত করিযা ইছাইযে। মহাবলবান হৈল দৈববল পেয়ে॥
উপদেশ সকল কহিযা সাবধান। অজয়ের ঘাটে ইছাই জপে দুর্গানাম॥
আশিষ কবিল দণ্ডী গেল নিজালয়। রূপরাম ভনে যার গুরুপদাশ্রয়।

৪২। অতঃপর আদর্শ পুঁথির অনুসরণ।

অমরাবতীর রাজা যেন পুরন্দর। তোমার মহিমা বড লিখে কৃত্তিবাস।
রাজা দুর্য্যোধন যেন হস্তিনা নগর॥ তোমা হৈতে রাবণের হৈল সর্ব্বনাশ॥
হাথে হাথে অজয় করিল সমর্পণ। বলিতে কহিতে বীব পাএ কবে ভর।
বীবমাটি দিব তোবে ঢেকুব ভুবন॥ অবিলম্বে দেখা দিল কৈলাস সত্বর॥
হনুমানে আপুনি বলেন হৈমবতী। বামহাতে তখনি নিলেন বীরমাটী॥
বীবমাটি কৈলাসে আন শীঘ্রগতি॥ ডিহট্টেব দক্ষিণ গডে রাখে বীরমাটী॥

৪৩। ক ও ন পুঁথি

পার্ব্বতী বলেন শুন ইছাই কোঙর। অনেক দিবসে আইলাঙ ঢেকুর ভিতব॥
জযপাল সারঙ্গ এ গড়ে ছিল রাজা। আনন্দে করিত সেই সামরূপা পূজা॥
সেই শ্যামরূপা আমি তোরে বর দিব। মনের বাসনা তোর সফল করিব॥
ছাগ মেষ রুধিরে ঢেকুরে ঢেউ খেলে। সেই হইতে ঢেকুর গড় সর্ব্বলোকে বলে॥
আজি হইতে হইল নাম অজয় ঢেকুব। তোমাকে কবিব রাজা ইহাব ঠাকুর॥
এই বর মাগ্যা নেহ গোয়ালার তোক। তোরে দেখ্যা দুব হল্য রাবণের শোক॥
রায দশানন পূজা কবিত যেমন। তোকে চায্যা দড় পূজা ইছাই নন্দন॥
[ক পুঁথি আজি হৈতে আপনি গডের বিলোচন॥]

অতঃপব ক পুঁথি

চণ্ডিকাব কথা শুনি আনন্দ আপাব। দণ্ডবৎ প্রণাম কবিল কতবার॥
শুন গো করুণাময়ী না ছাডিয় দয়া। দয়া কবি দেহ দুই চরণের ছায়া॥
স্তব শুনি মহামায়া ঈষৎ হাসিঞা। আপনি থাকিব গডে তোমাব লাগিঞা॥
কি করিতে পারে বিধি ইন্দ্র হবি হবে। ইছাই যোধ অজয়াব গডে॥
রিপু আইলে উজান বহিঞা যাবে ভাটি। ঢেকুরের গডে জযা পেলে বীরমাটি॥
ছয ঋতু প্রসন্ন রসন্ত মহু মা। বীরমাটি পরশে ইন্দুর নাডে গা॥
পার্ব্বতী বলেন শুন ইছাই কোঙব। মাটির পরীক্ষা দেখ গডের ভিতব॥
বীবমাটি চিরকাল কৈলাস ভুবনে। পদ্মাবতী পেলে মাটি ঢেকুর ভুবনে॥
এমন অপূর্ব্ব কথা কভু শুনি নাঞী। বিডালে ইন্দুবে যুদ্ধ বাজে সেই ঠাঞী॥
কোথা ছিল বিডাল আইল আচম্বিতে। সেইখানে দেখা হইল ইন্দুব সহিতে॥
ইন্দুর ধরিতে চাহে দেখিঞা বিডাল। খাওাখাই করে জেন কুকুর শৃগাল॥
বিডালে ইন্দুরে যুদ্ধ ভুজঙ্গ সাদুর। বিডাল পালাঞা গেল জিতিল ইন্দুর॥
দেখিঞা হরিষ বীর গোআলা ইছাই। ইন্দুরের তরাসে বিডাল দিল ধাই॥
তপস্যাব ফলে হইল দৈব সমাহিত। বব পাঞা যেমন মাতিল ইন্দ্রজিত॥
এত বলি মহামায়া বসিলা দেউলে। দণ্ডবৎ করিল দেবীর পদতলে॥
রাজ্যপাট পাইল দুখ হইল অবসান। দিনে দিনে ইছাই হইল বলবান॥
গজকা বান্ধিল টাঙ্গা পাগে বীরবানা। বাজকর গউড সহরে হইল মানা॥
ঢেকুরে আছিল গুহা লোহায়া চণ্ডাল। ঢেকুরে হইল সেই সদর কোটাল॥
সিংহনাদ সঘনে সমান পড়ে সাডা। তিন সন্ধ্যা ঢেকুরে বাজিছে সিঙ্গা কাডা॥
ব্যালিশ কোটাল সঙ্গে থাকে নিরন্তর। বিপাক পড়িল কর্ণসেনের উপর॥
অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল। দ্বিজ রূপরামে গান ধর্ম্মমঙ্গল॥

বীরমাটী রাখিল দেবীর বরাবর।
বাড়িকে বিদায় হৈল পবন কোঙর ॥
দেবী বলে ইছাইঘোষ রাজ্যের ঠাকুর।
আজি হৈতে এই গড়ে বলাব ঢেকুর ॥
এই গড়ে ইন্দ্রের নাহিক অধিকার।
যত দিন নাহি হব ধর্ম্ম অবতার ॥
বীরমাটী এ গড়ে ফেলিল হনুমানে।
এহার পরীক্ষা তুমি দেখহ নয়নে ॥
হেন বেলা ইন্দুর বিরলে বস্যা আছে।
বিভুক্ষিত মার্জ্জার আইল তার কাছে ॥
মনে [ভাবে] মার্জ্জার এমন পাব কোথা।
অকালে আহার আজি দিলেক বিধাতা ॥
সদা সুখী আনন্দ ভক্ষণ হেতু চায়।
আচম্বিতে ইন্দুর পড়িল তার পায় ॥
বিপাক পড়িল বড় মার্জ্জার-ইন্দুর।
গর্জ্জনে গগন কাঁপে দাক্ষিণ ঢেকুর ॥
দুজনে বিপাক যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল।
ইন্দুর দেখিয়া ভঙ্গ দিলেক বিড়াল ॥
দেবী বলে ঐ দেখ ইহার বিক্রম।
অধিকার করিতে নারিব এতে যম ॥
ঈশ্বরীর কথা শুনি বলেন ইছাই।
তুমি আমার জনক জননী বন্ধু ভাই ॥
সদাই ঢেকুর গড়ে হবে বরদায়।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

দিনে দিনে ইছাই হইল বলবান।
মাঝ গড়ে সদাই ভবানী অধিষ্ঠান ॥
কেহ বলে মেঘনাদ কেহ বলে অহি।
দরশনে অরাতি অন্তরে চলে মহী ॥

অধিকার বিস্তর কাড়িয়া ঘোড়া হাতী।
ইছাএর মাথায় নফরে ধরে ছাতি ॥
পড়িল অকাল-চক্র কর্ণসেন দিয়া।
পরিবার লয়্যা রাজা গেল পালাইয়া ॥
বড় বেটা ডাকিয়া বিরলে বস্যে বলে।
এবার এড়ালে সভে থাকিব কুশলে ॥
গোউড় সহরে চল পালাইয়া যাই।
গৌড়েশ্বর ভূপতি আমার জ্ঞাতি ভাই ॥
ঘরে বস্যা গোয়ালা হইল বলবান।
দরবার দেখিয়া দক্ষ উড়িল পরাণ ॥
মিরাস আওাস নিল আর ধন কড়ি।
রাজ্য লুটি করিল নফর আর চেড়ি ॥
চল পুত্র এখনি বিলম্ব নাঞী সয়।
বিধাতার বিযোগ কি জানি কিবা হয় ॥
এতদিনে বিপত্য পড়িল আচম্বিত।
রাত্রের ভিতর রাজা পালায় ত্বরিত ॥
ছয় বেটা চড়ে ছয় ঘোড়ার উপর।
তরাসে পালাএ যায় গৌড় সহর ॥
চারি পাটরানি সঙ্গে আর ছয় বধূ।
মালমাত্তা রহিল পালাএ যায় শুধু ॥
দুইদিনে গোউড় দিলেক দরশনে।
রাখিল বনিতা সব বন্ধুর সদনে ॥
রাজাকে ভেটিতে চলে কর্ণসেন রায়।
চারিদিকে নফর চাকর সব যায় ॥
বার দিয়া বস্যাছে পঞ্চম গৌড়েশ্বর।
বার ভুঞা বস্যাছে রাজার বরাবর ॥
সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ।
রাজা গৌড়েশ্বর শুনে হৈয়া একমন ॥

॥ গজেন্দ্র মোক্ষণ ॥

অগস্ত্য মুনির শাপে অক্রুনের (?) ভূপ।
আচম্বিতা সেইখানে হৈল গজরূপ ॥
পরিবার সঙ্গতি বঞ্চিতে গেল বন।
জলেতে নাম্বিয়া রক্ষা করিল জীবন ॥
অবিলম্বে কুম্ভীর ধরিল তার পায়।
গজে আর কুম্ভীরে অনর্থ বয়্যা যায় ॥
চতুর্ভুজরূপে হরি গরুড়বাহনে।
গজেন্দ্র-মোক্ষণ হেতু দিল দরশনে ॥
এই অধ্যা[য়] শুন্যা রাজা প্রেমে পুলকিত।
হেন বেলা কর্ণসেন হৈল উপনীত ॥
জোহার করিল গিয়া রাজার চরণে।
এস্য এস্য বার ভুঞা ডাকে চারিপানে ॥
কেহ দেই রাম নাম কেহ দেই হাথ।
পাষণ্ডীর উপরে পড়িল বজ্রাঘাত ॥
হাতে ধরি ভূপতি বসাল্য একাসনে।
বারতা জিজ্ঞাসা করে প্রফুল্লবদনে ॥
কিমর্থ মলিন মুখ অরুণ নয়ন।
সভাই বলহ হরি বাড়িল সম্মান ॥
অনাস্তের পদরেণু ভরসা কেবল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

তবে যদি জিজ্ঞাসা করিল গৌড়েশ্বর।
কর্ণসেন রায় বলে দরবার ভিতর ॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে মাথায় দিয়া হাত।
পউষ মাসে মাথায় পড়িল বজ্রাঘাত ॥
প্রাণ লয়্যা গৌড়ে এস্যাছি রাতারাতি।
ইছাই নিলেক ঘোড়া মালমাত্তা হাতী ॥
সাতপুরুষের ভূম নিলেক গোয়ালা।
নবদণ্ড ধরিলে তিমির করে আলা ॥
এতদিনে বিধাতা বিযোগে দুখ দিল
নৃপতির সন্নিধানে কান্দিতে লাগিল ॥
বার ভুঞা রহিল তাহার মুখ চায়্যা।
আশ্বাস করিল রাজা হাতে পান দিয়া ॥
বার ভুঞা সংহতি সমরে দিব হানা।
বলবন্ত ইছাই জানিব বীরপনা ॥
দড়বড়ি এখনি সাজিব দলবল।
পার হয়্যা যাব নদী অজয়ার জল ॥
মসীবর্ণ বদন অরুণবর্ণ আঁখি।
ঢেকুর ঐরিষ্টী হৈল ভাল নহে দেখি ॥
জ্বলন্ত পাবক নিবারণ ভাল নয়।
সমুখে বসিয়া পাত্র মহামদ কয় ॥
অতিশয় ক্রোধ হৈলে অকার্য্য অনেক।
রাজা হৈল গুয়ালা দেবতা পরতেক ॥
না করিহ ক্রোধ রাজা ধরি তব পায়।
সন্নিধানে মহাপাত্র আপনে বুঝায় ॥
পাঠাইয়া দিব আগে ভাট গঙ্গাধর।
পরোয়ানা লিখিব সোমঘোষ বরাবর ॥
তবে যদি বেবাক পাঠায় ইরসাল।
তবে দিব অবশ্য এ সব ঠাকুরাল ॥
কদাচিত বেবাক না দেয় রাজকর।
উভুদলে সাঁজে যাব তাহার উপর ॥
এত বলি পরোয়ানা লিখিল শীঘ্রগতি।
ভাটকে বলিল চল ঢেকুর বসতি ॥

এহাতে বিলম্ব নাঞী এক দণ্ড সয়।
অজয় ঢেকুরে কর এখনি বিজয় ॥
সোমঘোষে বলিবে বিশেষ বিবরণ।
পালকি চড়িয়া ভাট করিল গমন ॥
বারজন মহলা (?) পালকিখান ধরে।
আনন্দে করিএ যাত্রা অজয় নগরে ॥
পার হয়্যা ভৈরবী ভবানীপুর পায়।
অজয় ঢেকুর ভাট গঙ্গাধর যায় ॥
পাঁচদিন ঢেকুর নগরে গতায়াত।
সত্বরে ঢেকুর পাল্য গুয়ালা সাক্ষাত ॥
সোমঘোষ গুয়ালা দরবারে বসিয়াছে।
হেন বেলা রাজার পরোয়ানা দিল কাছে ॥
তিনবার প্রণাম পরোয়ানা দেখি কৈল।
মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র দরবারে পড়িল ॥
যথাযোগ্য পরোয়ানা লিখেচে সর্ব্বজন।
ইরসাল বেবাক কড়ি দিবে ততক্ষণ ॥
পরোয়ানা পড়িয়া সোমঘোষ কয়।
ইরসাল বেবাক কর দিব মহাশয় ॥
হিসাব করিল সর্ব্ব ঢেকুরের কর।
সোমঘোষ আনি দিল ভাট বরাবর ॥
ভাটকে ইনাম দিল দিব্য অলঙ্কার।
বিদায় হইল ভাট তাহার দরবার ॥
আরোহণ করে পুন্থ পালকি উপরে।
বারবেলা যাত্রা করে গৌড় সহরে ॥
আগুপাছু শিঙ্গা পড়ে টমক নিশান।
গৌড়-পদ্ধতি মুখে করিল পয়ান ॥
অজয় নদীর কূলে দরশন দিল।
লোহাটা বর্জ্জর বীর ইছাই দেখিল ॥

ইছাই বলেন শুন লোহাটা বর্জ্জর।
কোন বেটা যায় পথে পালকি উপর ॥
গড়ে হৈতে যায় কে কাড়ায় কাটী দিয়া।
লোহাটা তাহার কাছে উত্তরিল গিয়া ॥
মহাজন দেখি বীর করিল প্রণাম।
বলিবে আমার আগে বাড়ী কোন গ্রাম ॥
তুমি কাহার চাকর তোমার নাম কি।
মুখে বাক্য নাহি সরে পাবকে যেন ঘি ॥
এতেক শুনিয়া বলে ভাট গঙ্গাধর।
গৌড় সহরে বাড়ি রাজার চাকর ॥
হিসাব করিয়া কর সোমঘোষ দিল।
রাজ-দরবারে যাই তোমারে বলিল ॥
লোহাটা বর্জ্জর বলে ইছাএর পায়।
অকালে আগুন যেন পেল্যা দিল গায় ॥
কেবা আছে এমন সংসারে বল ধরে।
অধিকার আমার উপরে কেবা করে ॥
এদেশে আসিলে নাঞী বিধাতার সাধ।
যমরাজা না করে আমার সনে বাদ ॥
কোন বেটা নিতে পারে ঢেকুরের কর।
দিগারে হুকুম দিল ইছাই সুন্দর ॥
অনাদ্যের মায়া কহনে নাঞী যায়।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

দড় পায়্যা হুকুম দিগার সভে ধরে।
ইলিক পয়জার মারে ভাট গঙ্গাধরে।
আশে পাশে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
রক্তিমাখা হইল গাএর জামাজোড়া ॥
বলিতে কহিতে [তবে] বাড়ে অনুরাগ।
মাথা মুড়াইয়া দিয়া নরুণের দাগ ॥

বাম গালে কালি দিল ডানি গালে চুন।
ভাট বলে খাব আমি করিয়া বেরুন॥
একনাথ্যা করে তারে নগর চাতরে।
বাহুরে বানর যেন নাচায় ঘরে ঘরে॥
নগরে নগরে বুলে বাজারে বাজার।
সোমঘোষ তখন পাইল সমাচার॥
শীঘ্রগতি দেখিল ভাটের অপমান।
কহিবারে লাগিল ইছাই সন্নিধান॥
ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব বসিব নাঞী দেশে।
সদাই ইহার হিংসা রজনী দিবসে॥
পূর্ব্বকালে আমি যখন গৌড়ে নিবাসী।
ভাট গঙ্গাধর ছিল আমার পড়সি॥
এহারে ইনাম দেহ চড়নের ঘোড়া।
মাথায় পাগড়ি দেহ গায় জামাজোড়া॥
পুরস্কার পায়্যা ভাট হইল বিদায়।
গৌড়-দরবারে আসি তবে জল খায়॥
ভাট বলে শুন রাজা বিপদ-বারতা।
দশমুখ হইলে কই ইছাএর কথা॥
ইন্দ্রের সম্পত্তি দেখি ইছাএর বাসে।
লক্ষ্মীদেবী আপুনি বাহিরে বসিয়াছে॥
যমরাজা বরুণ পবন আজ্ঞাকারী।
বিধাতা আপুনি তার বস্যাছে দুয়ারি॥
সোমঘোষ বেবাক গণিয়া দিল কর।
মাঝপথে কাড়্যা নিল ইছাই কুঙর॥
মাথা মুড়াইয়া মুখে দিল চুনকালি।
কুলোক (?) বলিয়া কত দিল গালাগালি॥
পার হয়্যা অজয় ঢেকুরে দিল হানা।
কালি কিম্বা পরশু গৌড়ে দিব হানা॥
নিবেদিল ভাট যদি রাজার সমাজ।
আপুনি রুষিল রাজা বলে সাজ সাজ॥
দড়মাসা দামামা দগড়ে পড়ে কাটি।
বাইশ হাত কাঁপে গেল গোউড়ের মাটি॥
সাজ সাজ শবদে সঘনে পড়ে সাড়া।
কত ঠাঞী শিঙ্গা বাজে কত ঠাঞী কাড়া॥

ধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
হরি হরি বল সভে ধর্ম্মের সভায়॥

এক মনে শুন সভে ধর্ম্ম-ইতিহাস।
দু-মন করিলে হয় ধন পুত্র নাশ॥
তৈনাৎ হইল যদি নব লক্ষ সেনা।
নস্কর ভিতরে বাজে ব্যালিশ বাজনা॥
চারি পণ কাড়া বাজে সাত পণ শিঙ্গা।
ধিঙ্গ ধিঙ্গ মাদল বাজায় ধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
গেঁজ গেঁজ গেজর গেজর জগঝাঁপ।
কেহ বলে কেমনে মহিম হব সাঁপ॥
টিং টিং কাড়া বাজে সঘনে বীর চাক।
ঢালি ঢাল কাছাড়িয়া মারে উড়া পাক॥
চারিদিগে সাজিল তুরঙ্গ আর হাতি।
ঝলমল রাজার মাথায় দণ্ড ছাতি॥
আড়ম্বরে কাঁপিল আকাশ-পুরন্দর।
বারভূঞা আগু দলে যমের দোসর॥
তুরঙ্গ নাচায় তারা তার উর্ণ বড়।
সিফাই দাবায় ঘোড়া বুকে নাঞী ডর॥
আগুদলে দুড় দুড় সঘনে পড়ে দামা।
দুই হাজার হাতি সঙ্গে আগে খানসামা॥

কুর্ণসেন আপুনি রাজার কাছে যায়।
ছয় বেটা ছয় ঘোড়া সঘনে চালায় ॥
উভুদলে পার হৈল ভৈরবীর জল।
ভুঞার পয়াণে মহী করে টলমল ॥
যোল ক্রোশ জুড়িয়া পদাতি পড়ে ঠাট।
গোওাগাছি ভৈরবী রাখিল গোলাহাট ॥
স্নানপূজা দান নাঞী নৃপতির মনে।
ঢেকুরে দিলেক দেখা অজয় পুলিনে ॥
শুন্যাছি পিতার মুখে বল্যা যেন রাজা (?)।
লঙ্ঘিবারে এ নদী নারিল কোন রাজা ॥
মনে নাঞী অনুমান পাত্রের বচন।
ঐমনি চলিল রাজা চড়িয়া বারণ ॥
তড়ে ছিল মাতঙ্গ সলিলে দিল পা।
আচম্বিতে দুর্দুড় জলের শুনি রা ॥
বাও নাঞী বাতাস নাঞী বরষা বাদল।
মাঘমাসে নদী বাড়ে বিধাতাব বল ॥
সলিলের শব্দ শুনি ভূপতি পাছায়।
তিন হাজার হাতী ঘোড়া জলেতে
স্যাজায় ॥
অজয়ার বন্যা দেখি ত্রাস হৈল মনে।
মহারাজা মোকাম করিল ভুঞ্যাগণে ॥
যোল ক্রোশ উত্তরিল রাজার নস্কর।
অনর্থ বাড়িল গিয়া ঢেকুর ভিতর ॥
শ্যামরূপা দেবী তখন বসিয়া দেউলে।
ইছাএ ডাকিয়া তখন বলেন বিরলে ॥
উভুদলে এক রাজা বারভুঞ্যাগণ।
লোহাটা বৰ্জ্জর বলে পাঠাই এখন ॥
যত দিন নাঞী হয় কচ্ছপ অবতার।
ততদিন তোমাকে দিয়াছি অধিকার ॥

আমি রণে যাব বাপু তুমি বৈস ঘরে।
দশ গৌড়েশ্বর তোর কি করিতে পারে ॥
উপলক্ষ বলে যদি লোহাটা বৰ্জ্জর।
নবলক্ষ সৈন্যকে পাঠাব যমঘর ॥
উপলক্ষ বিনা কার্য্য না হয় কখন।
উপলক্ষ বিনা বাপু না হয় নিধন ॥
একদণ্ড পাঠাইলে অনেক কার্য্য হয়।
চারিদণ্ড বৈ নহে শুখাব অজয় ॥
শিরোধার্য্য সত্বরে দেবীর বাক্য নিল।
লোহাটা বৰ্জ্জর বীর সংগ্রামে সাজিল ॥
ব্যালিশ কোটাল সঙ্গে যমের সমান।
তরণি উপরে চড়ে অতি বেগবান ॥
কাড়া শিঙ্গা টমক নিশান ঘনে ঘন।
তরঙ্গে তবঙ্গে তরী করিল গমন ॥
পঞ্চমুখে হাতি ঘোড়া রাহুত মাহুত।
লোহাটা দিলেক তাড়া যেন যমদূত ॥
অনাদ্যের মায়া কহনে নাঞী যায়।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

অকালে অনিল যেন উত্তর অম্বরে।
লোহাটা উরিয়া পড়ে লস্কর ভিতরে ॥
আথালি পাথালি সৈন্য হানে ঝনঝন।
মধ্যরণে রাউত সর্দ্দার কাটা যান ॥
দুহাতে হেত্যার ধরি উভুদলে চোট।
হিমালয় সদৃশ কুঞ্জর যায় লোট ॥
বারভুঞ্যা বলে যুঝে রাজা গৌড়েশ্বর।
উলটি পালটি হানা দিলেক বৰ্জ্জর ॥
ঘোড়ার হিয়ুঁনি শুনি হাতির নিনাদ।
আকাশ পাতাল ভেদি হইল প্রমাদ ॥

রামরায় সিক্দাই হাথির পিঠে যুঝে।
দামার শবদ্দ জেন দেবতা গরজে ॥
রণে যুঝে আগুরি দক্ষিণ-চূড়ামণি।
সমুখে দিয়াছে হানা রাখে বাণ আনি ॥
কর্ণসেন দিয়াছে দক্ষিণ দিগে হানা।
ছয় বেটা রণে যুঝে বাণে বিচক্ষণা ॥
কেহ বা তুরঙ্গ-পিঠে কেহ বা টাঙ্গনে।
পিতার সঙ্গতি পুত্র যুঝে মাঝ-রণে ॥
রাজা পাত্র বারণে বসিয়া বলে মার।
গুলি পড়ে একা রণে পঞ্চাশ হাজার।
গগনে দুরন্ত গোলা পড়ে দামদুম ॥
হুড় হুড শবদে ব্রহ্মার ভাঙ্গে ঘুম ॥
ঢালি পাইক সর্দ্দার সবার আগে যুঝে।
ভুজঙ্গের সোনা বলি(?) টাল করে ভুজে ॥
এ কারণে লোহাটা হয়্যাছে লক্ষ জন।
হাতি ঘোড়া সৈন্য কাটে না যায় গণন ॥
বসুমতী পদভরে করে টলমল।
ভীম যেন নষ্ট করে কুরুসৈন্য বল ॥
রামের টমক যেন নাশে মেঘনাদ।
তাকে চায়্যা দ্বিগুণ বাড়িল পরমাদ ॥
কুঞ্জর-ঘটায় যেন সিংহ বলবান।
শার্দ্দূল শূকর পানে যেন গতি যান ॥
এক মাথা কাটিতে হাজার মাথা পড়ে।
কদলী বিনাশ যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥
রণমধ্যে জয়দুর্গা উরিল আপুনি।
সঙ্গেতে উরিল তাঁর চৌষট্টি যোগিনী ॥
ডাকিনী যোগিনী যুদ্ধ করে চারি পানে।
চাঁপা ফুল বল্যা হাতি তুল্যা পরে কানে ॥
ডানি হাতে কাতি ধরে বাম হাতে খর্পর।
বিপর্য্যয় ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥
হাসিতে হাসিতে হাতি চুমুকিয়া খায়।
মীন ঘুরাইলে যেন চিলে লয়্যা যায় ॥
রাক্ষসী পিশাচী খণ্ডা হাসে এক ঠাঞী।
সুপরিয়া (?) ঘোড়া গিলে বোল চোল নাঞী ॥
ধাওাধাই যুঝে কেহ উলঙ্গ হইয়া।
কি খাব কি খাব বল্যা নাচে পাক দিয়া ॥
অতি বৃদ্ধ ডাকিনী ডাগর শব্দ ডাকে।
হস্তী যেন জন্তু গিলে চুপ দিয়া থাকে ॥
রণমাঝে অবতার সর্ব্বমঙ্গলা।
দুইদণ্ড সংগ্রামে পবিল মুণ্ডমালা ॥
ডাকাডাকি পড়িল কুচ্ছিত কলরব।
সমুখ সমরে সৈন্য ভঙ্গ দিল সব ॥
পালাল্য সর্দ্দারসিংহ সভাকার চূড়া।
বাঁশবনে লুকাইল মান্ধাতার খুড়া ॥
দিগে দিগে পলায় রাউত আসোআর।
লোহাটা বর্জ্জর রণে বলে মার মার ॥
তাড়াতাড়ি ব্যালিশ দিগাব হানে কাটে।
আচম্বিতে কুরুক্ষেত্র অজয়ার ঘাটে ॥
হান্যা পেল্যা উলটি পালটি ঝটঝট।
আচম্বিতে ভঙ্গ দিল হস্তী ঘোড়া ঠাট ॥
ভঙ্গ দিল মহাপাত্র রাজা গৌড়েশ্বর।
কর্ণসেনের ছয় বেটা গেল যমঘর ॥
বারভুঞ্যা সর্দ্দার পালায় দলবল।
শোকে রাজা কর্ণসেন তৃষ্ণায় বিকল ॥

রঁণ জিন্তা লোহাটা বৰ্জ্জর গেল ঘর।
রূপরাম গান গীত অনাস্তের বর॥

রাজা পাত্র বার ভুঞা ভঙ্গ দিল রণে।
গোউড় সহরে দেখা দিল সর্ব্বজনে॥
অজয়ার উত্তরে রুধিরের গঙ্গা বয়।
লোহাটা ঢেকুর গেল রণ হৈল জয়॥
ইছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে।
পুত্রশোকে কান্দে কর্ণসেন নৃপবরে॥
কান্দিতে কান্দিতে যান গৌড় ভুবন।
ছয় পুত্র রণে মৈল নাঞী দেখে গন॥
বন্ধুঘরে কর্ণসেন দিল দরশন।
যুগল নয়ন আঁখি আষাঢ়-শ্রাবণ॥
বন্ধুঘরে আছেন বনিতা আর দাসী।
রাজ্য গেল বিধাতা করিল বনবাসী॥
শীলাবতী রাণীকে বলএ বিবরণ।
ছয় বেটা মৈল তোর ঢেকুরের রণ॥
সাত পুরুষের ভুম এতদিনে গেল।
বনিতা সমুখে শোকে কান্দিতে লাগিল॥
ছয় বধূ অনুমৃতা হৈল জরাতুর,(?)।
পুত্রশোকে মৈল রাণী খাইয়া মাহুর॥
চেয়্যা দেখে দশদিক সব হৈল শূন।
ধন কড়ি লুটিল ভাণ্ডার হৈল উন॥
শোকে হৈল কাতর অম্বর নাঞী রাখে।
মন হৈল পাগল বদনে ভস্ম মাখে॥
দূরে রাখে অম্বর নিলেক বাঘছাল।
এত দিনে ঘুচিল সংসার মায়াজাল॥
তপস্যা করিতে আমি যাব মধুবন।
বিশেষে বনিতা শোকে হৈল অচেতন॥
বৃন্দাবনে তপস্যা করিতে চলে ধাই।
মনেতে পড়িল তার গৌড়েশ্বর ভাই॥
বাঘছাল পরিধান তখনি পরিল।
পুনর্ব্বার রাজার দরবারে দেখা দিল॥
রাজার সমুখে আসি কর্ণসেন কান্দে।
বারভুঞাগণ সব বুক নাঞী বান্ধে॥
কর্ণসেন কান্দে তবে নৃপতির পায়।
বাঘছাল বুকে দিয়া গড়াগড়ি যায়॥
ছয় পুত্র মরিতে মরিল ছয় বধূ।
অনুমৃতা আনন্দে হইল ছয় বধূ॥
উভয়সঙ্কটে শোকে মৈল সত্যবতী।
গয়া গঙ্গা এহার অবশ্য চাই গতি॥
আপনার পিণ্ডদান করিব আপনি।
হাসিতে হাসিতে হারাইনু চিন্তামণি॥
দ্বিজে দান নাঞী দিনু না বলিনু হরি।
মকরন্দ থাকিতে গরল খায়্যা মরি॥
জ্ঞাতি নাঞী সংসারে বঞ্চিতে যাব কোথা।
রমণী মরণে মন হৈল মহীলতা॥
বড় দুখ মরমে রাখাল ভূম নিল।
কর্ণসেন পুত্রশোকে কান্দিতে লাগিল॥
আশ্বাস করিছে রাজা হাতে দিয়া হাত।
মন বাঞ্ছা সদাই আপুনি অচিরাত॥
আপনার কল্যাণ আপুনি চিন্ত ভাই।
ঘরে বসি থাকিলে সকল তীর্থ পাই॥
গয়া গঙ্গা এখানে পৈরাগ বৃন্দাবন।
কিমর্থ পাগল হৈলে সচঞ্চল মন॥
পুরুষ থাকিতে জোড়ে কত্তেক পরশ।
কেবা নাঞী বিভা করে চারি পাঁচ দশ॥

আপনা চাহিতে ভাই চাই অনুক্ষণ।
তার পাছে জায়া রাখি তবে রাখি ধন ॥
দুখ সুখ সম্পদ সকল মনে পড়ে।
নিদারুণ বিধাতা আপুনি ভাঙ্গে গড়ে ॥
অল্পকালে আমার মরিল দুবরাজ।
তুমি কেন সমাজ জুড়িয়া কর লাজ ॥
মনদড়া হয়্যা যদি রাম নাম জপে।
কি করিব গয়া গঙ্গা কী কবিব তপে ॥
দশাগুণে মরি ভাই দশাগুণে তরি।
দশাগুণে জনক জননী হয় বৈরী ॥
কালি কিম্বা পরশ্ব তোমার বিভা দিব।
রূপবতী রাজকন্যা হুকুমে আনিব ॥
এক রাত্রে দশগণ্ডা বিভা দিতে পারি।
সংসার ছাড়িয়ে কেন বৈরাগী-বেশ ধরি ॥
দিন কথ ভাণ্ডার লিখিয়া থাক বায়।
মনে দুখ পায়্যাছে সুবর্ণ যেন পায় ॥
এত যদি গৌড়েশ্বর করিল আশ্বাস।
বাঘছাল রাখিয়া পরিল পট্টবাস ॥
মহারাজা পবাইল অষ্ট অলঙ্কার।
শোক পাসরিয়া বৈসে জয়মুনি ভাণ্ডার ॥
দরবার ভাঙ্গিয়া রায় করিল গমন।
বাসাকে বিদায় হৈল বারভুঞাগণ ॥
অনাদ্যের মায়া কহনে নাঞী যায়।
দ্বিজ রূপরাম গায় অনাদ্যের পায় ॥

দুই পায়ে রাজার যে উচিত কমল (?)।
আগু পাছু নফর ভৃঙ্গার গঙ্গাজল ॥
অন্তর মহল বৈ দিল দরশন।
ভানুমতী রাণী বস্যা অপূর্ব্ব আসন ॥
ছোট বনি সমুখে বস্যাছে রঞ্জাবতী।
পট্টবাস আপুনি পরাইল ভানুমতী ॥
কথদূর হৈতে দেখে আপুনি রাজন।
রঞ্জাবতী কন্যা দেখি ভাবে মনে মন ॥
কোন দেবতার কন্যা মোর অন্তপুরে।
রূপ দেখে দেবতা রহিতে নারে ঘরে ॥
এত ভাবি রাজা গেল রাণীর নিকটে।
জিজ্ঞাসিল মহারাজা ইনি কেবা বটে ॥
প্রণাম করিয়া বলে ভানুমতী রাণী।
রঞ্জাবতী বিদ্যাধরী অনুজা ভগিনী ॥
অনুজা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী।
কালি আস্যাছিল বনি আঁধিয়া (?) বুমতি ॥
কালি পাঠাইয়া দিব বড় দুঃখ মনে।
মায়ের জীবন ধন বিদিত ভুবনে ॥
সাধের ভগিনী ছোট মায়ের পবাণ।
পরিচয় পায়্যা বাজা বলে বিস্ময়মান ॥
বাজা বলে রঞ্জাবতী তুমি হৈলে শালী।
আপুনি যাচিয়া দিবে যৌবনের ডালি ॥
রঞ্জাবতী বলে শুন গৌড়ের ঈশ্বর।
তোমার সদৃশ কত আমার নফব ॥
পবিহাস ভূপতি করিল কুতুহলে।
রাণীকে বলিছে কিছু বসিয়া বিরলে ॥
বিরলে বসিয়া বলে নৃপচূড়ামণি।
কর্ণসেনে বিভা দিব তোমার ভগিনী ॥
তুমি মন করিলে তাহার বিভা হয়।
জ্ঞাতি-বন্ধু পালনে অনেক পুণ্য হয় ॥
ভানুমতী রাণী বলে শুন মন দিয়া।
রঞ্জাবতীর বিভা যদি দেহ লুকাইয়া ॥

মহাপাত্র এ কর্ম্ম করিতে নাঞী দিব।
বুড়া বর কর্ণসেন এ বোল বলিব ॥
তবে যদি এ কথায় তুমি দিলে মন।
লুকাইয়া বিভা দেহ গৌড় ভুবন ॥
বসন্তের পাবকে ফেলিলে পদ্মফুল।
[বনি] কোলে করি কান্দে সহজে আকুল ॥
দুইমতি দিবসের শিশির পালা সায়।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

৪

॥ রঞ্জার বিবাহ পালা ॥

[১]রাজা বলে রঞ্জাবতী তুমি মোর শালী।
আপুনি যাচিয়া দিবে যৌবনের ডালি ॥
আমার সমুখে বস্য মুখ চায়্যা দেখি।
অপরূপ খঞ্জনগঞ্জন দুই আঁখি ॥
এত বলি বিরলে রাণীকে কিছু কয়।
শুন রাণী বলি কিছু যদি মনে লয় ॥
তুমি যদি পান ফুল দেহ অনুমতি।
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী ॥
ছয় পুত্র মৈল তার ঢেকুর যুঝিয়া।
পুত্রশোকে রাণী মৈল মাহুর খাইয়া ॥
বৈরাগী হইয়া রাজা যায় দেশান্তর।
আমি তঁ রাখিল তারে যতনে বিস্তর ॥
বন্ধুবান্ধব যত রাখিলে পুণ্য পাই।
শুন গো সুন্দরী তার বিভা দিতে চাই ॥
তুমি যদি মন দেহ শুন গো সুন্দরী।
এই কন্যা তারে আমি বিভা দিতে পারি ॥
রাণী বলে শুন রাজা আমার বচন।
ছোট বনি[২] রঞ্জাবতী ভায়্যের জীবন ॥
ভায়্যের পরান বনি আমি ভাল জানি।
অনেক যতনে বনি রহিল যামিনী ॥
কালি বনি বাড়িকে করিব আগুসার।'
আজি গড়াইয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার ॥
একথা শুনিলে ভাই বিভা নাই দিব।
বুড়া বর কর্ণসেন কতদিন জীব ॥
রঞ্জাবতী বিনে ভাই প্রাণ নাঞী ধরে।
এমন ভগিনী বিভা দিব বুড়া বরে ॥
এ কথা শুনিলে ভাই বিভা দিব নাঞী।
সিমুলের ফুলে তবে কিসের বড়াঞী ॥
শুন ভানুমতী যদি তুমি দেহ সায়।
তবে সে করিতে পারি এহার উপায় ॥
গৌড় সহরে বিভা দিব লুকাইয়া।
কাঙুর মহিমে পাত্র দিব পাঠাইয়া ॥
কি করিতে পারে পাত্র যদি নাঞী জানে।
চারি হাথে এক হল্যে[৩] কি করিব 'আনে ॥
রাজা রাণী যুগতি করিল দুইজনে।
পরম যতনে রঞ্জায়ে রাখিল তখনে ॥
স্নানপূজা আদি যত দিনের ব্যবহার।
সমাধিয়া সকল চলিল দরবার ॥
দেয়ানে বসিল রাজা বারভূঞা সাথে।
পাঠান সিফাই যত রহে[৪] জোড় হাথে ॥
সমুখে বসিয়া আছে গৌড়ের পাতর।
হাথে ধরি বলে তারে রাজা গৌড়েশ্বর ॥

১। আদর্শ ও ন-পুথি। ২। অ বস্ত [=বইন]। ৩। অ বিধির লিখন আছে।
৪। অ পাঠান মুগল মিঞা উঠে।

তিন লক্ষ সেনা লহ তুরঙ্গ টাঙ্গন।
কাণ্ডুর মহিমে ভাই চলহ এখন ॥
কামতার গড়ে আছে রায় কর্পূরধল।
স্বতন্তর রাজা সে আমারে করে বল ॥
এত যদি আজ্ঞা দিল গৌড়ের রাজন।
তখনি চলিল পাত্র কাণ্ডুর ভুবন ॥
সাজন করিয়া নিল তিন লক্ষ সেনা।
আচম্বিতে হান কাট উঠিল বাজনা ॥
সঙ্গেতে চলিল যত সংগ্রাম-কেশরী।
উভু দলে মহাপাত্র যায় তরাতরি ॥
এক দণ্ড রহিতে রাজার আজ্ঞা নাঞী।
শুভক্ষণে যাত্রা করে যে করে গোসাঞী ॥
গৌড় সহর খান পশ্চাৎ করিয়া।
জাহাঙ্গীরপাড়া খান[৫] দক্ষিণে রাখিয়া ॥
পাছুআন করিল পাত্র জাঙ্গড়া[৬] সরাই।
পাঁচ দিনের সাজনে কাঁউর গিয়া পাই ॥
গণ্ডকী নদীর তীরে দরশন দিল।
বিপক্ষ দেখিয়া জল বাড়িতে লাগিল ॥
আকাশে উঠিল জল জিনিঞা ভূধর।
ছ মাসে পাতাল যায় পেলিলে পাতর ॥
মোকাম করিয়া পাত্র থাকে নদী তড়ে।
চারি ক্রোশ জুড়িয়া নস্কর-তম্বু পড়ে ॥

হাথি ঘোড়া মাহুত[৭] রহিল সাবধান।
দিবসে দিবসে বাড়ে গণ্ডকীর[৮] বান ॥
চারি দিগে থানা দিল রাজার নস্কর।
রাজা গৌড়েশ্বর লয়্যা শুনিব উত্তর[৯] ॥
কর্ণসেনে ডাক দিয়া কহেন রাজনে।
তোর বিভা দিব আমি গৌড় ভুবনে ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আস্যা করিল গণন।
কন্যাদান সময় করিল শুভক্ষণ ॥
বুড়া রাজা বিবাহ করিল রাজঘরে।
নগরে পড়িল সাড়া রাজার সহরে[১০] ॥
রাজা বলে মহাশয় কর অবধান।
কর্ণসেনে রঞ্জাবতী কর গিয়া দান ॥
এত শুনি পরম আনন্দ মহাশয়।
জামাতার কথা শুনি বেণুরায় কয় ॥
তুমি মহাশয় রাজা আমার জামাতা।
তোমার বচনে কর্ণসেনে দিব সুতা ॥
রঞ্জার হইব বিভা পড়িল ঘোষণা।
রাজার মহলে উঠে দুর্ন্ধুরি বাজনা ॥
গান দ্বিজ রূপরাম শ্রীরামপুরে ঘর।
পাষণ্ডি জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

শুনিঞা মহাশয় হইলা রসময়
বান্ধবে করে আমন্ত্রণ।
কুটুম্ব দ্বিজগণ আইলা নিকেতন
আজি সে সফল জীবন ॥

৫। অ জাদপাড়া ঘোড়াঘাট। ৬। অ করে জঙ্গিপাড়ার। ৭। অ রাহুত। ৮। অ কাণ্ডুরের। ৯। অ গউড় সহরে যথা রায় গৌড়েশ্বর। ১০। অ বাজনা নগরে।

মৃদঙ্গ করতাল ফুকরে করনাল
দগড়ি সানি জয়ঢোল।
কাঁসর বীণা বাঁশি বাজয়ে শঙ্খ কাঁসি
চৌদিকে শুনি জয়রোল॥
টাঙ্গাইল দিব্য টাঙ্গা মাণিক হেম বান্ধা
বসিলা যত দ্বিজগণ।
নৃপতি অভিলাষ কন্যার অধিবাস
আসিয়া কৈল আরম্ভন॥
কনক শুভবাস[১১] তিমির করে নাশ
বরণ জিনি কাঁচ সোনা।
পরিয়া অভিলাষে পিতার বামপাশে
বসিল সুমতি ধারণা[১২]॥
[১৩]আনিল গঙ্গ-শিলা স্বস্তিক পুষ্পমালা
কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি।
যাবক গোরোচনা ধান্য রূপা সোনা
হরিদ্রা দিল যথাবিধি॥
প্রশস্ত[১৪] পাত্র করি আপুনি হাথে ধরি
বঞ্জাকে কবিল বরণ।
কনক সিঁতি শিরে মঙ্গলসূত্র করে
বান্ধিল যত দ্বিজগণ॥
ব্রাহ্মণ যত জন আশিষ ঘনে ঘন
যুবতি দিল জয় জয়
বঞ্জার বিদ্যমান নিছায়ে পেলে পান
নয়নে সুরধুনী বয়॥
আনন্দে বেণু রাজা মাতৃকা করে পূজা
ঘৃতে দিল বসুধারা।

১১। অ জিত্ত। ১২। আদর্শ পুথির পাঠান্তর মোতিগঙ্গ আদি বরন্ধে যথাবিধি পায়ে দিল গোরোচনা। ১৩। আদর্শ পুথিতে এই দুই ছত্র নাই। ১৪। অ প্রসন্ন।

নান্দিমুখ আদি করিল যথাবিধি
হইল শুভকার্য্য ত্বরা॥
সফল বিধি কিবা রঙ্গার আজি বিভা
আনন্দে নাচে মহাশয়।
মুঞ্জরা পাটরাণী আয়্য-সোহা আনি
সভে মেলি[15] জল সয়॥
যুবতি যত জনা বরণ কাঁচ-সোনা
জল সহিবারে যান[16]।
মউরভট্ট-পদ- ভাবনা বিশারদ
শ্রীযুত রূপরাম গান॥[16]

ঘরে ঘরে জল সহে মুঞ্জরা সুন্দরী।
আয়্যগণ সঙ্গে যায় মদনা[17] মন্দরী॥
পায় পায় মরালগামিনী মন্দ যান।
বিবাহের বাদ্যে বড় মায়্যার নাপান॥
ভানুমতী পরমসুন্দরী রাজরাণী।
সাত ঘরে সুন্দরী সহিয়া আনে পানি॥
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে দু-যামের রবি।
মায়্যার গরব বড় বরণের ছবি॥
ছ-কুড়ি বদনে গুয়া জল এক ঝারি।
অধরে বসন দিয়া হাসে কোন নারী॥
কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া।
বিনোদ পাটের শাড়ি যায় লোটাইয়া॥
সাত ঘরে সুন্দরী সহিয়া আনে জল।
ঝারি পুর্য়া রাখে জল দিয়া পাঁচ ফল॥
সাত[18] আয়্য পাঠাইল কুমারের বাড়ি।
মাথায় বহিয়া আনে সুমঙ্গল হাঁড়ি॥
আনিল গোমুণ্ড হাড়ি কাপাস-বাড়ি হৈতে।
চারি আয়্য জড় হয়্যা আঙ্গিনাতে পোতে
আয়্য দিল ঔষধ গুবাক তিন কুড়ি[19]।
তাহার উপরে রাখে গামারের পিড়ি॥
আপনি মুঞ্জরা সাজে বরণের ডালা।
ঔষধ করিতে চায় ছামুনির বেলা॥
হাত-পেডি আন্যা দিল মুঞ্জরার চেড়ি।
গণ্যা গণ্যা বারি করে ঔষধের বড়ি॥
আশ্বিন পূজার যোগে তুলেছে কাজল[20]।
যুবতিলোচনে দিলে পুরুষ পাগল॥
ভেঁটু খই ভাজ্যাছিল উপরাগ[21] দিনে।
করবীর ছড়ি মূল আছে তার সনে॥
বাসরে খাওাতে চায়[22] গুয়া পান দিয়া।
সারাদিন থাকিব রঙ্গার মুখ চায়্যা॥

১৫। অ ঘরে ঘরে। ১৬। অ যায়···গায়। ১৭। অ মঙ্গল। ১৮। অ আট।
১৯। অ তাহাতে দ্বিগুণ বাঁট্যা ঔষধের গুড়ি। ২০। অ আশ্বিনের ছিন্যা জোঁকে তুলিল কাজল।
২১। অ উপজাগ। ২২। অ বাস-ঘরে খাওয়াইতে।

রচিল অশ্বদ-পাতে[২৩] বিশাশয় খিলি[২৪]।
কাচনির শিকড়ে সরিষা দিল গুলি ॥[২৫]
চন্দনে সারিয়া তোলে শজারুর কাঁটা।
বরের কপালে দিতে চাহে চিটে কোটা ॥
চালু গুড় মিশাইয়া তুল্যা রাখে চালে।
অধর জুখিতে চাহে বরণের কালে ॥
সজল প্রদীপ পড়া সকল সহিতে।
সাজন করিল সাথে ডানি সুতা তিতে ॥[২৬]
হরষিত সভাজন আনন্দিত মনে।
হেথা অধিবাস করে রায় কর্ণসেনে ॥
মাথে দিল মুকুট মঙ্গলসূত্র করে।
পরম কৌতুকে গেলা রাজার মন্দিরে ॥
মহাকুল[২৭] ব্রাহ্মণ বস্যাছে সর্ব্বজন।[২৮]
গঙ্গাজল চামর সহিত বিচক্ষণ [২৯] ॥
রায় কর্ণসেন গিয়া দরশন দিল।
দানপতি হাথে ধরি গৌরব করিল ॥
অর্চ্চনা করিল আগে হাথে জল দিয়া।
অঙ্গুরি বসন মাল্য চন্দন লইয়া ॥
পরম হরিষে আগে[৩০] আয়্য-সোহ[৩১] গণ।
বিরলে আনিয়া বর করিল বরণ ॥
আয়্য-সয়্যগণ লয়ে সুন্দরী মুঞ্জরা।
বরের সমুখে গিয়া দিল জলঝারা ॥

প্রদক্ষিণ আয়্য-সহ[৩২] করে সাতবার।
বর দেখ্যা কেহ বলে বয়স আপার ॥
সমুখে ধরিল দাসী ঔষধের ডালা।
নিছায়্যা পেলিল পান গলে দিল মালা ॥
কপালে চন্দন দেই পায়ে ঢালে দই।
ছোট জুখি[৩৩] উড়াইল ভেঁটু[৩৪] ভাজা খই ॥
ঔষধ কাজল দিল চরণে গোক্ষুড়া।
চালে হৈতে পেল্যা কেহ মারে চালু গুড়া ॥
মাণিকবসন পাটে বসে রঞ্জাবতী।
চারি দিগে [জ্বলে] চারি[৩৫] রতনের বাতি ॥
সমুখেতে অন্তস্পট ধরে কোন জন।
বর-কন্যা অরুন্ধতী দৈবের ঘটন[৩৬] ॥
রঞ্জাবতী পরম নন্দিতে[৩৭] পরাচিন[৩৮]।
পাটে বৈসে[৩৯] পরম কৌতুকে প্রদক্ষিণ ॥
অন্তস্পট ঘুচাইল[৪০] সমুখে সদয়।
বদল করিতে মালা কোন নারী কয় ॥
[৪১] বদল করিল মালা দুজনে ছামনি।
চারি চক্ষে চাওাচাই পড়ে জয়ধ্বনি ॥
বর দেখ্যা আয়্য সব করে ঠারাঠারি।
বুড়া ববে সাজে কিবা এমন সুন্দরী ॥

২৩। অ অশোকপত্রে। ২৪। অ ঠুলি। ২৫। ন-পুথির অতিরিক্ত পাঠ আমলকি রাখিল চন্দন গোরোচনা। মুনিমন্ত্র মুনিরাম বিধির ঘটনা ॥ ২৬। অ জতনে প্রদীপ জালে রাজার দুহিতা। সাজন করিল ডালা নাম সুচরিতা ॥ ২৭। অ মহাজন। ২৮। অ বিচক্ষণ, কতজনা। ২৯। অ সমুখে বসিয়াছে গৌড়ের রাজন, গঙ্গাজল চামর ইসত সায়বানা ॥ ৩০। অ সভে। ৩১। পা সহ, সই, সব। ৩২। অ গণ। ৩৩। অ চোক জুখে, গোটা দশ। ৩৪। অ টুই। ৩৫। অ ঝারা। ৩৬। অ কারণ। ৩৭। অ জীবন, যুবতি। ৩৮। অ পরাজিন। ৩৯। অ বস্যা। ৪০। অ ঘুরাইল। ৪১। অতঃপর বিশ ছত্র আদর্শ পুথিতে নাই। অ যথাবিধি সম্প্রদান করিলেন রায়। দক্ষিণান্ত সমাধিয়া দ্বিজ বেদ গায় ॥ মঙ্গল বাজনা বাজে গউড় সহর। মনে আনন্দিত হইল রায় গৌড়েশ্বর ॥ নানা রত্ন রায় দিল তোলা ঘর বাড়ী। বৎসরে...দিয়া পাঠাইল...কড়ি ॥

অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল।
দ্বিজ রূপরাম গায় ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

শুভক্ষণ বেণু রাজা করে কন্যাদান।
কুশ হাথে বেদবাণী ব্রাহ্মণে পড়ান ॥
বর কন্যা ঘটের উপরে দিল হাত।
ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়েন সাক্ষাত ॥
তস্য পর বর কন্যা চলে বাস-ঘর।
শতেক কাহন সোনা দিল নৃপবর ॥
শুএ পোহাইল কর্ণসেন রঞ্জাবতী।
বাটা বাটা যৌতুক পড়িল শীঘ্রগতি[৪২] ॥
রাত্রি পোহাইল যদি তপন আলসে।
বার ভূঞা সঙ্গে রাজা বার দিয়া বৈসে ॥
বসিল ব্রাহ্মণঘটা পাটমুনি ভোটে।
বচন বলিতে মুখে কত লোক লোটে ॥
সিফাই খনক বৈসে নুআইয়া মাথা।
সমুখে কোটাল কহে দেশের বারতা ॥
রামরাজা অবতারে বিচারে পণ্ডিত।
হেনকালে কর্ণসেন হল্য উপনীত ॥
হাথে ধরি ভূপতি বসাল্য একাসনে।
রাজা বলে সমাচার কহ কর্ণসেনে ॥
আপনার ছোট শালী তোরে বিভা দিল।
বিধাতা মনের যত সফল করিল ॥
পলাইয়া চল ভাই দক্ষিণ ময়না।
তোর বিভা দিনু আমি করিয়া মন্ত্রণা ॥
পাত্র আইলে অনেক পাইবে অপমান।
পলাইয়া চল ভাই লইয়া পরাণ।
দক্ষিণ ময়না মোর আছয়ে বসতি।
কর দিয়া সর্ব্বকাল করহ রাজতি ॥
রাজা বলে কর্ণসেন তুমি বড় ভাই।
নিরবধি সাধ করি তোর মুখ চাই ॥
লুকাইয়া বিভা দিনু পাত্র নাই জানে।
একথা শুনিলে তোর বধিবে পরাণে ॥
বিধাতার ঘটন খণ্ডিতে নাই পারি।
বচন বলিতে খসে নয়নের বারি ॥
[৪৩] এত শুনি কর্ণসেন বলে জোড় কর।
চিরদিন মনে জানি তোমার নফর ॥
বড় সাধ আছিল থাকিব রাজা পায়।
বিধির নিবন্ধ তাহা খণ্ডন না যায় ॥
নফর বলিএ রেখ আপনার মনে।
কান্দে কর্ণসেন রায় অঝোরনয়নে ॥
দুই জনে কোলাকুলি মধুর বচন।
কর্ণসেন বলে ভাই ছয় মাসের গন ॥
রাজা বলে যাহার যাহাকে থাকে মনে।
নয়নের আড়ে দেখে ছয় মাসের গনে ॥
সূর্য্যের কিরণ লক্ষ যোজন অন্তর।
উদয় হইতে পদ্ম ফুটে মনোহর ॥
দুপক্ষ যোজন চন্দ্র সর্ব্ব লোকে কয়।
জলে বসে কুমুদ হাসিএ কথা কয় ॥
কেমনে কুমুদ ফুটে যদি দেখা হয়।
বিদায় হইলা সেন রাজার সভায় ॥
বিদায় হইলা রায় শ্বশুর চরণে।
নিজ পরিবার নিল অনেক যতনে ॥

৪২। অ পাইল জয়জুতি। ৪৩। অ এত শুনি সজল নয়নে জলধর। কর্ণসেন বলে আমি তোমার নফর ॥

কল্যাণী মাণিকী সাজ খায় নরপতি।
পালাইয়া যায় রায় ময়না বসতি॥
বলদ-শকটে ধন নিলেক তুলিয়া।
রাজার বচনে রায় যায় পালাইয়া॥
পাছুআন করে রায় গৌড় সহর।
বড় গঙ্গা পার হৈল রমতি নগর॥
শীতলপুর বালীঘাটা পশ্চাৎ করিয়া।
তারাদিঘী গোলাঘাট দক্ষিণ রাখিয়া॥
ময়না নগরে গিয়া দিলা দরশন।
জয়পতি মণ্ডল আর যত প্রজাগণ॥
রায় কর্ণসেনে আসি করিল সম্ভাষ।
পান ফুল দিয়া রাজা করিল আশ্বাস॥
প্রমাণ অর্দ্ধেক ক্রোশ রাজার বসত।
পরিসর বাজার আঠার গণ্ডা পথ॥
তিন-সন্ধ্যা বাজারে বিকায় নানাধন।
সের সের বেচে গুয়া চামর চন্দন॥
সুখে ঘর করে লোক লয়্যা পরিবার।
নানা ধনে বিভূষিত রাজার বাজার॥
নগরে পড়িল সাড়া আল্য মহারাজ।
বাড়ী ঘর মন্দির সকল করে সাজ॥
কৌতুকে রহিল রায় লয়্যা পরিজন।
লেখে পড়ে জয়পতি মণ্ডল বিচক্ষণ॥
[৪৪]রায় কর্ণসেন রহে ময়নার গড়।
কাঙুর মহিমে তথা গৌড়ের নাবড়॥
মোকাম অনেক দিন গণ্ডকীর ধারে।
আট মাসে তার জল পার হৈতে নারে॥
দিবসে দিবসে জল বাড়ে আট তাল।
পাত্র বলে বিদেশে বঞ্চিব কতকাল॥
মহিম না হল ফতে কাঙুরের হানা।
লুকায়্যা দিলাম আমি গণ্ডকীতে থানা॥
তম্বু-ঘর নষ্ট করে ভাঙ্গিয়া কানাত।
সিফাই খনক যত নিল দ্রব্য জাত॥
নস্কর ফিরিল পুন গৌড় সহর।
পরাজয় মনে করে গৌড়ের পাতর॥
নিরঞ্জনের মায়া কহনে নাঞি যায়।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

গৌড় সহরে পাত্র দিল দরশন।
সন্ধ্যাকালে ভূপতি করিল সম্ভাষণ॥
পাত্র বলে শুন রায় বচন আমার।
গণ্ডকী নদীর জল কেবা হয় পার॥
পার হৈতে নারিনু মাগিনু পরাজয়।
এত বলি বিদায় হৈলা নিজালয়॥
আপনার ঘরে গিয়া দিলা দরশন।
শোভা করে পাটশালে কম্বল আসন॥
পাটশালে বসিতে অনেক পাল্য ভেট।
নামজাদা সিফাই চরণে মাথা হেট॥
দণ্ড কত বিলম্ব করিল পাটশালে।
জননীর কাছে গেল ভিতর মহলে॥
রঞ্জাবতী বনি কোথা শুন গো জননী।
ছোট বনি আমার প্রাণের সম গণি॥
রঞ্জাবতী বিনে মোর বাড়ী ঘর শুন।
পদ্ম ফুল শিখরে ভ্রমরে যেন ঊন॥

৪৪। অ রায় থাকে ময়নায় এথা। কাঙুর মহিমে পাত্র গৌড়ের মাথা॥

খেলা করে বনি পারা সাথে সখীগণ।
আন্যাছি বন্তের তার অনেক রতন ॥
মঞ্জরা বলেন বাপু কি বলিব তোরে।
রঞ্জাবতী বিভা দিনু কর্ণসেন-করে ॥
লুকাইয়া বিভা দিনু রায় গৌড়েশ্বরে।
তোর বনি রঞ্জাবতী গৌড় নগরে[৪৫] ॥
শুন বাছা পরাণ ধরিতে নারি আমি।
হিয়ার পুতলী হারাইনু তিন যামী ॥
এত শুনি জ্বলে পাত্র অগ্নির সমান।
বুড়া বরে রঞ্জাবতী রাজা দিল দান ॥
বড় দুঃখ দিল রাজা কর্ণসেন বুড়া।
মোর বনি বিভা করে হয়ে আঁটকুড়া ॥
বনি বল্যা এত দিনে দিনু বিসর্জ্জন।
বংশ হইলে না রাখিব এই মোর পণ ॥
মথুরা নগরে ছিল মহারাজা কংস।
বিনাশ করিল যেন দৈবকীর বংশ ॥
রঞ্জাবতী বনি মোর জীয়স্তে মরিল।
বনি প্রতি হিয়া যেন পাষাণে বান্ধিল ॥
মনে তাপ দুঃখ করে অশেষ উপায়।
এইরূপে অনেক দিবস বয়ে যায় ॥
রাজ্যের পালন রাজা করে একমন।
রাজা পাত্র সমান অবনী যশোধন ॥
ময়না নগরে তথা কর্ণসেন রায়।
বড় সুখে রাজ্য করে দুখ নাই পায় ॥
রঞ্জার সহিত পাশা খেলে নিরবধি।
মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি ॥
কলানিধি নৌতন নাড়িয়া (?) মুখে আভা।
কানমুড়া কবরী কনকে নাঞী শোভা ॥
অঞ্জলি করিয়া রূপে মাপ্যা[৪৬] নিতে পারি।
ঘর আলো করিয়াছে রঞ্জা বিদ্যাধরী ॥
সুখে বৈসে ভ্রমর পায়্যা পদ্মগন্ধ।
কালকুটি কাজল বরণ মকরন্দ ॥
রঞ্জাবতী বলে রায় শুন মনকথা।
ছ-মাসের গনে আমি পোহাইলাঙ সুতা ॥
জনক জননী মোর না করে তলাস্।
কোন দোষে ভাই মোর হৈল নৈরাশ ॥
অনাদ্যের পদরেণু ভরসা কেবল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

গউড় সহরে রায় যাহ নৃপবর।
সম্ভাষ করিতে চল রায় গৌড়েশ্বর ॥
অমূল্য রতন নেহ বসন ভূষণ।
নানা ধনে ভূষিত করিবে সম্ভাষণ ॥
এতদিন মনে নাই ভূপতি সম্ভাষ।
সভা মাঝে লোক পাছে করে উপহাস ॥
পথে হৈতে রমতির নিবে সমাচার।
কেমনে আছেন ভাই মা বাপ আমার ॥
কহিল সুন্দরী কিবা আর সুবচন।
কর্ণসেন যাত্রা করে গৌড় ভুবন ॥
রাজ-ভেট নিল বস্ত্র[৪৭] রতন মানিক।
অভরণ টাকা কড়ি বসন অধিক ॥
চিনি চাঁপাকলা নাড়ু নিল দশ ভার।
পাঁচ রসে পরিপাটি পাঁচ উপহার ॥
বাঙন নারিকেল নিল কান্দি-বান্ধা গুয়া।
তিন ভার খাসা দই এক ভার চুয়া ॥

৪৫। অ ময়না নগরে। ৪৬। অ কাড়্যা। ৪৭। অ বস্তু।

নফর চাকর নিল মনে আনন্দিত।
চলিল রায়ের সঙ্গে সভাই তুরিত ॥
গৌড় সহরে যাত্যে বাড়াইল পা।
সুখাসনে কর্ণসেন হেলাইল গা ॥
গৌড় সহরে রাজা করিল গমন।
আগে পিছে নফর চলিল শত জন ॥
হাতে সন বৎসর বেবাক নিল কড়ি।
নানা ধনে ভার বোঝা সাজে উট-গাড়ী ॥
বই হইল ময়না পারয়ায় কাল্যা-ঘাই।
পদুমার বিলে পড়ে টমকে তেঘাই ॥
পাছুআন করে রায় গড় মান্দারন।
রাঙ্গামেট্যা রাখিয়া দাখিল উচালন ॥
রাখিল মোগলমারি বারবকপুর।
কহিতে বলিতে পাছে বয়্যা গেল দূর ॥
রাজঘাটে পার হৈল পাছু দামুদর।
বাঁকা নদী বর্দ্ধমান রাখে লঘুতর ॥
পশ্চাৎ করিল সেন কর্জ্জনা সরাই।
কালুরচক এড়াইল মঙ্গলকোট পাই ॥
তারাদীঘি পশ্চাৎ করি বাহাদুরপুর।
বালিঘাটা রমতি রাখিয়া গেল দূর ॥
গৌড় সহরে গিয়া দিল দরশন।
পড়িল টমক কাড়া পড়ে ঘনে ঘন ॥
বার দিয়া বস্যাছে ভূপতি[৪৮] গৌড়েশ্বর।
দক্ষিণে পণ্ডিতঘটা বামে মন্ত্রিবর ॥
চারিদিকে[৪৯] বস্যা আছে নব লক্ষ দল।
বার ভূঞা বস্যাছে বাহত্তরি মণ্ডল ॥
পাটে-ভোটে বস্যাছে পণ্ডিত বিশাশয়।
সমুখে বসিয়া কেহ কৃষ্ণকথা কয় ॥
সমুখে [লইয়া] পাত্র কাগজের গড়া।
রাজা সনে কথা কয় দিয়ে হাতনাড়া।
অনাস্তের মায়া কহন নাহি যায়।
ধর্ম্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

কৃষ্ণকথা শোনে কেহ কালিয়দমন।
পাঠক পুরাণ পড়ে শোনে সর্ব্বজন ॥
রাজসভা সুন্দর আনন্দে হরষিত।
হেনকালে কর্ণসেন হৈল উপনীত ॥
ভেট দিয়া সম্ভাষ করিল নৃপমণি।
দরবার সহিত রাজা উঠিল আপুনি ॥
ধরাধরি কোল দিল রায় কর্ণসেনে।
বড় সুখ পাইলাম[৫০] তব দরশনে ॥
এদেশ ছাড়িয়া তুমি গেলে যত কাল।
তাবৎ আমার তোলা আছে পাশা-
চাল ॥
অনেক দিবস ভাই নাঞী খেলি পাশা।
কর্ণসেন পাইল অনেক রাজভূষা ॥
রাজা সনে কথা কহে কর্ণসেন রায়।
পাত্র মনে করে বস্যা ইহার উপায় ॥
মনে করে মহামদ মুখে নাঞী রা।
অশ্বত্থের পত্র যেন কাঁপে সর্ব্ব গা ॥
কোপে চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুনি।
হেদে বেটা বিভা করে আমার ভগিনী ॥
এখনি পাঠাব দেশে অপমান দিয়া।
রাজার চরণে বলে জোড়-হাত হয়্যা ॥
সেরেক চেলের অন্ন সবে মাত্র খাই।
ভাল মন্দ কথা হৈলে বলিবারে চাই ॥

৪৮। অ পঞ্চম। ৪৯। অ সারি সারি। ৫০। অ প্যালাঙ।

ভাল দ্রব্য হৈলে ভাগ যোল পাত্রে পায়।
অপযশ হৈলে আমার মাথা খায় ॥
পাত্র বলে অহে রাজা না বলিলে নয়।
আঁটকুড়া দরশনে মহাপাপ হয় ॥
[ভাগ্যহীন] জনের জীবনে নাঞী সুখ।
সকালে দেখিতে নাঞী আঁটকুড়ার মুখ ॥
পুত্র-আঁটকুড়ার মুখ কভু নাঞী চাই।
কন্যা-আঁটকুড়ার ঘরে জল নাঞী খাই ॥
ভোজনের কালে যদি শ্বানে ছুয়া যায়।
তাকে চায়্যা মহাপাপ দেখিলে ইহায় ॥
এতকাল দান দিলে হেম ও নিবাস (?)।
কৃষ্ণকথা শুনিলে [সফল] অভিলাষ ॥
অশ্ব গজ অনেক ব্রাহ্মণে দিলে দান।
সফল জনম তব শুনিলে পুরাণ ॥
সকল বিফল রাজা হৈল এত দিনে।
আঁটকুড়া সম্ভাষ করিলে একাসনে ॥
রায় কর্ণসেনে লোক আঁটকুড়া বলে।
কর্ণসেন আঁটকুড়া কেনে কোল দিলে ॥
ভৈরবী গঙ্গার জলে কর গিয়া স্নান।
সেই জল পরশিলে মহাপাপ জান ॥
কার বোলে আঁটকুড়ায় করিলে পরশ।
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল বার দশ ॥
পাত্রের বচনে মহারাজা দিল মন।
তিন বার রাম কৃষ্ণ করে স্মঙরণ ॥
পাছু হল্য কর্ণসেন পায়্যা অপমান।
রাজার সমুখে কান্দে মনে নাহি আন ॥
রায় কান্দে রাজা কিছু না করে উত্তর।
কান্দিয়া চলিল সেন আপনার ঘর ॥

সঙ্গের নফর তার বাড়াইল সাথে।
চক্ষে ধারা দ্বিগুণ পড়িয়া যায় পথে ॥
বড় গঙ্গা পার হৈল্য বালিঘাটা পাছু।
রমতির সমাচার নাঞী নিল কিছু ॥
গোলাঘাট জামতি করিল পাছুয়ান।
কালুর্ত্তক কর্জ্জনা রাখিল বর্দ্ধমান ॥
দামুদর পার হৈল্য সর্ব্বত্র এড়ায়।
মোগলমারি উচালন এড়াইয়া যায় ॥
রাঙ্গামেট্যা মান্দারন যায় এড়াইয়া।
পতুমার বিলে সেন উত্তরিল গিয়া ॥
উত্তরিল কর্ণসেন আপনার ঘরে।
দুয়ার হৈতে গেল ভিতর মহলে ॥
যেইখানে বস্যা আছে রাণী রঞ্জাবতী।
সেইখানে কর্ণসেন হৈল উপনীতি ॥
দুঃখ-মনে বসিলেন ময়নার ঈশ্বর।
নয়ন সজল দেখি না দিল উত্তর ॥
বিনয় বলেন রঞ্জা বেনুরায়ের ঝি।
আমার মাথার কিরা সমাচার কি ॥
কেন দেখি মলিন বদন-সুধাকর।
অধর হয়্যাছে কালি নাসিকা-শিখর ॥
কেবা আছে মনুষ্য তোমার চায়্যা বড়।
রাবণের পারা ধন কুলে শীলে দড় ॥
বড় নহে কুবের তোমার চায়্যা ধনী।
কার বোলে অভিমান এত কর তুমি ॥
বাজার দরবারে আছে যতেক রসিক।
কুলে শীলে তোমা হৈতে কে আছে অধিক ॥
কিবা দোষ পাল্যে তুমি রাজার সমাজে।
অভিমান তোমাকে অতেব নাহি সাজে ॥

নিরঞ্জনের মঙ্গল কহ সর্ব্বজন।
আসর সহিত হরি বল সর্ব্বজন ॥

কর্ণসেন বলে শুন রাণী রঞ্জাবতী।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাইতে গৌড় বসতি ॥
রাজার সমুখে বড় অপমান পাইল্য।
অভিমত সকলে রাজারে বুঝাইল ॥
আঁটকুড়া বলি গালি দিল তোর ভাই।
সভা বিত্তমানে আমি বড় লজ্জা পাই ॥
আমারে দেখিয়া পাত্র আঁটকুড়া বলে।
শুনিঞা পাত্রের কথা রাজা পুড়ে ভোলে ॥
রাজার সভাতে পাত্র বলে আঁটকুড়া।
অনেক বলিল মন্দ দিয়া হাত-নাড়া ॥
পাত্র বলে আঁটকুড়া যে করে পরশ।
রাম রাম রাজাকে বলায় বার দশ ॥
বড় লজ্জা পাইলাঙ আমি গৌড়-দরবার।
পুত্র বিনে ধন কড়ি সকলি অসার ॥
শুন প্রিয়ে আমার জীবন অকারণ।
আঁটকুড়া নাম শুনি হাসে সর্ব্বজন ॥
রাজার সমুখে প্রিয়া বড় পাইল লাজ।
মনে করি এ ছার জীবনে নাঞী কাজ ॥
পুত্র না থাকিলে লোক আঁটকুড়া বলে।
রঞ্জাবতী বলে কালি বংশ হবে কোলে ॥
শালা-বহুয়ের কথা পরিহাসময়।
অপরাধ শালার বহুই নাঞী লয় ॥
ভাল হৈল গালি দিল আঁটকুড়া বলি।
কেবা করে বিশ্বাস পরের গালাগালি ॥
পুরুষের ভাগ্যে বংশ যদি পতি হয়।
যুবতীর ভাগ্যে ধন জগজনে কয় ॥
কোলে যদি নাঞী পুত্র কোলে করিব
কায় (?)।
এতো অভিমান নাকি তোমাকে বুঝায় ॥
আয়্যর কোলের পোয়ে নাইতে
গেছে (?)।
পাথরে লেখিলে যেন অঙ্ক না ঘুচে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর ধরি তুয়া পায়।
কার বোলে অভিমান তুমি কর রায় ॥
বংশ-হেতু দেবতা করিব আরাধন।
সূর্য্যবংশে জন্মিলা আপনি নারায়ণ ॥
রাজা দশরথ তপ কৈল কত দিনে।
বুড়া কালে পুত্র হৈল শুনি রামায়ণে ॥
আরাধিলে দেব গুরু দ্বিজ মুনিবর।
অনায়াসে তোমার কোলে হবেক কুঙর ॥
রঞ্জাবতী রাজার বদনে দিল জল।
বুড়া রাজা উঠে বৈসে গায়ে হৈল বল ॥
নূতন কমলে ফোটে প্রিয়ে পাঁচ রস।
হাস-পরিহাসে বৈস্যা গেল দিন দশ ॥
মনে অনুতাপ করে বংশ উতপতি।
কল্যাণী মানিকী [তবে] করেন যুকতি ॥
কতদিনে লয় হব ন্যাম আঁটকুড়ি।
ভাগ্যের এমন কথা এই তাপে পুড়ি ॥
খাত্যে শুত্যে শয়নে স্বপনে এই কথা।
বংশ বিনে কিবা ধন রাজদণ্ড ছাতা ॥
দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তী-নন্দন।
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন ॥

নিরন্তর কান্দে রাণী চক্ষে বহে লো।
আর কত দিনে মোর কোলে হবে পো ॥

অন্তর হুতাশ বড় মনে দুঃখ-জ্বর।
চক্ষে জলধার বহে সদা নিরন্তর ॥
পথে ঘাটে জিজ্ঞাসা করেন অভিরথ।
কেমনে হইব বংশ কহে দেহ পথ ॥
তুষের আগুনে হিয়া পোড়ে অভিমানে।
বেনা গাছ দেখিলে ছাগল মষি মানে ॥
বার মাসে রঞ্জাবতী তের ব্রত করে।
মিথুন মকর তুলা পূজে মনোহরে ॥
সমাধান মকর মাসেতে ইথুরাল।
রবিবারে নিরামিষ্য আতপের চাল ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা [বড় ধূমধাম]।
মহাপূজা বলিদান শেষে জলপান ॥
কার বোলে করে রঞ্জা ধর্ম্ম-একাদশী।
পুত্র বলি নিয়মে থাকেন উপবাসী ॥
ষষ্ঠীকে ছাগল মানে দাওান জুড়িয়া।
পুত্র হৈলে ছাগ দিব দাওানে বান্ধিয়া ॥
মানিকী পিঠার ভার কান্ধে বয়ে দিব ॥
পুত্রের একুশে গেলে আনন্দে পূজিব।
এমন যুকতি করে চারি পাঁচ জন।
গায়ে খোঁজে [কেহ] বা পুত্রেব নিদর্শন ॥
সরস-বদনে কেহ করে জিজ্ঞাসন।
যুবতীর মূর্ত্তি দেখি গর্ভের লক্ষণ ॥
পয়োধর উপরে দেখিল নীল শির।
পুত্রের লক্ষণ দেখি জলে ভাসে খীর ॥
কেহ বলে কপালে পুত্রের দেখি চিনা।
চলনে চিনিতে পারি পুত্রবতী জনা ॥
রঞ্জাবতীর কোলে হব গুণের নন্দন।
যশোদার কোলে যেন দেবকীনন্দন ॥

বংশ হৈলে উজ্জল হইব দুই কুল।
ভাগিনা দেখিয়া বাদ করিবে মাতুল ॥
এই সব চিনা পাই রঞ্জার চলনে।
পুত্রবতী হবে রঞ্জা বলে সর্ব্বজনে ॥
ছাগল মহিষ মেষ মানে ঠাঞী ঠাঞী।
এই কথা মনে বিনে অন্য কথা নাই ॥
রঞ্জাবতী বলে সই তুমি বল ভাল।
কাণা খোঁড়া বংশ হয় পুত্র হৈলে ভাল ॥
এক পুত্র কানা খোঁড়া যদি থাকে কোলে,
তবে নাকি লোক মোকে আঁটকুড়া বলে ॥
কত দিনে দূর হব আঁটকুড়ি নাম।
ভায়্যার এমন-কথা বড় অভিমান ॥
নিরন্তর বিষাদ লইয়া সখীগণ।
খেত্যে শুতে শয়নে স্বপনে জাগরণ ॥
কল্যাণী মানিকী দাসী বলে অনুদিন।
কেন রানী বিষাদ না মানে একদিন ॥
অবিরত বিষাদ এমন করে কে।
কালি-বরণ তনু হৈল সোনা পারা দে ॥
অধর যুগলে কালী মুখে কাল শিরা।
মনঃ-কথা কহিতে গুবাক হৈল হীরা ॥
খীরখণ্ড দূর হৈল তিন রস পাটি।
গায়ে জ্বর চন্দন সুখায় বাটি বাটি ॥
নিরঞ্জনের লীলা কহনে নাই যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

দৈবের নিবন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
পুরদত্ত বারুই ধর্ম্মের পূজা করে ॥
উসৎপুরে আরম্ভ কর্য়াছে বারমতি।
নদীতীরে সেবা করে বার শয় ব্রতী ॥

ধর্ম্মের গাজনে শুধু ঢাক ঢোল বাজে।
দেহারার চৌদিগে আলম-চাম্মা সাজে॥
পুঁথি হাতে রামাঞী পণ্ডিত অধিকারী।
গাজনে দেই জয় ময়না নগরী॥
জোড়া ঢাক শঙ্খ বাজে রঙ্গ[৫১] করতাল।
বিষম ঢাকের কাটী দগড় বিশাল॥
[বীর] পাতা সুন্দর কালিকা-পাতা নাচে।
পঞ্চপায়ে সেবা করে [দেহারার] কাছে॥
কেহ যা কালিকা-পাতা নাচে অবতার।
আনন্দে নাচিয়া বুলে গাজন দুয়ার॥
পুরদত্ত বারুই আপুনি দানপতি।
বোলান বুলিতে গেলা ময়না বসতি॥
নগর বাজারে ফিরে ধর্ম্মের গাজন।
সহর ভিতরে ভিক্ষা পায় নানা ধন॥
কর্ণসেন কর্ণের সমান দাতাময়।
রতন মানিক পাবে তাহার আলয়॥
বিশাল বাজনা শুনি নাচে কালি-পাতা।
ধর্ম্ম জয় বলি ডাকে যতেক ভকিতা।
জয় জয় শব্দ পড়ে ময়না বসতি।
চমকিত সর্ব্ব আর রানী রঞ্জাবতী॥
হেদে গো মানিকী [দাসী রঞ্জাবতী কয়]।
মহল হইতে শুনি কোথাকার জয়॥
পড়া কাড়া বাজে ঘন জয়ঢাক শুনি।
সমাচার শুনি কিছু বলিছে কল্যাণী॥
পুরদত্ত বারুই ধর্ম্মের করে সেবা।
সর্ব্বকালে স্বতন্তর এমন আছে কেবা॥
শিশুকাল হইতে ধর্ম্মেব সেবা দিল।
দিন কত বই তার বংশ উপজিল॥
শুনিঞা পরের মুখে এই সব বাণী।
কোনরূপে [ধর্ম্মপূজা কভু] নাই জানি।
এত শুনি রঞ্জাবতী উলসিত হয়্যা।
সুবর্ণের থালে পাঁচ মানিক লইয়া॥
মানিকীর হাতে দিল মেঘমণি-মালা।
দুই হাতে নিল রানী সুবর্ণের থালা॥
ঘরে ছিল পাটরানী বাহির হইল।
গাজন সমুখে আসি দরশন দিল॥
রাজকন্যা নূতনযৌবনা বিনোদিনী।
অঙ্গের বরণ আভা কাঁচ-সোনা জিনি॥
সমুখে মানিক রাখি দণ্ডবৎ করে।
গলায় কাপড় দিয়া রহিলেন দূরে॥
ধর্ম্মের গাজনে জয় জয় শব্দ হৈল।
পুত্রবতী বলি তারে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সবিনয় বচনে সহজে জোড়-পাণি।
বড় মনুষ্যেব বেটী অন্তরে বাখানি॥
শুন অহে পণ্ডিত বচন হয় নয়।
কাহার করহ পূজা দিয়া জয় জয়॥
এমন পূজিলে তার কোন বর পায়।
কহিবে সকল কথা কহিল তোমায়॥
কতদিনে মানুষ দেবতা এই কি।
অভাগিনী বঞ্জাবতী বেণুরায়ের ঝি।
রাজার সমাজে ভাই দিল বন্ধ্যা বাণী।
মনে [অভিলাষ বড হব পুত্রখানি]॥
উপদেশ সকল কহিয়া দিবে তুমি।
পুত্র-হেতু নিয়ম করিতে চাই আমি॥
এত শুনি রামাই পণ্ডিত আনন্দিত।
বলিতে লাগিল কিছু পূজার বিহিত॥

৫১। পা বন্দ, বঙ্গ।

রামাঞী পণ্ডিত বলে শুন রঞ্জাবতী।
ধর্ম্ম সেবা কর তুমি হবে পুত্রবতী ॥[৫২]
উপদেশ বলি আমি তাহে দেয় মন।
মন দড় হৈলে হয় ধর্ম্মের পূজন ॥
একমনে পূজা দিলে হয়্যা যায় পার।
দু-মন করিলে রানী হয় মহামার ॥
শাপের ঠাকুর ধর্ম্ম ধন্ধ নাই দেই।
অনেক তপের ফলে উদ্ধারিয়ে নেই ॥
এক মনে সেবিলে অবশ্য পাই বর।
ধনে বংশে বাড়ে তার নাই ছাড়ে পর ॥

এই দেখ পুরদত্ত বারুই ছায়াল।
ধর্ম্মপূজা-হেতু বংশে বাড়িব তৎকাল ॥
আদ্যপূজা শোন আগে জাজপুর স্থান।
নীলপুরে সোল বাতি[৫৩] গাইল পুরাণ ॥
বল্লুকা নদীর তীরে মদনা মহিষী।
আট দণ্ড কৈল পূজা পাঁচ দণ্ড নিশি।
পাটে বসে পাটরানী পুত্রবর পায়্যা।
সন্ন্যাসী ভকিতা নাচে জয় জয় দিয়া ॥
লুইচন্দ্র অবতার জানে সর্ব্বজন।
ধর্ম্মপূজা কর রানী হবেক নন্দন ॥
এত উপদেশ যদি রামাই কহিল।
লোটাইয়া রঞ্জাবতী চরণে পড়িল ॥

কহ কহ উপদেশ পণ্ডিত গোসাঞী।
তোমার সমান গুরু আর কোথা নাঞী ॥
অনাত্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥

রামাঞী পণ্ডিত কহে উপদেশ-বাণী।
আমার বচন শোন রঞ্জাবতী রানী ॥
স্নান করি রঞ্জাবতী আস্য বিদ্যমান।
শুভক্ষণে তোর কানে মন্ত্র দিব দান ॥
অদীক্ষিত জনে দয়া না করে দেবতা।
মন্ত্র উপদেশ দিলে কয়্যে দিব কথা ॥
শঙ্খ হাতে রামাঞী পণ্ডিত যদি বলে।
স্নান করে রঞ্জাবতী তোলা গঙ্গাজলে ॥
পরিধান বসন রানী পরিল তখন।
মহাবিদ্যা পণ্ডিত তবে করাঅ গ্রহণ ॥
মহাবিদ্যা রঞ্জাবতী শুনিল বর্ণ দশ।
দিল বীজ ধর্ম্মের আগম পূজা রস ॥
তিন বার বাম কানে করিল জপন।
রামাই পণ্ডিত বলে হবেক নন্দন ॥
[জপিবে] অঙ্গুলে বীজ পুরাণ পরব (?)।
অঙ্গুলে রাখিএ তবে দেখাইল জপ ॥
এইরূপে মহামন্ত্র করহ স্মরণ।
তবে পুত্রবর দিব প্রভু নিরঞ্জন ॥

৫২। অ অবধান শুন তুমি উপদেশ কথা।
নিশ্চয় কহিলাঙ এই শ্রীধর্ম্ম দেবতা ॥
নৈরাকার নারায়ণ নাম নিরঞ্জন।
সংসার-ব্যাপিত ধর্ম্ম এ তিন ভুবন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধন্যার ধন।
অন্ধক চিন্তিলে পায় অবশ্য লোচন ॥
কি বলিব এক মুখে ধর্ম্মের মহিমা।
অনন্ত সহস্র মুখে দিতে নারে সীমা ॥
সংসার-ব্যাপিত ধর্ম্ম জলে আর স্থলে।
কাশীখণ্ডে পুরাণে মহিমা গুণ বলে ॥
কেবা সেই পুরুষ যুবতী কিবা জরা।
ধবল-বরণ ধর্ম্ম সন্তে এই ধারা ॥

৫৩। অ বাড়ী।

আর কথা বলি ঝিয়ে অবধান কর।
পূজা কর গিয়া ধর্ম্ম চাঁপাই ভিতর॥
গাজন সাজিএ চল চাঁপাই সেবিতে।
সেইখানে ঠাকুর পূজিবে নাটগীতে॥
গাজন দেহারা দিবে সহরের মাঝে।
চাবি সন্ধ্যা তথা যেন জোড়া ঢাক বাজে॥
ধ্বজা দিবে সুন্দর পতাকা চারি কোণে।
উৎসর্গিয়া[৫৪] ঘর দিবে পূর্ণমাসীর দিনে॥
চারিদিগে গাজন করিবে আরম্ভন।
পাঁচ দিনে যাবে নদী চাঁপাই ভুবন॥[৫৫]
পরমসুন্দরী সঙ্গে সাজন করিয়া।
রথ-ঘর ধর্ম্মের পাদুকা নিবে বয়্যা॥
সন্ন্যাসীর কাঠি লবে আর ষোল পাট।
সঙ্গে কর‍্যা লয়্যা যাবে চাঁপাএর ঘাট॥
আট দিন সেখানে পূজিবে অভিলাষ।
অমাবস্যা দিনে তথা করিবে সন্ন্যাস॥
তবে যদি ঠাকুর না দেন পুত্রবর।
সাহস করিয়া তবে শালে দিবে ভর॥
শালে ভর দিলে প্রাণ তেজিব চাঁপাই।
এমন সাহস হৈলে পুত্রবর পাই॥
চাঁপাই সেবনে তুমি হবে পুত্রবতী।
বিষম ধর্ম্মের ঘর হবে একমতি॥
এই উপদেশ দিল রামাঞী পণ্ডিত।
গুরুকে দক্ষিণা রানী দিল উলসিত॥
গাজন লইয়া পুন্থ করিল পয়ান।
কালিনী গঙ্গার জলে দিল অর্ঘ্যদান॥
গাজন লইয়া সভে আইল উসৎপুর।
যথাকালে মহাপূজা করিল প্রচুর॥
রঞ্জাবতী পরম সন্তোষ বড় হয়্যা।
জয়পতি মণ্ডলে তবে বলে ডাক দিয়া॥
তুমি মহামণ্ডল তোমার নাম শুনি।
ধর্ম্মের দেহারা তোল দিবস রজনী॥
এত শুনি মণ্ডল বদন করে [হাঁড়ি]।
ঘর হৈতে ধন মেপে দিল পাঁচ আড়ি॥
আজ্ঞা পেয়ে মণ্ডল রাজার ধন রাখে।
রাজ [তার] কোটাল বেরুনে জন ডাকে॥
পাঁচ কোনা চাল দিল কড়ি সাত পণ।
জন ফুরাইএ তার দিলেক বেতন॥
ধর্ম্মের গাজন তবে তোলে রাত্রি দিনে।
কেহ কাদা করে কেহ জল বএ আনে॥
শুভক্ষণে সুতা ফেলি ধরিলেক্ গোড়া।
দিন দশে চারি পাট কাঁথ হইল খাড়া॥
ছুতার গুনিল আড়া রূপিআঁ আটনি[৫৬]।
রঙ্গ রস পরিপাটি ঘরের ছিটনি॥

৫৪। পা উচ্ছগিয়া
৫৫। পা আজি হতো সতত ধর্ম্মের পূজা কর।
চাঁপাই সেবনে তুমি পাবে পুত্রবর॥
সাঙ্গসুর ভকিতা সঙ্গে সাজিবে গাজন।
সামুলাকে সঙ্গে নিব বিশেষ যতন॥
সেই বল্যা দিব আগুপূজার বিধান।
ছ কুড়ি সালের কাঁটা করিবে নির্ম্মাণ॥
বার দিন আরম্ভ করিবে মহাপূজা।
আরাধন করিবে ভবানী দশভূজা॥
দশ দিন সন্ন্যাস করিবে যথানীত।
তবে যদি দেখা নাঞী ধর্ম্মের সহিত॥
সাহস করিয়া তবে সালে দিবে ভর।
আপনি সাক্ষাৎ তবে হবেন মায়াধর॥
৫৬। পা আচালি:।

চারি চাল ছেয়্যা তোলে ময়ূরের পাকে।
মাঝ্যাখান জগদি সমান করি রাখে॥
চারি পিড়া পরিসর হইল গাজন।
রঞ্জাবতী দেখে বড় হরষিত মন॥
ছুতার বারুই [তবে] একত্রে উত্তরিল।
ধর্ম্মপূজা হবে কালি ঘোষণা পড়িল॥
সামুলা আমিনী রঞ্জা আনিল ডাকিয়া।
তার পায়ে ধরি বলে বিনয় করিয়া॥
দুই বন্দে যাই চল সেবিতে চাঁপাই।
কানা খোড়া এক পুত্র আমি সভে চাই॥
সামুলা বলেন বনি শোন মোর বাণী।
তোমার হইব বংশ আমি ভাল জানি॥
ধূপধুনা একাকার জয় জয় রব।
ধর্ম্মপূজা সহরে করিলা লোক সব॥
জাত শড়ে গাজনে পণ্ডিত ধর্ম্ম গাজে।
জোড়া ঢাক শঙ্খ কাঁসি তিন সন্ধ্যে বাজে॥

হেন বেলা রঞ্জাবতী পেয়্যা শুভক্ষণ।
কিনে আনে সহরে ভকিতে বার জন॥
সদা কুল পণ্ডিত আনিল বিগুমান।
বলিতে লাগিল রানী সভা সন্নিধান॥
সভা মাঝে রঞ্জাবতী করে নিবেদন।
কোনরূপে সাঙ্গ হবে ধর্ম্মের গাজন॥
সামুলা বলেন বনি বলি তোর তরে।
শাল-কাঁটা সজ্জা কর কামারের ঘরে॥

ছ কুড়ি শালের কাঁটা গড়াইতে চাই।
সঙ্গে ষোল ভকিতা সাজিয়া যেন যাই॥
কালি বড় শুভদিন গলে দিব পাটা।
রাত্রে গিয়া কামার গড়ুক শাল-কাঁটা।
সামুলার বচন রঞ্জার লাগে মনে।
কামারের ঘর গেল বনি দুই জনে॥
নন্দ নামে কামার সহরে ভাগ্যবান।
তারে ডেকে রঞ্জাবতী হাথে দিল পান॥
চাঁপাই সেবিব আমি শালে ভর দিয়া।
ছ কুড়ি শালের কাঁটা দিবে হে গড়িয়া॥
পরিসর সোসর করিবে চারি ধারি।
তার উপরে দিবে কাঁটা দুই সারি॥
এক আড়ি ধন দিব [বহুত ই]নাম।
দুই হাতে ধরি ভাই নাই হও বাম॥
বিনয় করিয়া রঞ্জা বলিছে বচন।
নির্ম্মাণ করিবে কাঁটা করি জাগরণ॥
পুত্রেব কারণে আমি শালে ভর দিব।
নিজরূপ দেখি তবে পুত্রবর নিব॥
আজ্ঞা পেয়ে কামার করাতে কাটে নোয়া।
তিন জাতি পরিসর উভে পাঁচ পোয়া॥
যাঁতা টানে মণ্ডল ভাগিনা সহচার।
অঙ্গারে আগুন জ্বলে দপ দপ করি॥
সাড়াসীতে ধরিয়া সঘনে লোহা পোড়ে।
কালির করাতে কাটে শাল-কাঁটা গড়ে[৫৭]॥

গড়িতে গড়িতে রাত্রি হইল তিন পর।
বিষম শালের কাঁটা দেখে লাগে ডর॥
মেজে ঘষে কামার শালেতে দিল শাণ।
ঝকমকে আগুন পতঙ্গ পরিমাণ॥

৫৭। পা গৌড়ে।

শাল-কাঁটা দেখে রানী করে দণ্ডবৎ।
তোমাকে সেবিতে হব সিদ্ধ মনোরথ ॥
পুনবপি কর্ম্মকারে ইনাম করিল।
শাল-কাঁটা রঞ্জাবতী গাজনে রাখিল ॥
ধূনাধূপ দেহারা শোভিত মনোহব।
সামুলা সহিত রামা গেল বাস-ঘব ॥
হেম খাটে কর্ণসেন সুখে নিদ্রা যান।
শিয়রে বসিয়া বলে খাঅ গোয়াপান ॥
খাটে বসে বুড় রাজা মুখে দিল পানি।
পায়ে ধরি বলে কিছু রঞ্জাবতী রানী ॥
আঁটকুড়া বলে গালি দিল বড ভাই।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই সেবিতে চাঁপাই ॥

৫

॥ লুইচন্দ্র পালা ॥[১]

এতদিন নাই জানি ধর্ম্ম ধর্ম্মনাদ।
কার বোলে আইল যোজন ভূমি শাদ[২] ॥
[আইস আইস][৩] কাছে বৈস পান
গোয়া দে।
বিপর্য্যয় কথা শুনি কয়ে যায় কে ॥
সবে জানি রাম কৃষ্ণ দেবী দশভুজা।
কোন দেশে নাই শুনি ধর্ম্মরূপে পূজা ॥
কেবা কোথা বল্যাছে ধর্ম্মের বাপ মা।
কিবা তার বরণ কেমন হাত পা ॥
ধর্ম্ম বলি আছে যদি এমন দেবতা।
তার ঠাই পুত্রবর কেবা পাইল কোথা ॥
কার বংশ হএছে ধর্ম্মের বর পেয়্যা।
অতি অসম্ভব কয় ধাউতানি মেয়্যা ॥
এতকাল এসব এমন নাঞী জানি।
কোন দেশে ধর্ম্ম আছে বিপর্য্যয় বাণী ॥
কোন রাজা কেমনে পাইল পুত্রবর।
নিয়ম করিয়া কে গেলেন ধর্ম্মঘর ॥
এত যদি জিজ্ঞাসা করিল কর্ণসেন।
পরমাসুন্দরী রঞ্জা ধীরে[৪] বাক্য দেন ॥[৫]
[৬]শুন রাজা এহার বলিব আন্তরস।
ধর্ম্ম বলি জানে সভে বিস্তর দিবস ॥

হরিচন্দ্র[৭] মহারাজা অবনী[৮] প্রকাশে।
পুত্রের কারণে রাজা গেলা বনবাসে ॥
গোডাইল পশ্চাৎ মদনা তার রানী[৯]।
নিবাস করিল বন[১০] দিবস রজনী ॥
হরিচন্দ্র অমরাবতীর মহারাজা।
বংশের কারণে বনে করে কৃষ্ণপূজা ॥
বিষ্ণুপূজা বিস্তর করিল তপোবনে।
বংশের উৎপতি যাব দুখ ভাবে মনে ॥
যতী সতী বিস্তর তপস্বী বনে আছে।
সারাদিন ভ্রমণ সভার কাছে কাছে ॥
ভুজঙ্গমালীর মত গডাগডি যান[১১]।
সে জন পুত্রের হেতু কাননে বেড়ান ॥
উপবাসী রাজারানী নাঞি খায় জল।
পঞ্চদিন বৈ হইলে সভে এক ফল[১২] ॥
কাননে কাননে কুলে দেখে
মুনিগণ।
মন হৈল মহীলতা মলিন বদন ॥
বলিতে না পারে বনে বংশের উৎপতি।
অনেক সন্ন্যাস করে যোগী যতী সতী ॥
পাটরানী মদনা ঈষৎ পাছুআন।
[রাজারানী কাননে],অনেক দুঃখ পান ॥

১। আদর্শ পুথির শীর্ষক। অপর পুথিতে "হরিশ্চন্দ্র পালা"। ২। পাঠ বিকৃত—আস্তো গোজন ভুমি সাজ॥ ৩। মূলে এই অংশ নষ্ট। ৪। পা চিতে। ৫। এই পর্য্যন্ত শুধু আদর্শ পুথিতে আছে। ৬। জ-পুথির পাঠান্তর রঞ্জাবতী বলে নাথ করি নিবেদন। বলিব অপূর্ব্ব কথা শুনহে রাজন॥ ৭। আদর্শ ও ন-পুথি ছাড়া অন্যত্র হরিচন্দ্র। ৮। অ ধরণি। ৯। আদর্শ পুথির পাঠ। অ মদনা মহিষী রূপে মদনা-মোহিনী। ১০। অ তরুর তলে। ১১। পাঠ স্পষ্টতঃ অশুদ্ধ। ১২। পা কুল।

কপালে আঘাত দুঃখ ভাবে মনে মনে।
হরিচন্দ্র মহারাজা [বুলে] বনে বনে ॥[১৩]
[রাজারানী] ভ্রমণ করন বনে বনে।
অমরাবতীর রাজা কেহ নাঞী জানে ॥
বনে বনে রাজারানী বড় পায় দুখ।
নিরবধি থাকে রানী রাজার সমুখ ॥
জলঝারি ফলমূল সদাই সঙ্গতি।
কাননে কাননে রাজা সঙ্গে রূপবতী ॥
নিশি দিসি মনে দুখ সদাই সন্তাপ।
শার্দ্দুলের ভয় বড় সিংহের প্রতাপ ॥
অনেক দিবসে পাল্য বল্লুকার তীর।
পুরট রচনা দেখে বিনোদ মন্দির ॥
পরিপাটি ধর্ম্মের দেহারা মনোহর।
পূজা করি আমিনী সকল যায় ঘর ॥
কপালে ধর্ম্মের টীকা কাঞ্চন-বাটা হাথে।
আচম্বিতে দেখা হল্য মদনার সাথে ॥
রাম সীতা সাক্ষাৎ দেখিল বনবধূ।
রতি সতী সমান বচন রসমধু ॥
লোচনে লোচনে যুক্তে যুবতীরা কয়।
জিজ্ঞাসিল বনে কেন তোমার বিজয় ॥
বচন বলিতে পায় লোটায় মদনা।
কান্দিতে কান্দিতে বলে বিশেষ করুণা ॥
মদনা আমার নাম বড় অভাগিনী।
অমরাবতীর অই রাজা গুণমণি ॥
রাজপাট পুরট পরম সিংহাসন।
পরে লুট করে ধন রজত কাঞ্চন ॥
বিনোদ মন্দির বনি বংশ নাঞী কোলে।
কানা খোঁড়া পথে ঘাটে আঁটকুড়ি বলে ॥
পুত্র-হেতু মনে বড় পাই মন ব্যথা।
কার ঠাঞী পাব ধর্ম্মপূজার বারতা ॥
এ বোল শুনিঞা বলে বনবধূগণ।
বল্লুকার তীরে আছে ধর্ম্মের গাজন ॥
শিখি-পাখা চামরী ছায়নি চারি চাল।
রায়টী পাথরে [বান্ধা বিনোদ বিশাল] ॥
নিশ্চয় বচন শুন রানী আর রাজা।
সেইখানে ঠাকুর পূজিল পাঁচ বাঁজা ॥
যে বর মাগিবে তথা সেই বর পাই।
এই দেখ ঠাকুর পূজিল [মোরা যাই] ॥
উ পদে শরণ নিল তোমরা তথা যাও।
গহন কাননে কেন মিছা দুখ পাও ॥
এত শুনি রাজা রানী হরিষ অন্তরে।
বল্লুকার দেউলে ধর্ম্মের পূজা করে ॥
রাজা রানী নিয়মে রহিল রাত্রি দিনে।
পূজা করে আনন্দ হরিষ বড় মনে ॥
মদনা সহিত তবে হরিচন্দ্র রাজা।
তুলা মীন মকরে বসন্তে দেই পূজা ॥
যমরাজা নাঞী পায় ধর্ম্মের দর্শন।
দিবস রজনী রাজা জপে মনে মন ॥
জয় দেই মদনা হরিষ মনোরথে।
ধুনার সৌরভ গেল দু-যামের পথে ॥
বিস্তর করিল স্তব প্রভুর উদ্দিশে।
দেখা দিল ধর্ম্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে ॥
বর মাগ আপনি অমরাবতী-রায়।
নিজগুণে তোমাকে সহজে বর-দায় ॥
চল রাজা বাড়ীকে সফল সিদ্ধ কাজ।
আমি স্বর্গ পাতাল ঠাকুর ধর্ম্মরাজ ॥

১৩। এইখানে আদর্শ পুথির দুইখানি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর ৭৯ পৃষ্ঠার ১০ ছত্র অবধি ন-পুথির পাঠ। জ-পুথির পাঠ মোটামুটি ন-পুথির অনুগত।

এত দিন এখানে এমন দুঃখ পাও।
[পুত্র হৈলে][৩] আমাকে কি দিবে বল্যা যাও ॥
মদনা মহিষী তুমি ভূপালের ঝি।
পুত্র কোলে হইলে মানান দিবে কি ॥
বড় পুত্র মোরে যদি দেহ [বলিদান]।
লুইচন্দ্র নাম রেখ্য ধর্ম্মের মানান ॥
রাজা বলে এই দুঃখ কাহারে কহিব।
পুত্র-মুখ দরশনে বলিদান দিব ॥
এত বলি ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
বর দিল আনন্দহৃদয়ে করতার ॥
অনাদ্যের মায়া কহনে নাঞী যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরামে গায় ॥

বর পায়্যা ভূপতি মদনা এল্য দেশে।
লুইচন্দ্র বালা হল্য অমুক দিবসে ॥
পরমসুন্দর [বালা] কুলের কমল।
দিনে দিনে চান্দের সমান যে প্রবল ॥
নিরন্তর দুই হাথে গুলতাই বাটুল।
সদাই মৃগয়া করে বল্লুকার কূল ॥
সাধ কর্য্যা সদাই [কপালে] ফোটা পরে।
চরণে মগরা-খাড়ু অতি শোভা করে ॥
টাড়-বালা দু-হাতে মাণিক-মালা গলে।
মকর-কুণ্ডল কর্নে অন্ধকারে জ্বলে ॥
বৈশাখ মাসের চাঁপা অঙ্গের প্রকাশ।
চাঁদ বিন্দু বান শোভা হত্যে চায় দাস ॥
কদাচিৎ সদনে কানন হল্য সার।
জননীর কোলে কাঁকে নাঞী থাকে আর ॥
দেখিতে দেখিতে নাঞী নিরন্তর দেখি।
নিধন করিল যত বল্লুকার পাখী ॥

বিশেষ বিজ্ঞতা তারা চরে বার মাস।
পানিকড়া বিস্তর বধিল বালিহাঁস ॥
গুলতাই বাটুল হাথে বুলে তরুতলা।
কাননে কাননে ফিরে লুইচন্দ্র বালা ॥
তরুমূল শিখর পথের পানে চায়।
বনে বনে বুলে যত গাছের তলায় ॥
বট তরুবর দেখে এ তিন যোজন।
উল্লুক বস্যাছে তায় ধর্ম্মের আসন ॥
ঈষৎ বরণ মুখ দেখিল উল্লুক।
অবশ্য বধিব ইহা বাড়িল কৌতুক ॥
বাটুল করিল করে কন্যা কয় কথা। (?)
ঐমনি সারিতে হল্য দামিনীর লতা ॥
দক্ষিণ-বদনে পক্ষ্য বস্যাছে কৌতুকে।
পসারিতে পালক বাটুল বাজে বুকে ॥
বুকে বাজে বাটুল বদনে নাঞী রা।
পক্ষ বলে হরিচন্দ্র নির্ব্বংশ জা ॥
ঘুরিতে লাগিলা পক্ষ্য উপর গগনে।
গোলোকে পড়িল গিয়া ধর্ম্মের চরণে ॥
অচেতন ঠাকুর দেখিল পক্ষ্য মুনি।
বদন [মলিন কেন কহ দেখি শুনি] ॥
একদণ্ড বই জিউ বসিল যতনে।
বলিবারে লাগিল প্রভুর বিদ্যমানে ॥
হরিচন্দ্রের বেটা লুইচন্দ্র নাম।
পরমসুন্দর বালা পুরটের দাম ॥
বসিয়া অনেক [দূর] পরিসর ডালে।
লুইচন্দ্র বাটুল হানিল হেনকালে ॥
অব্যয় ভাগ্যের পুণ্যে পাইল জীবন।
না জানি কেমন ভাগ্যে তোমা দরশন ॥

এত শুনি আপুনি বলেন ভগবান।
সেই লুইচন্দ্র বটে আমার মানান ॥
বল্লুকা গাজনে যবে বর পাল্য রায়।
বড় বেটা বলি দিব বল্যাছে আমায় ॥
বল্লুকার বাক্য যদি বলিল গোসাঞী।
নিবেদন উল্লুক বিলম্বে কাজ নাঞী ॥
তোমার সমান লুয়্যা সমুচিত বটে।
সদাই শীকার তার বল্লুকার তটে ॥
রূপরাম গীত গান কপালের লেখা।
পলাসনের মাঠে ধর্ম্ম যারে দিল দেখা ॥

উল্লুকের বচনে আপুনি মায়াধব।
মায়ারূপে অবতার অবনী ভিতর ॥
আস্তের অমরাবতী শ্রীবর্দ্ধমান।
ব্রহ্মচারী বেশ ধরি পাল্য ভগবান ॥
দেখিল অমরাবতী অমরা নগরী।
পুরুষ পরম শোভা পরম সুন্দরী ॥
হরিচন্দ্র সমান সংসারে দাতা নাঞী।
ছলিতে পাতিল মায়া অনাদি গোসাঞী ॥
পরিধান রুধির-বসন দণ্ডধারী।
[কটিতে] অজিন বান্ধা চারি বেদকারী ॥
কুশাঙ্গুরী করাঙ্গুলে মুখে বেদ-বাণী।
ময়ূর পালকের ছাতা বিচিত্র ছায়নি ॥
জপাঙ্কুর লম্বিত রুদ্রাক্ষ-মালা গলে।
মাথায় কুশের বোঝা খুঙ্গী পুঁথি কোলে ॥
অবতার অনন্ত অমরাবতী মাঝে।
সাক্ষাৎ অমরাবতী নানা ধন সাজে ॥
ঘরে ঘরে ভাগবত ভারথ পুরাণ।
কোনখানে রামায়ণ গীত করে গান ॥
বালক সকল তথা খেলিছে ইড়িক।
তা দেখিয়া মহাপ্রভু হরিষ অধিক ॥
বাজারে বিকায় চুয়া চন্দন চামর।
চৌচালা বাঙ্গলা বিশেষ যার ঘর ॥
সারি সারি গাছ দেখে গুয়া নারিকেল।
নিকটে জরলি তার সলিলে কমল ॥
জল ছত্র [হুলাহুলি] জয় শঙ্খধ্বনি।
জয়দেব কথন সভার মুখে শুনি ॥
প্রতি ঘরে দেউল দেহারা দশভূজা।
কত ভাগ্য সকলে ধর্ম্মেব করে পূজা ॥
দেখিতে অমরাবতী অবনীর সাব।
ধীবে ধীরে চলিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
চলিল রাজার বাড়ী মনের হরিষে।
মহাপূজা বলিদান এই অভিলাষে ॥
[দেখে] সারে সাবে কত ধর্ম্মেব দেহারা।
সুধাময় বচন দেশের পাঁচ ধারা ॥
সত্য বই মিথ্যা কেহ না জানে স্বপনে।
শোভা দেখি সুন্দব গোলোক বলি মানে ॥
অমরা দক্ষিণ দিগে দিল দরশন।
ধর্ম্মপূজা করে তথা জয়-যাত্রিগণ ॥
কপালে ধর্ম্মের টীকা কেহ যায় ঘর।
কেহ বা ধর্ম্মের গায় ঢুলায় চামর ॥
কেহ বা গাইয়া গুণ নাচিয়া বেড়ায়।
কেহ বা ধর্ম্মের নামে সম্পদ বিলায় ॥
বালক যুবতী জরা যুবক সকল।
ধর্ম্মের পীবিতে সবে দেই পুষ্প জল ॥
এ-সব দেখিয়া প্রভু মনে বড় সুখ।
ব্রহ্মচারী রূপে যান ছলিতে সেবক ॥

রতিনাথ ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত।
মাঝ-পথে দেখা হল তাহাব সহিত ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া দ্বিজ বন্দিল চরণ।
বসন্ত অনিলে যেন [পুষ্প বরিষণ] ॥
দ্বিজবর দেখ্যা বলে দয়ার ঠাকুর।
হরিচন্দ্র রাজার মহল কথো দূর ॥
এত শুনি পরমসন্তোষ রতিনাথ।
বলিতে লাগিল দ্বিজ হয়্যা জোড়হাথ ॥
অই দেখ মহাশয় রাজার মহল।
কর্ণের সমান দাতা রূপে গুণে নল ॥
জলটঙ্গি দক্ষিণে সমুখে গুয়া-বন।
দুসারি কদম্ব তার তলা দিয়া গন ॥
বাম দিগে বাথিবে ধর্ম্মের সাঙ্গজাত।
তিন সন্ধ্যা সহরে সেখানে পড়ে যাত ॥
সেইখানে রাখিবে ধর্ম্মের রথঘব।
রাজার মন্দির গিয়া পাবে তার পব ॥
সমুখ দলজে গিয়া দিবে দরশন।
হাথি ঘোড়া সেইখানে পদাতিকগণ ॥
বিশেষ বলিয়া দ্বিজ হইল বিদায়।
রাজার উদ্দিশ হেতু যান ধর্ম্মরায় ॥
শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
রূপরাম ফকির ধর্ম্মের গান গায় ॥

মায়াধারী ঠাকুর চলিলা ধীরে ধীর।
সত্বর গমনে পাল্যা রাজার মন্দির ॥
হরিচন্দ্র রাজার মহলে দরশন।
[উর্দ্ধ] মুখে রাজাকে আশিষ ঘনে ঘন ॥
বিষ্ণুপদতলে যখন পাঁচ দণ্ড রাত্তি।
আসন করিলা প্রভু বাঘছাল পাত্তি ॥
নানা ধনে পরিপূর্ণ রাজার মহল।
মাতঙ্গ রক্ষণ হেতু হরি পড়ি বল (?) ॥
ঠাকুব বলেন ভাই শুন দ্বারিগণ।
রাজা কোথা বলিবে বিশেষ বিবরণ ॥
সত্য কর‍্যা বলিবে তোমার কিবা নাম।
নিবেদন করে সিঙ্গা করিয়া প্রণাম ॥
শিশুকাল হত্যে গোসাঞী নাম সিঙ্গাদার।
যামিনী দিবস রাখি রাজার দুয়ার ॥
পিতামহ হইতে রাজার লোন খাই।[১৪]
আজ্ঞা কর রাজাকে বলিতে আমি যাই ॥
ঠাকুর বলেন সিঙ্গা আমি তোরে জানি।
তোর পিতামহ নিত্য দিত পুষ্প-পানি ॥
এই কথা বল গিয়া নৃপতিব কাছে।
বল্লুকার সন্ন্যাসী দুয়ারে বসি আছে ॥
অপরঞ্চ বলিবে মদনা বিদ্যমান।
কদাচিৎ মনে নাহি বল্লুকার মানান ॥
উপবাসী ছমাস না খাই অন্নজল।
শুন সিঙ্গা এ কথা রাজাকে গিয়া বল ॥
এত শুনি প্রণাম করিয়া সিঙ্গা ধায়।
জোহার করিয়া বলে নৃপতির পায় ॥
দুয়ারে বসিয়া আছে বল্লুকা-সন্ন্যাসী।
সকল বচনে বলে আছি উপবাসী ॥
ডাক দিয়া[১৫] আন বলে রাজা আর রানী।
উপবাসী অতিথি[১৬] না খাই অন্ন পানি ॥

১৪। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি কি আজ্ঞা গোসাঞী কিবল অথা জাই। অতঃপর আদর্শ পুথির পাঠ। ১৫। পা ডাকদি। ১৬। পা অতিত্যা।

এত শুনি রাজা রানী চমৎকার মনে।
পূর্ব্বকথা সঙরণ হৈল এত দিনে॥
মদনা বলেন বড় জন্মিল বপাই (?)।
লুঞিচন্দ্র লয়ে আমি পলাইয়া যাই॥
মানিনু প্রথম ফল বল্লুকা গাজনে।
শুধিতে নারিব ধার সেই ভয় মনে॥
রাজা বলে এ কথা আমার মনে নাই।
ভেটিতে চলিলা তবে সন্ন্যাসী গোসাঞী॥
পীযূষ[১৭] সমান নিল নানা আয়োজন।
রাজা রানী সন্ন্যাসী সমুখে দরশন॥
একুই বাবে প্রণাম করিল রাজা বানী।
সবিনয় ভারথি সমুখে জোড়-পাণি॥
একদণ্ড দম্পতী সমুখে সবিনয়।
হেন বেলা সন্ন্যাসী আপুনি কিছু কয়॥
আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর দিন জীবে।
আমি আজি অতিথি[১৬] আপুনি সেবা নিবে॥
অবনিমণ্ডলে তীর্থ যত চলাচল।
ছয়মাস উপবাসী দেখিনু সকল॥
আন্ত বাড়ি গয়া গঙ্গা আব বাবাণসী।
পরিচয় দিনু আমি বল্লুকা-সন্ন্যাসী॥
ছয় মাস উপবাসী হরিচন্দ্র রায়।
মাংস দিয়া ভোজন করিতে ইচ্ছা যায়॥
মাংস ভাজা খাইব মাংসের খাব ঝোল।
প্রাণ পাইলে পশ্চাতে শুনিব তোর বোল॥
এত শুনি হরিচন্দ্র কবে নিবেদন।
জনম সফল হল তোমাব দরশন॥

ছাগল গাড়ল[১৮] আনি আর রাজহাঁস।
আজ্ঞা কর এখনি রন্ধন করি মাস॥
ছাগল গাডল[১৮] আমি কভু নাঞি খাই।
বাজা বলে মৃগয়া করিতে আমি যাই॥
ঠাকুর বলেন আজি মহামাংস খাব।
আশীর্ব্বাদ কবিয়া বল্লুকা চলি যাব॥
পাসরিলে পূর্ব্ববাণী বল্লুকা মানান।
আমাব সমুখে লুঞে দেহ বলিদান॥
আপনাব পুত্রে বাজা কাটিবে আপুনি।
ঝালে ঝোলে বন্ধন কবিবে পাটবানী॥
পূর্ব্ববাণী পাসরিলে মহিষী মদনা।
কোথা গেল লুইচন্দ্র রচিলে কল্পনা॥
শুন গো মদনা আমি তোর মন জানি।
বেটা কাট্যা পূজা দিবি মানিলি আপুনি॥
এত বলি ঠাকুর বলেন হায় হায়।
এইরূপে অনেক মানান বয়্যা যায়॥
এত শুনি মদনা মহিষী পায় পড়ে।
সন্ন্যাসীব কথা শুনি বাজা নাই নড়ে॥
এতেক শুনিঞা বলে হরিচন্দ্র বাজা।
আপনা কাটিয়া গোসাঞী দিব তোমায় পূজা॥
আপনার মাথা গোসাঞী কাটিব আপুনি।
ক্ষেমা কব এ বোল সন্ন্যাসি-চূডামণি॥
পিতা হয়ে পুত্রে আমি কাটিব কেমনে।
আপনা আপনি গোসাঞি মরিব এখনে॥
মদনা বলেন গোসাঞী মোর মাংস খাও।
লুঞিচন্দ্র বাছাকে আশিষ করা্যা যাও॥

১৭। পা প্রভু। ১৮। পা গাড়ড়।

যু[বু]তির মাংস গোসাঞি বড় মিঠা লাগে।
মাথা কাট্যা আপুনি রাখিব তোমার আগে ॥
ঘরে নাই লুইচন্দ্র ছ-মাসের [গনে]।
হস্তিনা নগরে পড়ে মাতুল-সদনে ॥
এত শুনি সন্ন্যাসী বলেন পুনর্ব্বার।
ইঙ্গিতে কবিব ভস্ম রাজতি তোমাব ॥
কেবা জানে হবিচন্দ্র এমন কৃপণ।
মানান শুধিতে হেলা এত দুই-মন ॥
হস্তিনা নগরে যদি লুইচন্দ্র আছে।
হেটমুখে বসিলা[18] কেমনে আসি কাছে ॥
শুন বসুমতী তুমি আমাব উত্তর।
ছ-মাসেব পথে লুঞা হস্তিনানগব ॥
লুঞিচন্দ্র আনিবে কম্বিবে বিষ্ণু[19]-মায়া।
আমারে কল্পনা করে নৃপতির জাযা ॥
প্রভুব বচন শুনি বসুমতী হাসে।
বঞ্চিল অনেক মাযা ধর্ম্ম-অভিলাষে ॥
মাতুল-সদনে হোথা লুঞিচন্দ্র বালা।
প্রভাতে পড়িতে তবে চলে পাঠশালা ॥
ঘরে হৈতে চরণ বাড়ান লঘুতর।
পাইল অমরাবতী আপনার ঘর ॥
কতদূরে ঠাকুর চিনিল ততক্ষণ।
বলির[20] দুয়ারি জেন দেবনারায়ণ।
এক[21] ঠাঞি তিন ধর্ম্ম দেখেন দুয়ারে।
মনে করে সম্ভাষ করিব আগে কারে ॥
ধর্ম্ম হৈতে জন্মদাতা তাকে চেয়ে মা।
আগু আমি সম্ভাষ করিব কার পা ॥
কতদূরে রহিয়া এ সব-অনুমান।
উত্তরিল লুইচন্দ্র ধর্ম্ম বিদ্যমান ॥
জনক জননীব পা দুই হাথে ধরে।
প্রভুর চরণে লুঞে দণ্ডবৎ করে ॥
লুঞিচন্দ্র দেখি বলে ভকতবৎসল।
কে জানে রাজার মনে এত বড খল ॥
না জানি এমন খল মহিষী মদনা।
বেটা লুকাইয়া করে এ সব কল্পনা ॥
আপন গৌরবে আজি বেটা কেট্যা দিবি।
আপুনি বেটার মাংস আপুনি বান্ধিবি ॥
কিছু বা কবিবি ভাজা কিছু ঝালে ঝোলে।
স্বহস্তে কাটিআ রাজা দেহ এই কালে ॥
এত শুনি দুই জনে কাছাড [খায়্যা] পড়ে।
বলিতে না পাবে কিছু প্রভুর নিয়ড়ে ॥
বিষ খেয়ে মরিব গলায় দিব কাতি।
ব্রহ্মচারী নয় এই রাজ্যের ডাকাতি ॥
লুইচন্দ্র বলে বাপা শুন মন দিয়া।
মন ব্যথা কর তুমি কিসের লাগিয়া ॥
অর্জ্জুন-সারথি যে তোমার পাটশালে।
না দেহ সোনার খাট বস্যা বা[ঘছা]লে ॥
কদাচিৎ না জান দুয়ারে নারায়ণ।
অবধানে শুন কিছু জৈমিনি-পুরাণ[22] ॥

১৮। পা বসো না। ১৯। পা ব্রহ্ম। ২০। পা বল্যার। ২১। অ একুই। ২২। পা জয়মুনি হরণ।

সংসারে বিদিত বড় রাজা তাম্রধ্বজ[২৩]।
যার ধনে লেখা নাই সেনা[২৪] অশ্ব গজ ॥
রাখিল যজ্ঞের ঘোড়া রণ হৈল জয়।
দক্ষিণা মাগিতে [তথা][২৫] গেল ধনঞ্জয় ॥
আপনি গেলেন হরি তারি বিগুমান।
রাজাকে মাগিল ভিক্ষা অর্দ্ধ-অঙ্গ দান ॥
মাগিল দক্ষিণা অর্দ্ধ দিল শুদ্ধমতি।
করাত বসাল্য পিষ্টে তাহার যুবতি ॥
একদিগে পুত্র টানে আর দিগে জায়া।
বৈকুণ্ঠের সারথি আপুনি দেখে মায়া ॥
নাসিকা উপব মাত্র বসাল্য কবাত।
হেন বেলা চতুর্ভুজ হইল জগন্নাথ ॥
সেই অবতার এই বসিয়া গোসাঞি।
বলিদান [দে]হ মোরে আন কথা নাঞি ॥
তুমি দিবে বলিদান মা[তা] দিবে জয়।
আগু-পূজা দেহ বাপা আনন্দহৃদয় ॥
বেটার বর্চন শুনি বিদরয়ে বুক।
বসিল মায়ের কোলে ধর্ম্মের সমুখ ॥
বসিয়া মায়ের কোলে হাসে খলখল।
দ্বিজ রূপরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

পুত্রের বদনে শুনি অপরূপ বাণী।
কাছাড় খাইয়া পড়ে রাজা আর রানী ॥
পুত্র বলিদান দিব মনে করে রাজা।
কিঞ্চিৎ সাহসমতি আরম্ভিল পূজা ॥

মদনা মরমে কাঁদে সন্ন্যাসীর ভয়।
আকুল হইল শোকে কথা নাই কয় ॥
পুত্র বলিদান দিব মনে করে রাজা।
সাহস করিল সভে আরম্ভিল পূজা ॥
নানা পুষ্প আনে তুল্যা নানা আয়োজন।
আগু-পূজা আরম্ভ করিল একমন ॥
[কাঁ]দি [কাঁ]দি চাঁপা কলা পাঁচ বর্ণ চনা।
পিষ্টক পায়স খীর পীযূষ তুলনা ॥
উত্তম মহিষ্যা দধি ক্ষীব খণ্ড চিনি।
শর্করা সন্দেশ মধু আনিল আপনি ॥
আতপ তণ্ডুল[২৬] পূর্ণ মর্ত্তমান কলা।
সহস্র কমল পদ্মমণি মতি পলা ॥
ধূপধুনা সোনাব প্রদীপ সারি সাবি।
বারদ[শ] সমুখে জপিল হবি হরি ॥
স্নান করাইল লুঞে তোলা গঙ্গাজলে।
বক্ত বস্ত্র পরিধান রক্ত মালা গলে ॥
পুনবপি পরালো সোনার তাড়বালা।
সমুখে বসিল লুঞা ধর্ম্ম করি আলা ॥
দুটি হাস্তু জুড়িয়া বসিল হেট মুখে।
নিদারুণ শেল বাজে মদনার বুখে ॥
মুখ পানে চেয়ে রহে খোলা-ডাই মা।
তরাসে কান্দিতে নারে মুখে নাঞি রা।
অবিলম্বে আনিল কাটারি খরসান।
হরিচন্দ্র বসিল প্রভুর বিগুমান ॥

২৩। পা অব্রেহ্মজ। ন-পুথি চন্দ্রবংশে মহাশয় শিখিধ্বজ রায়। ২৪। পা ঘোড়া। ২৫। পা বি
২৬। পা চণ্ডুল।

আপনি সিন্দুর দিল বেটার কপালে।
প্রফুল্ল ওড়ের মালা দিল তার গলে ॥
সাধিল আদ্যের পূজা আছিল বিধান।
সজল তুলসীদল ধরিল নিদান ॥
ধর্ম্মের পীরিতে লুঞা উছাগিয়া দিল।
রাধাকৃষ্ণ [বু]লি খাঁ[ড়া] আপনি ধরিল ॥
বেটা কাটে হরিচন্দ্র দেখে সর্ব্বজন।
সাহস দেখিতে আইল যত দেবগণ ॥
দুহাতে ধরিয়া খড়্গ[২৭] ধর্ম্মপানে চান[২৮]।
এক চোটে বেটাকে দিলেক বলিদান ॥
জয় দিল মদনা মহিষী বাবে বাব।
সমুখে রাখিল মুণ্ড প্রদীপ সঞ্চার ॥
ছটপট করে লুঞে অনাদ্য সমুখে।
চরণ কাছাড়ে ঘন দুই হাথ বুকে ॥
পুত্র বলিদান দিয়া বৈসে নরপতি।
হাসিয়া বলেন ধর্ম্ম অর্জ্জুন-সারথি ॥
শুন রাজা হরিচন্দ্র মদনা মহিষী।
ভালমতে রন্ধন করিলে ভালবাসি ॥
কিছু বা মাংসের ঝোল কিছু কর ভাজা।
বড়া পিঠা তুলিবে হাড়ের দিয়া মাজা[২৯] ॥
লুঞের কলিজাখান খেতে লাগে মিঠা।
আদা রসে কিছু বা মাংসের কর পিঠা ॥
পর-মুখে শুনি কিছু মদনা ভাল রান্ধে।
এহা শুনি সত্যবতী বুক নাই বান্ধে ॥
বিশেষ লুঞের ছাল রান্ধিবে যতনে।
ব্যবস্থা[৩০] করিয়া দেহ আপুনি রাজনে ॥
এত শুনি বঁটি আনে খরসান ধার।
সেই মত ছড়ে লুঞে সমহিত সার ॥
মহামাংস কাটিয়া কবিল রতি রতি।[৩১]
মাথা লুকাইয়া রাখে মদনা যুবতি ॥
পরম যতনে রাখে মরায়ের সাঙ্কি[৩২]।
মনে করে বিরলে বসিয়া যেন কান্দি ॥
ঢাকা দিল ধুচনি পাথর দিল চাপা।[৩৩]
ঘবে বস্যা থাক মোর[৩৪] লুঞিচন্দ্র বাপা ॥
নিদারুণ পুত্রশোকে না দেখে নয়ানে।
পুনর্ব্বার বসিল ধর্ম্মের বিদ্যমানে ॥
সুবর্ণের থালে মহামাংস বিলক্ষণ।
সন্ন্যাসীর কাছে নিঞা রাখিল রাজন ॥
ধর্ম্ম বলে বিলম্বে অকার্য্য মনে পাই।
রন্ধন করিয়া দিলে মহামাংস খাই ॥
এত শুনি রন্ধনে বসিল [দুইজ]নে।
ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম ভনে ॥

দুহাতে প্রভুর [পদ] বন্দিল তখন।
মদনা মহিষী গেলা করিতে রন্ধন ॥

২৭। পা খর্গ। ২৮। পা চায়। ২৯। পা মজা। ৩০। পা বেবস্তা। ৩১। ন-পুথি এত বলি লুঞাকে ছড়িল মহামতি। মাংস ভিন্ন করিয়া রাখিল রতি রতি ॥ ৩২। ন-পুথি মদনা লুকায় মাতা মরায়ের সাঁজি। ৩৩। ন-পুথি চুপড়ি ঢাকায়্যা রাখে তায় দিয়া ছাপা। ৩৪। ন-পুথি শুয়্যা নিদ্রা জাও।

আয়োজন অনেক রন্ধন পরিপাটি।
হরিচন্দ্র আপুনি বেসার দেন বাঁটি ॥
হরিদ্রা বাটিল ঝাল পরিপূর্ণ থালে।
পাটরানী পবিত্র হইল হেন কালে ॥
জ্বালিল শুখান কাষ্ঠে নোতন তিউড়ি।
ঘিয়ে কর‍্যা সংযোগ বসায়[৩৫] কোরা হাঁড়ি ॥
তিনবার বন্দন[৩৬] করিল ধনঞ্জয়।
তৈল নিল পরিপূর্ণ আজ্য[৩৭] অতিশয় ॥
সত্যবতী মদনা বেটার মাংস রান্ধে।
দেবতা অসুর দেখি বুক নাহি বান্ধে ॥
আজ্য দিয়া প্রথমে করিল খড়খড়ি।
কিছু বা ভাজিল মাংস মরিচের গুড়ি ॥
তবে ঝোল রান্ধিচে বেসার দিয়া তায়।
বসিয়া বেটার মাংস আপুনি সিজায় ॥
ঝাল দিয়া সম্বরিল আদ্রকের রসে।
ঈষৎ রাখিল ঝোল রান্ধে[৩৮] অনায়াসে ॥
পিঠা সব তুলিল হাড়ের তোলে বড়া।
রান্ধিল লুঞ্জার ছাল বসাইয়া কড়া ॥
আজ্য দিয়া রান্ধিল বিচিত্র পরিপাটি।
ধর্ম্মের কাছেতে নিঞা রাখে বাটি বাটি ॥
আতপ তণ্ডুল[৩৯] পুণ্য করিল রন্ধন।
নৃপতি করিল স্নান বিচিত্র আসন ॥

স্নান করি তখন বলেন মহারাজা।
ঠাকুর ভোজনে বস মহামাংস ভাজা ॥
পরিপূর্ণ গোসাঞি মাংসের ঝোল খাও।
ফুরালো বংশের রোল বিদায় হএ যাও ॥
এত শুনি পুনর্ব্বার বলেন গোসাঁই।
সব আছে অনন্ত অম্বল কেন নাই ॥
অম্বল বিহনে নাহি ভোজনের সুখ।
এ রসে বঞ্চিত কেন হইয়াছ ভূপ ॥
আমে রান্ধ আম্বল লুঞ্জের দিয়া মাথা।
উহা পাইলে তোমাকে বলিব বড় দাতা ॥
লুকাইআ মুণ্ড তার রেখ্যাছে মদনা।
আমার সমুখে তোর এ সব কল্পনা ॥
এতেক শুনিয়া রাজা দুঃখ ভাবে মনে।
আপনি লুঞ্জের মাথা আনিল যতনে ॥
কুটিল যতনে মুণ্ড খরসান বটি।
ধর্ম্মের কাছেতে বলে জোড় করি পুটি ॥
সমুখে কার্ত্তিক মাস আম কোথা পাব।
অদিন যোগের কার্য্য আমি কোথা যাব ॥
পৌষে বকুল ধরে[৪০] চৈত্রে আম্র পাই।
জলধি করিলে স্নান তবে আম্র খাই ॥
রাজার বচন শুনি মনে চিন্তে মায়া।
সব চেয়ে দেখিল তালের যেন ছায়া ॥
যুধিষ্ঠির যখন গাজনে দিল চূড়া।
কাটে বিল্ব আম্র তরু গোড়া ছিল মুড়া ॥

৩৫। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি তার উপর তখন বসাল। ৩৬। পা বন্ধন। ৩৭। পা আজ্জে। ৩৮। পা রাখে। ৩৯। পা চণ্ডুল। ৪০। ন-পুথির পাঠ। আদর্শ পুথি আম্ব ধরে মকরে।

উপলক্ষ বিনে নাঞী দেবতার বল।
বিষ্ণুমায়া হেতু বৃক্ষ করে ঝলমল॥
আচম্বিতে আম্র তরু ফুল আর ফল।
কাঁচা পাকা সলি আম্র ধরিল সকল॥
সন্ন্যাসী বলেন রাজা অই দেখ আম।
এই গুণ শ্রবণ কবিব পরিণাম॥
অতি অসম্ভব দেখি রাজা আম্র আনে।
আম্বল রান্ধিতে দিল রানী বিদ্যমানে॥
এত শুনি রান্ধে রানী পরাণে বিকল।
আমেতে বেটার মাধা করিল অম্বল॥
শীঘ্রগতি রন্ধন হইল পঞ্চ রস।
সভে বেলা আকাশে রহিল দণ্ড দশ॥
পুনর্ব্বার ভূপতি করিয়া দিল স্থল।
কাঞ্চনের ঝারিতে রাখিল গঙ্গাজল॥
গঙ্গাজল রাখিয়া সমুখে নিবেদন।
এসো মহাপ্রভু তুমি করিতে ভোজন॥
গোসাঞি বলেন অন্ন বাড়ো তিন থালে।
তিন জন ভোজন করিব একু কালে॥
আপুনি মদনা মাংস পরিপূর্ণ নেও।
বড় বাটি মাংসের রাজাব কোলে দেও॥
কিঞ্চিৎ খাইব আমি যদি কিছু রোচে।
এত শুনি মদনা চক্ষের জল মোছে॥[৪১]
রাজা রানী মরিব গলায় দিয়া কাতি।
অতিথ নইলে গোসাঞী রাজ্যের ডাকাতি॥
দশ মাস মদনা ধরিয়া ছিল কুখে।
কেমনে বেটার মাংস তুল্যা দিব মুখে॥
জন্মদাতা হইয়া বেটার মাংস খায়।
এখনি মরিব বাক্য সহা নাঞী যায়॥
এই কথা খেঁমা কর আপনার গুণে।
মা বাপ বেটার মাংস খাইব কেমনে॥
নিশ্চয় বচন বলে সন্ন্যাসী গোসাঞী।
তুমি অন্ন নাই খালে আমি খাব নাঞী॥
রাজা রানী বলে তবে কি বুদ্ধি করিব।
কেমনে বেটার মাংস মুখে তুলে দিব॥
সন্ন্যাসী বলেন তবে আমার লজ্মন।
তবে যদি রাজা রানী না কর ভোজন॥
এত বলি সন্ন্যাসী আসন হতে উঠে।
মজিল (?) আসন কুশ নিল পানিপুটে॥

চঞ্চল সন্ন্যাসী চায় বচন চপল।
রাজা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় খল॥
মহামাংস অন্ন খাব যে থাকে কপালে।
ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন থালে॥
তিন জন ভোজনে বসিব একবারে।
তবে আমি অন্ন খাব কহিল তোমারে॥
তুমি মুখে অন্ন দিলে আমি মুখে দিব।
তবে যদি নাঞী খাও লজ্মন করিব॥
সন্ন্যাসীব কথা শুনি হরিচন্দ্র বসে।
তিন থালে অন্ন দ্রব্য মদনা পবশে॥
ঠাকুর বলেন রাখ আপনার তরে।
তবে দেহ বাজাকে আমাকে তার পরে॥
তিন থালে অন্ন দ্রব্য করিলা সাজন।
খুরি বাটি পরিপূর্ণ মাংসের ব্যঞ্জন॥

৪১। অতঃপর আদর্শ পুথি খণ্ডিত। পরবর্ত্তী পাঠ ন-পুথির।

মাংসের ব্যঞ্জনে হাথ দিলা মায়াধর।
আপুনি রাজার থালে দিলেন বিস্তর॥
মাংস খাও মহারাজা মনের পীরিতে।
ঘুষিবে আমার গুণ কায় মন চিত্তে॥
আপুনি ধর্ম্মের নামে কৈলা নিবেদন।
হাথে ধর‍্যা গণ্ডুষ সঙরে জনার্দ্দন॥
গণ্ডুষ করিলা রাজা হরিষ অন্তরে।
মুখে মাংস তুলিতে সন্ন্যাসী হাথে ধরে।
জানিল জানিল রাজা তোমার শকতি।
তোমার সমান দাতা নাঞী ছিল খিতি॥
ধন্য ধন্য করে দেখ্যা অসুর দেবতা।
হরিচন্দ্র সমান সংসারে নাঞী দাতা॥
সন্ন্যাসী বলেন রাজা আমি মায়াধর।
অর্জ্জুন-সারথি আমি রাজরাজেশ্বর॥
শুন গো মদনা তুমি বড় ভাগ্যবতী।
দেখিল নয়নে তোর দড় একমতি॥
বর মাগ হরিচন্দ্র সুন্দরী মদনা।
সফল করিব তোর মনের বাসনা॥
এত শুনি রাজা রানী চরণে পড়িল।
ধর্ম্ম বল্যা এতক্ষণ তোমারে চিনিল॥
পুত্রশোকে আকুল নাহিক পরিজ্ঞান।
লুইচন্দ্র বাছা মোর দেহ বরদান॥
সন্ন্যাসী বলেন তোর লুইচন্দ্র আছে।
বালক মিশালে খেলে গাজনের কাছে॥
আস্তের গাজনে খেলে হাথে লয়্যা ভেটা।
আমি কি ভক্ষণ করি তোর লুঞা বেটা॥
এত শুনি গাজনে ধাইলা রাজা রানী।
লুঞা লুঞা বল্যা ডাকে চক্ষে পড়ে পানি॥
বাপধন বাছা কোথা খোলা-ডাই বলে।
লুইচন্দ্র তখন ধাইয়া পড়ে কোলে॥
আঁচল ধরিয়া লুঞা হাসে খল খল।
মদনা বুকের মাঝে ঝাপিলা আঁচল॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা পুত্রের বদনে।
রাজা রানী হরিষ আনন্দ বড় মনে॥
কোলে কর‍্যা বাছাকে উল্লাস কথা কয়।
চুম্ব দিয়্যা বদনে বদনে রানী রয়॥
নয়ান ভরিয়া বাপু দেখি চাঁদমুখ।
এতক্ষণে ঘুচিল মনের মহাদুঃখ॥
লুইচন্দ্র বলে শুন দয়ার জননী।
আমার লাগিয়া তুমি কেন্দে মর কেনি॥
লুঞা লুঞা বল্যা যখন কান্দ অমুছলে।
তখন বসিয়া আমি সন্ন্যাসীর কোলে॥
তবে লুইচন্দ্র বলে শুন গো জননী।
জিয়ন্ত থাকিতে তুমি কেন্দ্যা মর কেনি॥
দয়ার সাগর বড় সন্ন্যাসী ঠাকুর।
তুমি ত পাগল হয়্যা বলিলে নিঠুর॥
দোষ মেগ্যা লহ গিয়া সন্ন্যাসীর পায়।
বেটা কোলে কর‍্যা রানী নাচিয়া বেড়ায়॥
বাছা বাছা বলিয়া বদনে চুম্ব দেই।
মদনার কোলে হতে রাজা কেড়ে নেই॥
কোলে কর‍্যা ভূপতি বদনে চুম্ব খায়।
আনন্দসাগরে ভাসে হরিচন্দ্র রায়॥
পুনরপি ঠাকুর সভাকে দিলা বর।
হরিচন্দ্র হরষিত অমরা নগর॥
ধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

৬

॥ শালে-ভর পালা ॥

অকপটে মহাশয় দেহ অনুমতি।
চাঁপাই সেবনে যাব চারি দণ্ড রাতি ॥
বাণ দশ[১] বাসর সমুখে দরশন।
অবশ্য দেখিব আমি সেই নিরঞ্জন ॥
সেবন করিতে দিল শতেক নফর।
কর্ণসেন বলে রাণী অবধান কর ॥
বিষম[২] ধর্ম্মের ঘর আগুনের[৩] ধার।
এক মনে চিন্তিলে অবশ্য হয় পার ॥
রাজার দুহিতা শুন রাজার দুহিতা।
কেমন করিবে পূজা[৪] হইয়া[৫] রুক্ষিতা ॥
সরস-যৌবনী তুমি বিটঙ্ক-বদন।
তাম্বুল কর্পূর বিনা না রহে জীবন ॥
এক দণ্ডে গুয়া পান দশবার খাও।
সাধ করি সদাই কস্তুরী চুয়া চাও ॥
সীমন্তে সিন্দুর সেই দশ পাঁচ সখী।
ছয় দণ্ডে ভোজন সরস চাঁদ[৬]মুখী ॥
তুমি বল যাব আমি চাম্পাই সেবনে।
ধর্ম্মপূজা করিবে প্রত্যয় নাঞী মনে ॥
এগার[৭] বৎসর হৈল বয়স তোমার।
রমণে মদন মউ মোহিত ঝঙ্কার ॥[৮]

এত শুনি রঞ্জাবতী ধরে দুই পায়।
চাম্পাই সেবন হেতু[৯] হইলা বিদায় ॥
স্বামী বিনা বনিতা জনার[১০] কেহ[১১]
নাঞী।
বিদায় হইল রানী[১২] যে করে গোসাঞী ॥
মহল দক্ষিণ দিগে দিলা দরশন।
সংযোগ আছিল তথি ধর্ম্মের গাজন ॥
রঞ্জা দরশনে সভে জয়ধ্বনি দিল।
গলায় ধর্ম্মের পাটা নাচিতে লাগিল ॥
তপস্যার হেতু রঞ্জার[১৩] বদন[১৪] মলিন।
আনন্দে করিল যাত্রা চাম্পাই দক্ষিণ ॥
সন্ন্যাসী[১৫] মালিনী[১৬] সঙ্গে সামুলা
আমিনী।
রঞ্জার জীবন ধন খুড়তা ভগিনী ॥
একমনে ধর্ম্মকে সদাই করে ধ্যান।
দশ যুগ পূজার করিতে পারে ক্ষেণ ॥
সঙ্গের প্রধান মালী আর কর্ম্মকার।
পরিণামে বাণের পাজাতে চায় ধার ॥
দিন প্রতি মালিনী দিব বিশাশয় মালা।
পুষ্প যোগাইতে চাই ধর্ম্মপূজার বেলা ॥

১। অ দুই। ২। অ বিশেষে। ৩। অ খরসান। ৪। অ স্নান। ৫। অ সদাই। ৬। অ চন্দ্রা। ৭। অ এ বার। ৮। অ কোন রূপে মানাবে ঠাকুর করতার ॥ ফুটিল বাতাস বয় বসন্ত সময়। পিকরব গানে পাছে সর্ব্বনাশ হয় ॥ ৯। অ সেবনে রাণী। ১০। অ বই। ১১। অ ধর্ম্ম। ১২। অ সরসে বিদায় কর। ১৩। অ সভে। ১৪। অ সহজে। ১৫। অ কল্যাণী। ১৬। অ মাণিকী।

ইছা-রানা হাড়ি সঙ্গে সত্য অনুবল[১৭]।
বন কাট্যা চাঁপায়ে[১৮] করিতে চায় স্থল ॥
সঙ্গে স্বয়[১৯] ভকিতা সভাই চলে সাথে।
ধর্ম্মের পাদুকা রঞ্জাবতী নিল মাথে ॥
সভুল্যা[২০] বাজায় ঢাক নামে হরিহর।
বেদ পড়ে পণ্ডিত[২১] কবিয়া[২২] উচ্চস্বর ॥
পূজার পদ্ধতি হাথে যান পুরোহিত।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে হইল উপনীত ॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি পড়ে ঘনে ঘন।
নানা ধনে ধর্ম্মতবী কবিলা সাজন ॥
বার চান্দে পরম সুন্দর রথঘর।
নানা আয়োজন তোলে নৌকার উপর ॥
পুরট-কলসে লক্ষ ভার গঙ্গাজল।
পূজা শেষে ভকিতা কবিতে চায় ফল ॥
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত আতপ তণ্ডুল।
গগন উপরে কত উড়িছে গন্ধুল ॥
পশ্চাতে তুলিল তায় নিদারুণ শাল।
যাহার সদনে বৈসে বাবগণ্ডা ঢাল ॥
সঙ্গে স্বয় ভকিতা সভাই বৈসে নায়।
হরিবোল বলিয়া কাণ্ডারী গীত গায় ॥
চাপিয়া চলিল বাজ্য কালিনীর জল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

ময়নার লোক কান্দে কেশ-বাস নাহি বান্ধে
আট বর্ণ অঝোর নযান।
দেখিয়া রঞ্জার মুখ সভার মরমে দুখ
চাঁপাই সেবিতে চলি যান ॥
নায্যা সব দণ্ডধারী সঘনে বাহিছে তরী
চলিতে তপন তারা খসে।
সন্ধ্যাকালে নিয়োজিত ধর্ম্মপূজা যথোচিত
করেন ভকিতা পাঁচ রসে ॥
ঘন পড়ে জয়কার সঞ্জয় মালিনী হার
অস্ত্র দিল চরণ কমলে।
হরি বল্যা তরী বায় রামের মহিমা গায়
অবতার দেখিল দু-কূলে ॥
দারুণ দারিকেশ্বর দেখি বড় লাগে ডর
গায়[২৩] অবতার মঙ্গলে।

১৭। অ সে নয দুর্ব্বল। ১৮। অ পূজার। ১৯। অ সাঙ্গস্থুর। ২০। সদত। ২১। অ ব্রাহ্মণ। ২২। অ পবিত্র। ২৩। পা যায়।

দরশনে উড়ে প্রাণ নায়্যা সব তরী বান
বিলম্ব না করে এক তিলে ॥
সহজে দরিয়া বাহে এক দণ্ড নাঞী রহে
শান্তিপুরে দিল দরশন ।
দেউলে দেখিল রাম সিদ্ধ-ভেটী থাকে বাম
দাসপুর দক্ষিণে গহন ॥
কালিনী বাহিল যদি দেখি দারিকেশ্বর নদী
বাম দিকে পীরের আস্থান ।
সীতাপুর বামভাগে সিংহবেতা তার আগে
দেউলে দেখিল ভগবান ॥
নিকট উসতপুর দেখাদেখি অতি দূর
অপরূপ দেখিল দেহারা ।
দক্ষিণে ফিরিঙ্গীপাড়া তার আগুয়া কেতারা[২৪]
বামদিকে থাকে দণ্ডঝোরা ॥
জলের তরঙ্গ দেখি জীবন বিফল দেখি
কেহ বা স্মঙরে ভগবান ।
দক্ষিণ মলয়া ঝড়ে তরী উপাড়িয়া পাড়ে
নাইক হইল সাবধান ॥
বাহ বাহ বলি ডাকে শব্দ···নদী হাকে (?)
সঘনে বাহিছে কেরয়াল ।
অদ্ভূত মুনিচয় (?) নদী জুড়ে ফেনা বয়
ভাসে কত হাঙ্গর হযাল ॥
চঞ্চল চপট ·· ডরে [যেন] তারা খসে
কিবা সম মলয়-পবন ।
সভে বলে হরি হরি আপুনি চলিলা তরী
এক দণ্ড নাঞী বিলম্বন ॥
জাঙ্গপাড়া থানস্থিতি যেখানে সঞ্জয়-মতি
রাখিল বিমলা বিম্ববাটী ।

২৪। অ তার আগু থাকে তারা।

১২

কুলকুল ডাকে জল দেখিয়া টুটিল বল
সেইখানে অজয়ের হৈল ভাটী ॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম
চাঁপাই সমুখে দরশন।
ধর্ম্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
পথে দেখা দিল নিরঞ্জন ॥

ধর্ম্মের চরণে রঞ্জাবতী একধ্যান।
চাম্পাই সেবন হেতু সত্বরে পয়ান ॥
সাবধানে তরণী বাহিল দারিকেশ্বর।
চাঁপাই সেবনে পাইল এ দুই প্রহর ॥
দেখিল চাইয়া স্থল বৈকুণ্ঠভুবন।
কাতা (?) পড়ে হয়্যা গেছে বীজি বেনা বন ॥
মহিষ ভল্লুক বাঘ বিস্তর আছে বনে।
তরণী বান্ধিয়া দেখে যত নায়্যাগণে ॥
সাঙ্গজাত ভকিতা সভাই উঠে তটে।
জযধ্বনি শঙ্খধ্বনি সঘনে কপটে (?) ॥
সামুলা বলেন রনি শুন রঞ্জাবতী।
এই নদী চম্পক সাক্ষাৎ ভাগীরথী ॥
ইথে দান দিলে অনেক পুণ্য পায়।
পরকালে সঙরি[২৫] বিমানে স্বর্গ যায় ॥
বিশেষ এহার কথা কাশীখণ্ডে শুনি।
মরিল এহার জলে সয়চান গৃধিনী ॥
বিবাদ বাধিয়াছিল বিষ্ণুপদতলে।
দুই জন্ম নিমিত্তে নিধন এই জলে ॥
রথে চড়ি স্বর্গ গেল গৃধিনী সয়চান।
এহাতে পুত্রের বর দিব ভগবান ॥
এই বর্ত্তমান দেখ পুরান দেহারা।
সত্যযুগে মরুত করেছে ঘরভরা ॥
দুরন্ত দুর্ব্বাসা রনে দুরন্তক ঋষি।
এগার বৎসর ইথে ছিল উপবাসী ॥
বিস্তর সঙ্কটে ধর্ম্ম দিল দরশন।
চম্পক-ধরণী রনি ধর্ম্মের গাজন ॥
পুরদত্ত রারুই উসতপুরে ঘর।
এখানে পূজিযা ধর্ম্ম পাইলা পুত্ররর ॥
তুমি একমনে পূজা কর নিরঞ্জন।
তীর্থ চূড়ামণি এই চাম্পাই ভুবন ॥
তবে যদি মরে ইথে শালে দিয়া ভর।
সাক্ষাৎ আপুনি হব সেই মায়াধর ॥
পশ্চাৎ বলিব ধর্ম্মপূজার বারতা।
মনে কর সাহস কিসের মন ব্যথা ॥
দূর কর জঙ্গল[২৬] পূজার[২৭] কর স্থল।
অল্পদিনে জানিব ধর্ম্মের বলাবল ॥
বার দিন নিয়ম বারমতী পূজাবিধি।
এহাতে অনাস্থ পাবে মনে কর যদি ॥
তবে সে ত্রিলোক্যবিজয়ী হব ধ্বনি।
তপ কর্য়া এখানে মরিল কত মুনি ॥

২৫। অ পুরট। ২৬। অ জঙ্গাল। ২৭। অ বিরল।

এত শুনি রঞ্জাবতী অঝোর-নয়ান।
ইছারানা হাড়িকে ডাকিয়া দিলা পান॥
পান-ফুল দিয়া বলে বিনয় বচন।
স্থান কর সত্বর আপনি কাট বন॥
এত শুনি ইছারানা নিল পান-ফুল।
বামদিগে বন কাটে চাম্পায়েব কূল॥
হেতাল দুরন্ত কাটে দব করে মূল।
শাল পেয়া-শাল কাটে আঁকড বকুল॥
লবঙ্গ সোদালী কাটে আর বাকসোনা।
রাখিল শুখান কাষ্ঠ পোড়াইতে ধুনা॥
বিশেষে বদরী কাটে খাজুর রঙ্গন।
সত্যের সমুখে রাখে তুলসীর বন॥
গর্জ্জন আসন বাখে দক্ষিণের কূল।
কেতকী কুড়চি কাটে কদম্ব শিমূল॥
মার্জ্জনা করিলা স্থান মবকত[২৮] মতি।
দেখিযা হরিষ তবে হৈল বঞ্জাবতী॥
করুণা-সাগরে ভাসে কমলবদনী।
কহিতে লাগিল শুন সামুলা বহিনী॥
বন কাট্যা ইছারানা বান্ধিল জগদি।
যাহাতে কবিব পূজা ধর্ম্ম গুণনিধি॥
কপিলার গোময়েঃ পবিত্র কৈলা মাটি।
তিনবার দিলেক চন্দনের ছড়া-ঝাঁটি॥
টাঙ্গাল্য আলম-চান্দা করে ঝলমল।
পরিপাটি সুন্দর পূজার কৈল স্থল[২৯]॥
চারিদিকে রাখিল পূজার আয়োজন।
রবি জবা সমান সিন্দুব আশী মণ॥

সন্ন্যাসী ভকিতা ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়।
বঞ্জাবতী কান্দিয়া করুণা কিছু কয়॥
স্নান কর চম্পক সমুখে চণ্ডমুখী[৩০]।
যাব পূজা সাধিলে শঙ্কর বড সুখী॥[৩১]
তবে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় কদাচিৎ।
কানে সোনা দিব গজ-মুকুতা সহিত॥
প্রতিজনে পরাইব পুরটের বালা।
তবে যেন দিবসে তিমির হয় আলা॥
আইস ভাই ভকিতা চম্পক নদী যাব।
জল পরশিলে পার পরলোকে পাব॥
শুন্যাছি পণ্ডিত-মুখে সাক্ষাৎ সামুলা।
কত লক্ষকের সূতা হয়্যাছে হে তুলা॥
[৩২]স্থল-গুণে শুন্যাছি সজাগ শাস্ত্র পড়ে।
সেই অবতীর্ণ মায়া চম্পকের তড়ে॥
কাজ নাঞী বিলম্বে সকাল কব স্নান।
তপস্যা করিলে মহী-ধন-পুত্রবান্॥
এত শুনি চাঁপাই চলিলা সর্ব্বজন।
রূপবাম গীত গান দৈমন্তী-নন্দন॥

অবধানে শুন সভে ধর্ম্ম ইতিহাস।
দু-মন কবিলে হয় ধনপুত্রনাশ॥
দু-হাতে বেতের বাড়ি নাচে রঞ্জাবতী।
বিষাদ-বরনা বাদ্য বাজায় বায়তি॥
ডাল ভাঙ্গ্যা নিল হাতে হনুমান-পোতা।[৩৩]
সামুলা আমিনী নাচে জয়পাল-সুতা[৩৪]॥

২৮। অ মকরন্দ। ২৯। অ সমন্বিত সুবণচামব গঙ্গাজল। ৩০। অ চতুর্ম্মুখী।
৩১। এই দুই ছত্রের স্থলে হ-পুথিব পাঠ এ সার ভকিতে সবে ধর্ম্মকে সিনাব। জ্ঞান অজ্ঞানের ফল তীর্থে খণ্ডাইব॥ ৩২। এই ছয় ছত্র আদর্শ পুথিতে নাই। ইহা ন-পুথির পাঠ।
৩৩। অ হাথ তুল্যা নৃত্য কবে সন্ন্যাসী ভকিতা। ৩৪। অ জয়পট্ট সুতা॥

বাক্য পড়ে পণ্ডিত ভট্ট বেদ গান।
চম্পকে করিতে স্নান রঞ্জাবতী যান ॥
চাঁপাই নদীর ঘাটে[৩৫] দিলা দরশন।
রায়টী পাথরে বান্ধা ঘাট বিলক্ষণ ॥
পলাশের বন যেন[৩৬] পরিপূর্ণ পানা।
ঘাট মুক্ত আপনি কর্যাছে ইছারানা ॥
নীরে গিয়া নাম্বিলা ভকিতা বার জন।
পূর্ব্বমুখে স্নান করে ধ্যানে বিচক্ষণ।
সঙ্গে শুয় সামুলা আমিনী রঞ্জাবতী।
চম্পক করিলা স্নান ধ্যান একমতি ॥
হরিহর বাইতি চাঁপায়ে স্নান করে।
নিয়ম ধরিল জ্ঞান নির্ম্মল অন্তরে ॥
আত্ম-পূজা আরম্ভ করিল শুভক্ষণে।
পূজার মণ্ডলী সাজে চামর চন্দনে ॥
পুথি হাতে স্বস্তি ধ্যানে[৩৭] পাঠক[৩৮] ব্রাহ্মণ।
প্রথমে গণেশ ঘট কৈল আবাহন ॥
বেদ উচ্চারিলা স্বস্তিবাচক অন্তরে।
আরম্ভিলা অর্ঘ্যদান জবাফুল নীরে ॥
অপরঞ্চ ভূতশুদ্ধি আর অঙ্গন্যাস।
সহস্রকমলে হবি পতঙ্গপ্রকাশ ॥
স্থাপিলা গণেশ পঞ্চ দেবতার পূজা ॥
বামদিকে স্থাপিলা সর্ব্বাণী অষ্টভুজা।
... ...
ফুল তুল্যা যোগাইলা সাজি মনোহর ॥
মহাপূজা আরম্ভিলা নানা ফুল ফলে।
পান ফুল বিটঙ্ক কেশুর গঙ্গাজলে ॥

মুক্তাহার আতপ তণ্ডুল তায় চিনি।
চাঁপা কলা পরিপূর্ণ উপরে সাজনি ॥
পরিপূর্ণ অমলা অবনী একাকার।
দধি দুগ্ধ পায়স অনেক উপহার ॥
চারিদিকে ভকিতা সম্মুখে রঞ্জাবতী।
দক্ষিণে বস্যাছে দ্বিজ পূজার পদ্ধতি ॥
নানা পুষ্প দিয়া পূজা করে নিরঞ্জন।
একে একে আইল উনকোটি দেবগণ ॥
পঞ্চপাত্র দুয়ারী বেতাল আবাহন।
জবা ফুলে সূর্য্য তবে সমুখে অর্চ্চন[৩৯]
গাজন বাহিরে থাকে কুবের ভাণ্ডারী।
উকদণ্ড সম্মুখে জ্বালিল সারি সারি ॥
প্রজাপতি পবন পূজিলা ডানি ভাগে।
প্রতি বোলে রঞ্জাবতী পুত্রবর মাগে ॥
ধূপধূনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার।
শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন জয়ধ্বনি আর ॥
দিন প্রতি দুইবার মিলে অর্ঘ্যদান।
সত্য অনুভাবে দেই সভাকে জানান ॥
আনন্দের সীমা নাই চাঁপায়ের ঘাটে।
সাংস্থয় ভকিতা সব জয় দিয়া খাটে ॥
সম্মুখে দাণ্ডাএ কেহ ঢুলায় চামর।
এক পায়ে দাণ্ডায়্যা কেহ মাগে বর ॥
রঞ্জাবতী রানী বলে কান্দিয়া কান্দিয়া
পুত্রবর দিবে প্রভু বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া ॥
ওহে ধর্ম্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর।
বিনয় করিয়া মাগি এক পুত্রবর ॥

৩৫। অ তীরে। ৩৬। অ চাঁপায়ের ঘাটে দেখে। ৩৭। অ সন্নিধানে। ৩৮। অ পণ্ডিত
৩৯। এই দুই ছত্র হ-পুথির অতিরিক্ত পাঠ। ৪০। অ স্থানে।

কানা হউক খোঁড়া হউক একপুত্র দিবে।
অভাগীর পূজা তুমি হাত পাত্যে নিবে॥
কাল দণ্ড দুই হাতে আগুন জ্বলে তায।
ধূনা দিতে ঐমনি জ্বলিয়া পড়ে গায়॥
চূর্ণমণি পাবকে পোড়াব সব তনু।
দিবসে দ্বিগুণ দেখি তপনের রেণু॥
রঞ্জাবতী একে একে করিছে সন্ন্যাস॥
বিষম খাজুরকাঁটা কবে সর্ব্বনাশ॥
তবে দিল আপনি ত অঙ্গ বলিদান।
পুত্রবর দেহ মোরে প্রভু ভগবান॥
আশী মণ ধূনা পোড়ে অঙ্গের উপর।
তবু দয়া না করেন দিনের দিবাকর॥
সন্নিধানে পাট ধরে সন্ন্যাসী ভকিতা।
সন্ন্যাস কর্য়াছে বেণু রাজার দুহিতা॥
মঞ্চের উপরে উঠে উচ্চ কুড়ি হাত।
দিবাকরে অর্ঘ্য দেই বহে অশ্রুপাত॥
যুগ্ম নারিকেল করে জলে জবা যুড়ি॥
তায় তুলসীব পত্র দুই হাথে কড়ি॥
উচ্চস্বরে ব্রাহ্মণ বলায বেদবাণী।
সূর্য্য পানে চাইয়া বলে রঞ্জাবতী রাণী॥
আমি অর্ঘ্য দান দিব হাথে হাথে নেও।
বিনয় করিয়া বলি পুত্রবর দেও॥
এক পুত্র বিনা দুই পুত্র নাহি মাগি।
মোর পারা ত্রিভুবনে কে আছে অভাগী॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি দেখ সব চাইয়া।
এক পুত্র দিবে প্রভু অভাগী দেখিয়া॥
আপনি জানাবে পূজা ধর্ম্মের চরণে।
লোচন থাকিতে অন্ধকার দেখি দিনে॥
[৪১]বলিতে বলিতে রানী জলে দিল ঝাঁপ।
তপস্যা দেখিয়া রানীর ত্রিভুবন কাঁপ॥
পাবক সমান বাণ হীবাতুল্য ধাব।
মাঝ-বুকে ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার॥
ধার গুরু সমুখে সত্বরে রাখি বাণ।
[৪২]অর্দ্ধচন্দ্র মাঝ-বুকে করে খান খান॥
দু-হাত তুলিয়া বাণে ঝাঁপ খায়্যা পড়ে।
জয় ধর্ম্ম বলিয়া আপনি জিব নড়ে॥
অর্দ্ধচন্দ্র মাঝ-বুকে করে খানি খানি।
কোমরে কাপড় বান্ধ্যা পাট ভাঙ্গে রানী॥
এইরূপে সন্ন্যাস কর্য়াছে সারাদিন।
আগুন-সন্ন্যাস করি মরমে মলিন॥
গতায়াত পাবকে প্রমাণ কুড়ি হাত।
ধুনাব আগুন তায যেন বজ্রাঘাত॥
গলায় জিজির বান্ধা দুই পায়ে বেড়ি।
লোহার শিকল কড়ে যায় গুড়ি গুড়ি॥
হবি বলে সন্ন্যাসী ভকিতা দুই ভাগে।
আগুনে চলিয়া যায় পুত্রবর মাগে॥
মরমে বিকল হয়্যা বলে ঘনে ঘন।
এক পুত্রবর মাগি প্রভু নিরঞ্জন॥
এত বলি আগুন উপবে আইসে যায়।
তথাপি চাঁপাই তীরে বর নাহি পায়॥
দুপাশে বিন্ধিল কাঁটা তায় দিয়া সুতা।
আইসে যায় জুড়ি হাত রাজার দুহিতা॥

৪১। ন-পুথির পাঠান্তর পুত্রধন বিনা নাহি মাগি অন্য ধনে। এত বলি অর্ঘ্য দিল অনাদ্য স্মরণে॥ সূর্য্যার্ঘ্য দান দিয়ে সাল পানে চায়। মরণেব তবে ধর্ম্ম মনেতে ধিয়ায়॥ ৪২। অ বুকে চূর্ণ করে তুর্ণ মনে নাহি আন॥

সামূলা আমিনী ঘন দেই জয় জয়।
সন্ন্যাসী ভকিতা কান্দে মনে পায্যা ভয় ॥
তবে বানী সুন্দবী মাথায় পোড়ে ধুনা।
বিটঙ্কবদনী কান্দে কবিয়া করুণা ॥
পথে ঘাটে লোক দেখ্যা[৪৩] বলে আঁট কুড়ি।
তাব পাকে ধম্মঠাকুব মাথায় ধুনা পুড়ি ॥
বাঁজি বলি গালি দেয় সহোদব ভাই।
অতেব বাসনা মনে সেবিতে চাঁপাই ॥
বংশ দেহ ধৰ্ম্ম ঠাকুব বলি উচ্চস্ববে।
এত বলি এস্যা যায় আগুন উপবে ॥
সদাই ধুনাব বান[৪৪] জ্বলিছে মাথায়।
ঝল ঝল আগুন ঝরিযা পড়ে গায ॥
জিব কেট্যা আপনি বানী বাখে কলাপাতে।
তবে জ্বালে প্রদীপ যে মাথাব মজ্জাতে ॥
ব'শেব কামনা হেতু সন্ন্যাস কবিল।
স্বপনে ধৰ্ম্মেব মায়া[৪৫] তথাপি না হৈল ॥
কতেক সন্ন্যাস কবে চম্পকেব তীবে।
রূপবাম গীত গান অনাদ্যেব ববে ॥

অহে ধৰ্ম্ম ঠাকুব দিনেব দিবাকব।
বিনয় কবিয়া মাগে বঞ্জাবতী বব ॥
কাণা হক খোঁড়া হক এক পুত্র দিবে।
অভাগীব পূজা গোসাঞী হাতে হাতে লবে ॥
আমা পাবা ত্রিভুবনে নাঞী অভাগিনী।
এক পুত্র মাগি হে পাণ্ডব[৪৬] চূড়ামণি ॥
দীনবন্ধু আপনি দিনের দিবাকর।
সত্যভাবে মাগি সভে এক-পুত্রবব ॥
বংশ বিনে হীন জন্ম বিফল ভূতলে।
পুত্রবব দেহ ধৰ্ম্ম বঞ্জাবতী বলে ॥
এত বলি অর্ঘ্য দিল ধৰ্ম্মেব সমীপ।
মাথাব উপবে জ্বলে ঘৃতেব প্রদীপ ॥
আসনে বসিয়া বানী জপে নাবাযণ।
অভাগিনীব প্রতি দয়া কব নিবঞ্জন ॥
প্রসন্ন কমলে জবা অর্ঘ্য দান দেই।
যূথি সঙ্গে পুনবপি জবা জল নেই ॥
কান্দিতে কান্দিতে দেয় ধৰ্ম্মেব উপব।
পবাণে কাতব[৪৭] হয্যা মাগে পুত্রবব ॥
এক মনে শুন সভে ধৰ্ম্মশাস্ত্র-বাণী।
সন্ন্যাস কবিল কত রঞ্জাবতী রানী ॥
তপস্যা[৪৮] কবিতে তনু হৈল অবশেষ।
তবু না পাইল রানী ধৰ্ম্মেব উদ্দেশ ॥
কেমন দেবতা ধম্ম না দেখি নযনে।
কায্যসিদ্ধি না হইল চাঁপায়েব বনে ॥
আমি খণ্ড-কপালিনী তোমাব দোষ কি।
এতদিন পোড়াইনু মাথায় ধুনা ঘি ॥
দশ দিন বৈ হইল কালি[৪৯] একাদশী।
তপস্যাব দুঃখ হৈল শশী বিন্দু নিশি ॥
চারিবিন্দু চক্রবাণ[৫০] বুকে কৈল চুব।
তবু দেখা নাঞী দিলা শ্রীধৰ্ম্ম ঠাকুব ॥

৪৩। অ জনে। ৪। অ বহ্নি। ৪৫। অ দয়া। ৪৬। অ ঠাকুর। ৪৭। অ বিকল। ৪৮। অ সন্ন্যাস। ৪৯। অ ধৰ্ম্ম। ৫০। অ খুববীর।

নতুবা বাড়িকে চল দিয়া বিসর্জ্জন।
সদাই ভরসা মনে তোমার চরণ ॥
দুঃখ পাইল সন্ন্যাসী ভকিতা অচিরাৎ।
কত আর মাথার উপর দিব হাত ॥
বচন বলিতে বানীর অঙ্গে নাহি বল।
দযা না করিলা ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥
কোথা কোন দেবতা দুরন্ত হয্যা আছে।
কত আর করুণা[৫১] করিব তব কাছে ॥
তুমি বল্যাছিলে বলি চাঁপাই নদী যাবে।
অষ্টদিনে সেখানে ধর্ম্মের দেখা পাবে ॥
বল্যাছিলে আপনি সন্ন্যাস দিলা সব।
দুঃখদশা হৈল দূর তোমার গৌরব ॥
ভারথে মহিমা শুনি ব্যাসের লিখন।
কোন গুণে সে জন দিবেক দরশন ॥
বর দিবে অনাদ্য প্রত্যয় নাঞী মনে।
ললাট-লিখিত দুঃখ না যায খণ্ডনে ॥
কাতরে করুণা বাণী বল্লাবতী কয।
শুন্যাছে সদাই ঘরে পাণ্ডববিজয় ॥
কত মুনি মর্য্যাছে তপস্যা যার জোর।
তথাপি ধর্ম্মের কেহ না পাইল ওর ॥
কোনখানে বৈসে ধর্ম্ম থাকে কোন ঠাঞী।
কলিযুগে একথা বলিতে কেহ নাঞী ॥
কেবা দেখ্যাছিলা ধর্ম্ম কেমত আকার।
জলে না স্থলে আছে নানা অবতার ॥
তপস্যাতে পাবে ধর্ম্ম যোগে লেখা আছে।
কত যুগ তপস্যা করিলে পাই কাছে ॥
দিন কত সন্ন্যাস[৫২] করিলে সভে তুমি।
সাত জন্ম তপ কৈল পুরাণেতে শুনি ॥
আর কথা বলি বানী শুন সাবধানে।
তবে তুমি নিয়মে পূজিবে নিরঞ্জনে ॥
উতঙ্ক আমার (?) গুরু বসিষ্ঠের বরে।
এক জন্ম হয্যাছিল কিরাতের ঘরে ॥
অনাদ্য পূজেন বলি নর্ম্মদার তীরে।
দেবতা সকল যত তাহার ভিতরে ॥[৫৩]
বরুণ বিধাতা ইন্দ্র দেব ত্রিলোচন।
একে একে সন্ন্যাস করিল দেবগণ ॥
সকলে আসিয়া সেবে ধর্ম্মের চরণ।
তবু নাঞী দযা করে দেব নিরঞ্জন ॥
বসুমতী ভাগীরথী জযদুর্গা দেবী।
সাবিত্রী আমিনী হৈল যত দেব-সেবি ॥
নিয়ম ধরিযা কত সন্ন্যাস করিল।
ধর্ম্ম দরশন তারা তবু না পাইল ॥
তিনবার মরুত করিল ঘরভরা।
বর্ত্তমান দেখ ধর্ম্ম পুরান দেহারা ॥
সীতা মন্দোদরী তারা সত্যের আমিনী।
এখানে পূজিল ধর্ম্ম দেখ্যাছি আপনি ॥
সভাকার সিদ্ধ হইল মনের বাসনা।
মরুত বিধাতা হৈল ইন্দ্র দিন তানা[৫৪] ॥
সত্যে পূজা কর্য্যাছিল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী[৫৫]।
গরুড়-বাহনে দেখা দিল চক্রপাণি ॥
মানব দেবতা যত জীবজন্তু[৫৬] আছে।
[৫৭] আগুনের সনে পোড়ে কেহই না বাঁচে ॥

৫১। অ করুল। ৫২। অ তপস্যা। ৫৩। অ অনাদ্য পূজিল বলে নর্ম্মদার কূলে। দেবতা সকল যত দিল পুষ্প জলে ॥ ৫৪। অ হানা। ৫৫। অ নন্দিনী। ৫৬। অ দেবর্নক। ৫৭। অ পাবকে বিস্তর যেন কিছু নাঞী কাছে ॥

ইত্যাদি অনেক আছে নানা প্রেত ভূত।
কব্যা দিল এ সব ধর্ম্মের যত দূত ॥
অনন্ত হইতে সাধ নিত্য কবি মনে।
ধর্ম্মেব মহিমা যেন গাই বাত্রি দিনে ॥
জলে স্থলে ধর্ম্মবাজ ধর্ম্ম বিষ্ণুময়।
ধর্ম্মেব নিযমে বনি সর্ব্বজন বয় ॥
তুমি সত্য পূজা বনি দিলে নিবঞ্জনে।
তথাপি ধর্ম্মেব দেখা না পাইল স্বপনে ॥
মরুত সমান বনি তোব মন দড।
পতিব্রতা সতী তুমি সভা হৈতে বড ॥
ঘটে দিয়া বিসর্জ্জন ঘব কেন যাবে।
শালে ভর দিলে তুমি পুত্রবব পাবে ॥
এই স্থানে মব যদি শালেব উপব।
অন্যথা নাহিক ইথে পাবে পুত্রবর ॥
শালে ভর দিয়া যদি হও খানি খানি।
তবে তোবে সাক্ষাৎ হইবে চক্রপাণি ॥
পড্যাছি অনেক পুঁথি দেখ্যাছি বিস্তব।
এমন না জানি কভু অকাবণে[৫৮] বব ॥
কোনখানে নিবাস নিশ্চয় নাহি জানি।
আপনি সদাই লভে আগমেব বাণী ॥
বাতাস বরুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি জন।
নিশ্চয় জানিবে বনি সেই নিবঞ্জন ॥
সত্য বাক্য বলি শুন শালে দেও ভব।
বল্যাছি এ সব বাণী নেও পুত্রবব ॥
তুমি বল প্রাণেব বদলে প্রাণ পাই।
অতেব আস্যাছি আমি সেবিতে চাঁপাই ॥
যদি জান মরমে পুত্রেব বব নিব।
আনন্দে অনাগুপূজা দুইজনে দিব ॥
ইথে ভয় আসিলে অকায্য পরিণাম।
গীত গান আনন্দে ব্রাহ্মণ রূপবাম ॥

সামুলা বলিল যদি এতেক নিশ্চয়।
বঞ্জাবতী কান্দিয়া করুণা কিছু কয় ॥
এমন মবিতে মনে শঙ্কা কিছু নাঞী।
তাব কথা কহি দিদি শুন মোর ঠাঞী ॥
আমি যদি প্রাণ দিব শালেব উপব।
কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধব ॥
সবে বলে মবিলে জীবন নাহি পায়।
তোমাব বচন শুন্যা প্রাণ উড্যা যায় ॥
শালকাঁটা আগুন বজ্রেব যেন ধাব।
ইথে ঝাঁপ দিলে নাঞী জীবনে নিস্তাব ॥
মহীতলে অনেক আছিলা যতি সতী।
মবণ জেয়াতে[৫৯] ছিল কাহাব শকতি ॥
তোমাব বদনে শুনি অসম্ভব কথা।
দুর্ব্বাসা ঋষি কপিল এসব গেল কোথা ॥
মবণ জেয়াতে[৬০] কেহ নাহি[৬১] মহীতলে।
সাত জন অমব সংসাবে সভে বলে ॥
অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমান আদি।
বিভীষণ পবশুবাম কৃপ চিবজীবী ॥
বিষম শালেব কাঁটা বুকে লাগে ডব।
তবে যদি মবি আমি শালেব উপব ॥
বিদায় দিল সামুলা আমিনী ঘব যাউ।
চাঁপাই সেবনে বনি মিছা দুঃখ পাউ ॥
কিঞ্চিৎ প্রত্যয় বনি এই বাক্য শুনি।
নয়নে সকল দেখি অন্য ভাব গুণি ॥

৫৮। অ অকালের। ৫৯। অ জিনিতে। ৬০। অ জিনিতে। ৬১। অ নাবে।

কল্যাণী মানিকী ত্নঃখ পাও অকারণ।
ঘর চল বুড়া রাজা করিতে পালন ॥
মরমে বিন্ধিল ত্নঃখ কি বলিব আর।
বংশ নাঞী পাল্য স্বামী দেখিতে পুনর্ব্বার ॥
ধিক যাউ বিধাতা এতেক ত্নঃখ লিখে।
আঘাত কপালে হানে সর্ব্বলোকে দেখে ॥
সন্ন্যাসী ভকিতা শুন আমার বচন।
নিজ ঘরে চল ঘটে দিয়া বিসর্জ্জন ॥
পুত্রবর পাব বড় মনে সাধ ছিল।
আপনি বিধাতা তায় বিসর্জ্জন দিল ॥
সত্যের সামুলা তুমি বুঝ পরিণাম।
মনে কর ময়না মন্দিবে অনুপাম ॥
প্রাণেব সমান ভাই শুন ইছারানা।
বন কাট্যা ত্নঃখ পাইলে ঘুচাইযা পানা ॥
পুত্রবব নাঞী পাই শালে গিয়া মরি।
মনে পুনর্ব্বার জীব হেন সাধ করি ॥
কি কহিব কাহারে এ বচন অগাধ।
এমন বয়সে মরি বিধাতার বাদ ॥
এমন বয়েসে মরি বিধি সঙ্গে বাদ।
পুত্র দরশনে বড় মনে ছিল সাধ ॥
এত বলি করুণা করেন[৬২] রঞ্জাবতী।
সামুলা আশ্বাস করে স্থির কর মতি ॥
শালে যদি মরিবে মরণে নাঞী ভয়।
আপনি তোমার কাছে দিতে চাই জয় ॥
কল্যাণী মানিকী বলে ঘর নাঞী যাব।
তুমি মৈলে ত্নইজনে চামর ঢুলাব ॥
তিন দিন থাকিব ধর্ম্মের মুখ চায়্যা।
নহে প্রাণ ত্যজিব গরল খাইয়া ॥
বিনয় করিয়া বলে ইছারানা হাড়ি।
তুমি বিসর্জ্জন দিলে নাঞী যাব বাড়ী ॥
সকায দেখিব ধর্ম্ম বড় সাধ মনে।
তুমি বনি মরিলে প্রাণ ধরিব কেমনে ॥
সন্ন্যাসী ভকিতা বলে এখানে মরিব।
তোমাকে ছাড়িয়া কেহ[৬৩] ঘর নাঞী যাব ॥
এত বলি পরে সভে তুলসীর মালা।
ধুনার আগুন জলে ঘূর্ণিত অচলা ॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি পড়ে ঘনে ঘন।
সন্ন্যাসী ভকিতা মনে চিন্তি ত মরণ।
শালে ভর দিতে রঞ্জা হৈল আগুয়ান।
সঙ্গের কামিলা শাল ত্বরিৎ যোগান ॥
জযধ্বনি দেই সভে ঘণ্টার বাজন।
বারটী ভকিতা মনে ডরাল্য মরণ ॥
ধৰ্ম্মেব মায়া যে কহন নাঞী যায়।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥
রূপবাম গীত গান ললাটের লেখা।
পলাশনের মাঠে ধর্ম্ম যারে দিল দেখা ॥

এক পুত্র বিনা রানী শালে ভর দেই।
সঙ্গে আছে কামার সমুখে শাল নেঞী ॥
তেকাটা উপরে শাল পাতিল কামার।
মেঘনাদ যজ্ঞের পাবক যেন ধার ॥
ধিক ধিক আগুন জ্বলিয়া উঠে তায়।
উপরে উড়িয়া যেতে মক্ষিকা না পায় ॥

৬২। অ কান্দেন। ৬৩। অ ধর্ম্ম নাঞী বব দিলে।

সূর্য্য পারা জ্বলিছে ছ-কুড়ি শাল-কাঁটা।
সারি গাঁথা তায় দিল গামারের পাটা॥
রঞ্জাবতী আপনি শালের পূজা করে।
সিন্দুর রঙ্গন জবা শোভিত উপরে॥
শাল-কাঁটা বেড়িয়া জবার মাল্য দিল।
পূর্ব্বমুখে রঞ্জাবতী বলিতে লাগিল॥
কুশে চাঁপাএর জল দিলা তিনবার।
তুমি সত্য নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার॥
সত্যযুগে ধর্ম্মের পণ্ডিত এক ছিল।
তোমার মহিমা সেই পুরাণে লিখিল॥
কালরূপী হল্যা হরি ফলের কারণ।
নতুবা কলুষহরা লিখে সর্ব্বজন॥
কেহ বলে শাল-কাঁটা কেহ বলে কাল।
হিমালয়ে পূজা দিল পণ্ডিত বেতাল॥
ভূত প্রেত পিচাশ সভাই হৈল জড়।
তোমা হৈতে মুক্তি যে পায়্যাছে সব দড়॥
আমি বড় অভাগিনী নহ প্রতিকূল।
নম নম বলিয়া বিস্তর দিল ফুল॥
দণ্ডবৎ অনেক করিল জোড়হাথে।
তখন সামুলা বলে রঞ্জার সাক্ষাতে॥
ভয় নাঞী অর্জ্জুনসারথি মনে কর।
রাম কৃষ্ণ বলিয়া শালেতে দেহ ভর।
জগৎমণ্ডলে যদি কীর্ত্তি যশ রয়।
পরকালে অবশ্য তাহার কার্য্য হয়॥
দীনবন্ধু মনে কর গঙ্গা নারায়ণ।
সভে একদণ্ড দুঃখ এসব মরণ॥
মরণ-সময়ে যদি নারায়ণ বলে।
কাঞ্চনের বিমানে বৈকুণ্ঠপুরী চলে॥

অজামীল সদৃশ সংসারে পাপী নাঞী।
কেমনে এড়াইল সেই শমনের ঠাঞী॥
এ কার্য্য সাধিলে হব বংশ উপনীত।
কাজ নাঞী বিলম্বে বলিব কত নীত॥
এত শুনি উঠে রানী মঞ্চের উপর।
পুনর্ব্বার বিনয়ে জানাল দিবাকর॥
মোর পারা অভাগিনী ত্রিভুবনে নাঞী।
সভে এক বংশ মাগি শুন হে গোসাঞী॥
এক পুত্র কারণে এমত[৬৪] জন্ম যায়।
সূর্য্য-অর্ঘ্যদান দিয়া শাল পানে চায়॥
শক্তি নাঞী শালের উপরে ভর দিতে।
দু-হাত তুলিয়া তায় পড়ে আচম্বিতে॥
শালের উপরে ভর দিলা দড়বড়ি।
ঝুপ কর্য্যা ঝাঁপ দিল শাল হৈল ভেড়ি॥
বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার।
খানি খানি হৈল রানী রক্ষা নাহি আর॥
নাকে মুখে রুধির ভাসিল চারি ভাগে।
মরিতে মরিতে মনে পুত্রবর মাগে॥
সর্ব্বতনু বিন্ধিল রক্তের কুলকুলি।
সামুলা আমিনী দেই জয় হুলাহুলি॥
কল্যাণী মানিকী মুখে গঙ্গাজল দেই।
সন্ন্যাসী ভকিতা মুখে রামনাম নেই॥
নড়িতে না পারে শালে ত্যজিল পরাণ।
হরি বলে সন্ন্যাসী ভকিতা বিদ্যমান॥
পুত্রের কারণে মৈল শালে ভর দিয়া।
সূর্য্যের সাক্ষাৎ হত্যা উত্তরিল গিয়া॥
দুই প্রহরের রবি হইয়াছে উদয়।
তার পথ আগুলিয়া স্ত্রীহত্যা রয়॥

৬৪। অ মনুষ্য।



বুকেতে বাজিল শাল পৃষ্ঠে হৈল পার,
খানি খানি হৈল রানী রক্ষা নাহি আর।

[পৃ ১৮



আড়ুয়্যা করিল পাছে ডানিদ্দিগে বাসা, পুবানো জাঙ্গালে নাহি জীবনেব আশা।

[illegible]

স্ত্রীহত্যা কালীবর্ণ কালকুটী পারা।
পিঙ্গল নয়ন দুটি অস্থিচর্ম্মসারা॥
ঘুরে ঘুরে ঐমনি উলঙ্গ হয়্যা নাচে।
[৬৫]শীঘ্র অকস্মাৎ শব্দ সূর্য্যদেব কাছে॥
আকাশপাতাল মুখ দেখি লাগে ত্রাস।
রথের উপরে রবি করিতে চায় গ্রাস॥
বাম হস্ত তুল্যা নাচে দক্ষিণ হস্ত বুকে।
দন্ত-কড়মড়ি দেই সূর্য্যের সমুখে॥
থাক থাক সকল বচনে হায় হায়।
গুড়িগুড়ি স্ত্রীহত্যা আগুএ পাছুয়॥
পূর্ণরাকা সদৃশ রথের ঝলমলি।
দেখিতে দেখিতে রথ হয়্যা গেল কালি॥
চূড়ায় চামর চারু ধ্বজা উড়ে তায়।
আচম্বিতে ঐমনি যে রথ পুড়্যা যায়॥
কালীবর্ণ রথ হৈল ঘোড়া আর রবি।
অরুণ সারথি হৈল জলধর-ছবি॥
সূর্য্যের সাক্ষাতে বলে অরুণ সারথি।
শালে ভর দিয়া মৈল রানী রঞ্জাবতী॥
পুত্রের কারণে মৈল চাঁপায়ের বনে।
তার হত্যা তূর্ণগতি আগুলিল গনে॥
নৃত্য করে সমুখে তুলিয়া দুই বাহু।
যোগ পাল্যে বলুরন্ত যেন হয় রাহু॥
বিমান হইল কালি তোমার বরণ।
অনুমান করে পারা অকালে গ্রহণ॥
মহা অন্ধকার হৈল অপরঞ্চ কি।
এসব অনর্থ করে বেণুরায়ের ঝি॥
অরুণের বচন শুনিঞা দিবাকর।
মনঃকথা মনে মনে চিন্তিলা বিস্তর॥
পুণ্যবান্ হয়্যা যেবা পাপকর্ম্ম করে।
কলিযুগে সে পাপ আমার রথে ধরে॥
তুমি আমার সারথি অরুণ ছোট ভাই।
কিবা কাজ বিস্তর[৬৬] ধর্ম্মের সভা যাই॥
কেহ কেহ ইচ্ছাসুখে মরে গঙ্গাজলে।
তাহা দেখি তরাসে বিমান নাহি চলে॥
বিমাতা সহিত কেহ বৈসে একাসনে।
কালি-বর্ণ রথখান হয় দিনে দিনে॥
ধিক ধিক এসব বিষয়ে নাহি কাজ।
এত বলি সূর্য্য চলে ধর্ম্মের সমাজ॥
একে সূর্য্য আগুন দ্বিগুণ দুঃখ মনে।
বিমান রাখিয়া যান বৈকুণ্ঠভুবনে॥
সর্ব্বতনু সচঞ্চলে সর্ব্বলোকে দেখে।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম্ম মনের কৌতুকে॥
সারি সারি বস্যাছে উনকোটী দেবগণ।
কোপে কম্পমান সূর্য্য দেখিলা তখন॥
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ হইল নিশবদ।
আপনি ঠাকুর তবে পাঠাল্য নারদ।
ঢেঁকী চড়্যা চলিল নারদ মুনিবর।
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

ধর্ম্মের আদেশে নারদ মহামুনি।
মায়ারূপে আইলেন সূর্য্যের সরণি॥
বেনা গাছে জট বান্ধ্যা গড়াগড়ি যায়।
কোপে কম্পমান সূর্য্য দেখিবারে পায়।
সূর্য্য মনে জানিল নারদ মহাযতী।
কিমর্থে না জানি তবে এতেক দুর্গতি॥
দ্বিতীয় অসুখ নাঞী ধূলায় ধূসর।
দুর্গতি দেখিয়া দুঃখে ভাবে দিবাকর॥

৬৫। খ কুৎসিত আকার দেখি বিমানের কাছে। ৬৬। অ বিষয়ে।

[illegible] নারদের দাড়ি ।
অসুরে বান্ধ্যাছে পারা দিয়া ঝুঁটি-নাড়া ॥
যেখানে সেখানে বসি ভাবেন উপায় ।
দেবতা দেখিয়া পথে পড়িলা মায়ায় ॥
মরিলা নারদ মুনি হইলা নিদান[৬৭] ।
বন্ধন করিল চুল তনু হতজ্ঞান ॥
দয়া কর্যা আপনি অঙ্গের ঝাড়ে ধুলা ।
নারদ চিন্তিলা মনে কন্দলের বেলা ॥
কম্পমান মহামুনি বলে ডাক দিয়া ।
তপস্যা ভাঙ্গিলি বেটা কিসের লাগিয়া ॥
বেনা গাছে চুল বেন্ধ্যা আমি তপ করি ।
মনে মনে জপি আমি চতুর্ভুজ হরি ॥
তোমার উপরে আমি ব্রহ্মশাপ দিব ।
আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা সংসারে জানিব ॥
এ বোল বলিয়া হাথে নিল গঙ্গাজল ।
সূর্য্য সবিনয় করে মরমে বিকল ॥
ব্রহ্মশাঁপ বৈ[৬৮] পাপ নাঞী ত্রিভুবন ।
ব্রহ্মশাঁপে মৈল সব সগরনন্দন ॥
কৃষ্ণের দুয়ারী জয় বিজয় কুমার ।
ব্রহ্মশাঁপে অসুর হয়্যাছে তিনবার ॥
তপস্বী হৈলে গোসাঞী ক্ষমা দেহ মনে ।
দু-জনে হৈল প্রীতি প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
দেবতা সমুখে গিয়া দিলা দরশন ।
রবি দেখি উঠিলা যতেক দেবগণ ॥
আপনি চঞ্চল প্রভু অনাথের নাথ ।
দিবাকর বলেন শিরেতে তুলি হাত ॥
শালে ভর দিয়া রানী রঞ্জাবতী মৈল ।
প্রাণিগন্ধ অবতীর্ণ বাসি মড়া[৬৯] হৈল ॥
পুত্রের কারণে মৈল এই তার পণ ।
পুত্রবর দিতে চল প্রভু নিরঞ্জন ॥
তিন দিন নিধন জাম্বুকে পাছে নেই ।
সামুলা সেখানে থানা নিরবধি দেই ॥
চল চল আপনি বিলম্বে নাহি কাজ ।
পিতামহ সঙ্গে নেহ আর দেবরাজ ॥
লহ প্রভু[৭০] বিশাই কামার এত দূর ।
তবে পুত্রবর দিতে চলিলা ঠাকুর ॥
বৈকুণ্ঠ রাখিয়া ধর্ম্ম চলিল চাঁপাই ।
সুবর্ণবিমানে বসি যান ধাওাধাই ॥
পুত্রবর দিতে বড় হইল অভিলাষ ।
দেখা দিলা উসৎপুরে রাখিলা আকাশ ॥
উসৎপুর দেখিয়া চাঁপায়ে রথ যায় ।
কত গণ্ডা কাঞ্চনকিঙ্কিণী বাজে তায় ॥
ঝুনুঝুনু রথখান পরিপূর্ণ বোলে ।
মন্দমন্দ আপনি ধর্ম্মের রথ চলে ॥
হেন বেলা ব্রাহ্মণ দরিদ্র মনোহর[৭১] ।
বড় অপমান পাইল সাত ভায়্যার ঘর ॥
ব্রহ্মহত্যা ধর্ম্মের উপরে দিতে চায় ।
রথে বস্যা ধর্ম্মরাজ দেখিবারে পায় ॥
এক মহাপাতকে বলিতে নাহি স্থল ।
ব্রহ্মহত্যা দিবি কেন তার কথা বল ॥
কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ মনোহর কয় ।
সারাদিন ভিক্ষা মাগি তবু নাহি হয় ॥
সাত ভায়্যার ঘরে বড় পাইনু অপমান ।
ভিক্ষা নাহি দিল ভাগ্যে এড়ানু পরাণ ॥
এক মাগী তার ঘরে আছে দস্যী রাঁড়ী ।
পাছু পাছু কুকুর ছোবায় তাড়াতাড়ি ॥

৬৭ । অ অজ্ঞান । ৬৮ । অ সম । ৬৯ । অ কণ্ডপ । ৭০ । অ পুত্র । ৭১ । অ হরিহর ।

চাল কড়ি নষ্ট হৈল ছড় গেল বুকে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ ধর্ম্মের সমুখে॥
তোমার চরণে গোসাঞী মাগি এই বর।
মোর দৃষ্টে উড়ে যাউ সাত ভায়্যার ঘর॥
ধর্ম্মরাজ বলে দ্বিজ অই বর দিল।
সাত ভায়্যার ঘর মুখে ঐমনি[৭২] চলিল॥
ব্রাহ্মণের দৃষ্টে সব ঘর উড়ে যায়।
উল্কাপাত বিজলী ঝনঝনা পড়ে আয়॥
ঘটি বাটি উড়ে যায় পড়িল অনলে।
সর্ব্বনাশ রাঁড় হেতু সর্ব্বলোকে বলে॥
কত গণ্ডা উড়ে গেল ধানের মরাই।
বাড়ি বাড়ি লাঙ্গল ধর‍্যাছে সাত ভাই॥
আপনি হালের হাল্যা করে হুড়াহুড়ি।
অনুক্ষণ বেড়িয়া বিনাশ হয় কড়ি॥
তিলের মরাই উড়ে কাপাসের মালু।
রাখার সহিত কত উড়ে গেল চালু॥
সাত ভাই ঠেঙ্গাঠেঙ্গি আপনা-আপনি।
পরিধান বসনে পড়িল টানাটানি॥
কত গণ্ডা উড়ে গেল ধানের মরাই।
উচ্চস্বরে বসিয়া কান্দিছে সাত ভাই॥
উলঙ্গ হইয়া কান্দে সূর্পণখা রাঁড়ী।
প্রাণপণ ধরিয়া রাখিল খুদ-হাঁড়ি॥
ধর্ম্ম বলে বর দিয়া অকার্য্য করিল।
পুনরপি তাহারে আপনি ধন দিল॥
সম্পদ বাড়িল পুন ধর্ম্মের কৃপায়।
সাত ভায়্যা বর দিয়া ধর্ম্ম ঠাকুর যায়॥

চাঁপাই দক্ষিণ দিকে দিল দরশন।
ঝলমল রথখান নির্ম্মল রতন॥
রূপরাম গীত গান অনাদ্যকিঙ্কর।
কলমে বসিয়া খেলা করে মায়াধর॥

মনোহরে বর দিয়া ধর্ম্মের পয়ান।
চাঁপায়্যার সমুখে রহিল রথখান॥
আপনি কিঙ্কিণী বাজে কনকরচিত।
সারি সারি সেখানে দেবতা উপনীত॥
শঙ্কর বৈরাগী আইল বৃষে আরোহণ।
গরুড়ে চাপিয়া তথা আইলা নারায়ণ॥
সহস্রলোচন দেখা দিলা ঐরাবতে।
অসুর আইলা তথা অম্বরের পথে॥
তবে আইল পবন বরুণ হুতাশন।
রবি উপনীত তথা সহস্রকিরণ॥
বিদ্যাধরী সুন্দরী যতেক বিদ্যাধর।
অনাদ্য-সমুখে যত বসিল অমর॥
এইরূপে বসিলেন সব দেবগণ।
রানী রঞ্জাবতী দেখি বলিলা বচন॥
আপনি বিধাতা বলে শঙ্কর-সমুখে।
পুত্র-হেতু সুন্দরী মর‍্যাছে এই দুঃখে॥
পাঁচ মুখে বাখানে আপনি বিশ্বপতি।
পাঁচ মুখে বাখানিল ধন্য রঞ্জাবতী॥
এই সব কামনা ইত্যাদি নাহি জানে।
কেবা এই তপস্যা করিল কোন খানে॥
সাবিত্রী-ইন্দ্রাণী দেবী করে হায় হায়।
বংশ হেতু কেবা কোথা এত দুঃখ পায়॥
অরুন্ধতী কন্যা বলে অসম্ভব দেখি।

৭২। অ সত্বরে।

কোন কার্য্যে অকালে মরিলা চন্দ্রমুখী ॥
উর্ব্বশী কমলা বলে বুকে মারি৭৩ ঘা।
পুত্রের কারণে মরে অভাগিনী মা ॥
আনে বলে এই সব অনাদ্যের মায়া।
নিদারুণ ধর্ম্মের তখন হৈল দয়া ॥
বর দিতে আপনি চলিলা নিরঞ্জন।
পায়ে ধরি উলূক করেন নিবেদন ॥
দেবতা হইয়া দেখা দিবে কত জনে।
অঘোর বাদল কর চাঁপাএর বনে ॥
আজ্ঞা কর আপনি দেবতা কারিকরে।
ঘর গড়্যা রাখে যেন পদ্ধতি উপরে ॥
এ সব তোমার মায়া এহা নাঞী মনে।
বিশ্বকর্ম্মা বলি ধর্ম্ম করিল স্মরণে ॥
বিশ্বকর্ম্মা বলি ধর্ম্ম স্মরণ করিল।
অমরা নগরে বিশাই অন্তরে জানিল ॥
ধাওাধাই বিশাই চরণে করি ভর।
বচন বলিতে পাইল চম্পক নগর ॥
এস বাছা বিশ্বকর্ম্মা নেহ ফুল পান।
ইতিমধ্যে মায়াঘর করহ নির্ম্মাণ ॥
অর্দ্ধপথে আপনি গড়িবে মায়াঘর।
তথা গিয়া থাকিব সন্ন্যাসী হরিহর ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা নিল ফুল পান।
রচিল বিচিত্র ঘর পুরটসন্ধান ॥
ইন্দ্ররাজ বলি ধর্ম্ম স্মরণ করিল।
আসিয়া ত ইন্দ্ররাজ দরশন দিল ॥
পান নেহ শুন ইন্দ্র আমার বচন।
এ মায়া-বাদল কর চম্পক-ভুবন ॥
অনুমতি পাইল যদি দেবতার রায়।
জলধর সহিত চম্পক দেশে যায় ॥
বায় নাঞী বাতাস নাঞী ঘন আইসে জল।
আচম্বিতে মায়াতীর্থে এ মায়া বাদল ॥
হুড হুড দুব দুব ডাকে চমৎকার।
ঘন জল বরিষে বজ্রের পারা ধার ॥
কুল কুল শবদ গগনে বিপরীত।
পর্ব্বত কাঁপিল ঝড়ে অবনী-সহিত ॥
বড বড গাছ তোলে মাটী হৈতে গোড়া।
শাল তাল তেঁতুল সকল হৈল মুড়া ॥
একা নদী হৈল সাত সহস্র সাঁতার।
তরঙ্গে তরঙ্গে গুরু সুমেরু সোসার ॥
বিপর্য্যয় বন্যা আইল বন হইল নদী।
এ সব ধর্ম্মের খেলা নাঞী জানে বিধি ॥
ধর্ম্মের গাজনে তবে দেখা দিল জল।
ঝড়ে শীতে কম্পমান ভকিতা সকল ॥
মায়া ঘরে লুকাইল পরাণে বিকল।
চতুর্দ্দিগে চায়্যা দেখে পরিপূর্ণ জল ॥
দ্বিজবর ভঙ্গ দিলা সেতাই পণ্ডিত।
সিংহাসন জলে ভাসে ধর্ম্মের সহিত ॥
ভাসিল গণেশ ঘট পণ্ডিতের পুঁথি।
সাগর দাখিল হৈল গাম্ভারের পাটি ॥
কল্যাণী মানিকী দাসী থাকে দুই পাশে
শাল-কাঁটা সহিত সুন্দরী জলে ভাসে ॥
তবে বর দিতে প্রভু করিলা গমন।
দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তী নন্দন ॥

৭

॥ লাউসেন-জন্ম পালা ॥[১]

ঝড় বরিষণে বড় চম্পক আঁধার।
রথ-ভরে দেখিল ঠাকুর করতার ॥
নিদ্রাগত হইল দাসী কল্যাণী মানিকী।
ধবল চামর হাথে সদা হাস্যমুখী ॥
গগনে রহিলা বীর বিমান সহিতে।
আপনি ঠাকুর যান পুত্রবর দিতে ॥
নিজ রূপ ঠাকুর তেজিয়া সেইখানে।
[২]ব্রহ্মচারী বেশে যায় রানী বিদ্যমানে ॥
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী অরুণবসন।
রঞ্জার সমুখে গিয়া দিলা দরশন ॥
দয়াময় ঠাকুর করেন হায় হায়।
মুখ হইতে রুধির চরণে বয়্যা যায় ॥
শালের উপরে ঝাঁপ দিয়্যাছে নিভয়।
বেটার কারণে কেবা এত শাস্তি সয ॥
এত বড তপস্যা রাবণ[৩] করে নাঞী।
হেঁট-মাথা হয়ে ভাবে অনাদ্য গোসাঞী ॥
শাল হৈতে ধর্ম্ম ঠাকুর তোলেন আপনি।
নিদারুণ কাঁটাগুলা জ্বলন্ত আগুনি ॥
হাথে ধর‍্যা তুলিতে ঐমনি গল্যা পড়ে।
দুধারি শালের কাঁটা অস্থি নাঞী ছাড়ে ॥
অনেক যতনে ধর্ম্ম খসাইল কাঁটা।
সাজিব অমর-গলে যোগসিদ্ধ-পাটা ॥

গল্যা পড়ে ঐমনি ঈষৎ পচা গন্ধ।
প্রভুর পরশে হইল পদ্ম মকরন্দ ॥
সেইখানে বান-জলে করাইল স্নান।
গায়ের সহস্র শোভা ধরিল উজান ॥
মনে হৈল রঞ্জাকে অবশ্য বর দিব।
আপনার মহাপূজা আপনি সাধিব ॥
কুশ জল জপি মুখে উচ্চারিল মন্ত্র।
দেখিতে দেখিতে রঞ্জা পাইল পূর্ব্ব তনু ॥
পঞ্চভূত আত্মা বৈসে যার যথা-স্থান।
অঙ্গের সহস্র শোভা ধরিল উজান ॥
মর‍্যাছিল রঞ্জাবতী পাইল পরাণ।
শূন্য-ভরে লুকাইল ঠাকুব নারায়ণ।
প্রাণ পায়্যা রঞ্জাবতী চারি পানে চায়।
দেবতা অসুব এক দেখিতে না পায় ॥
কেবা দিল প্রাণদান চাম্পায়ের তীরে।
প্রাণ দিল যদিস্যাৎ বর দেউ মোরে ॥
প্রাণ দিয়া তবে যদি নাঞী দেয় বর।
পুনরপি হত্যা এই তাহার উপর ॥
হত্যা দিতে রঞ্জাবতী হাথে নিল ক্ষুর।
হেন কালে হাথে ধরে দয়াল ঠাকুর ॥
বর মাগ রঞ্জাবতী আমি দিব বর।
নিশ্চয় বলিল আমি প্রভু মায়াধর ॥

১। ন-পুথির পাঠ একেবারে স্বতন্ত্র। তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।
২। অ আচম্বিতে ব্রাহ্মণমুরতি বিদ্যমানে ॥ ৩। অ দেবতা।

যে বব মাগিবে তুমি সেই বব দিব।
মনেব বাসনা তোর সফল করিব॥
কলিযুগে দেখা দিল আনন্দহৃদয।
কান্দিতে কান্দিতে বানী বঞ্জাবতী কয়॥
নিবেদন ঠাকুব তোমার দুই পায়।
রূপবাম ফকির ধর্ম্মেব গীত গায়॥

নিবেদন কবি প্রভু তোমার চবণে।
তুমি ধর্ম্ম ঠাকুব আমি জানিব কেমনে॥
বলিতে উচিত মনে না কবিবে ক্রোধ।
যদি দেখি চতুর্ভুজ মনেব প্রবোধ।
যেইরূপ হয়্যাছিলে দ্রৌপদীর কাছে।
সেইরূপ দেখিতে আমাব সাধ আছে॥
নতুবা যেরূপ হৈলে পাবিজাত-হবণে।
সেইরূপ দেখিব ঠাকুব নিবজনে॥
করুণা কবিয়া বলে বঞ্জাবতী বানী।
আচম্বিতে চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি॥
আজানুলম্বিত-মাল্য দুর্ব্বাদল-শ্যাম।
চবণে পডিয়া কান্দে কোটী মুনিবাম॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতাব পৌর্ণমাসী তিথি।
নাসিকাশিখবে শোভা কবে গজমোতি॥
ঠাকুর বলেন সতী শুন মন দিয়া।
চতুর্ভুজ রূপ দেখ নয়ান ভরিয়া॥
বিমুখ আছিল বানী সমুখ হইল।
গরুড-বাহনে দেখি কান্দিতে লাগিল॥
লোটায়্যা ক্রন্দন কবে অঝোর-নয়ান।
বব মাগ বঞ্জাবতী বলে ভগবান॥
যে বর মাগিবে তুমি সেই বর দিব।
মনের বাসনা তোব সফল কবিব॥

বিশেষ বলিলা যদি অনাথের নাথ।
বঞ্জাবতী বলেন জুডিয়া দুই হাথ॥
কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জা বলএ বচন।
বিপাক তোমাব মায়া জানে কোন জন॥
বালক বাছুব চুরি হৈল বৃন্দাবনে।
একরূপ অনন্ত আপনি নাবায়ণে॥
আপনি বালক হৈলে আপনি বাছুব।
শিঙ্গা বেণু হাথে নডি চবণে নূপুব॥
বিধি-অগোচব মাযা আমি কোন ছাব।
দযা কব ঠাকুব দিনের দিবাকব॥
তোমাব সাক্ষাতে গোসাঞী মাগি পুত্রবব॥
বাঞ্ছা বাদ দিল ভাই দববাব ভিতব॥
কান্দিতে কান্দিতে বানী বিশেষ বলিল।
ঠাকুব বলেন আমি পুত্রবব দিল॥
লাউ নাঞী থায়্য বঞ্জা লাউ নাঞী রুয্য।
পুত্র হৈলে নাম তাব লাউসেন থুয্য॥
যেই মহা-ঋষি দিবে মকবে উদয়।
সেই হবে বঞ্জাবতী তোমাব তনয়॥
বাসর বঞ্চিয়া যাবে কালিনীব স্নান।
নারিকেল ভাসিয়া আসিব বিদ্যমান॥
বড নাবিকেল ভাঙ্গ্যা সূর্য্য-অর্ঘ্য দিও।
ছোট নারিকেল বামা আপনি খাইও॥
বঞ্জাবতী বলে মনে না হয় প্রত্যয়।
মনেব মরম বলি শুন মহাশয়॥
চাম্পাই ঈশানে ঐ নিম্বতরু মবা।
সত্য যুগে তরু ছিল কলিযুগে ধবা॥
ফলে ফুলে যদিস্যাৎ ঐ গাছ দেখি।
পুত্র কোলে বংশ পাই মনে হয় সাক্ষী॥

আচম্বিতে মায়া করে ভকতবৎসল।
মরা তরু প্রাণ পাইল করে ঝলমল ॥
জীবন্ত হইল তরু নানা ফল ধরে।
কাঁচা পাকা সম ফুল ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
গাছে ডাকে কোকিল দক্ষিণ দিকে বসি।
সঘনে উগারে মধু চঞ্চলে রূপসী ॥
জামীর উত্তর ডালে মকরন্দ আম।
নারিকেল সমুখে গুবাক আর জাম ॥
প্রতিভাব ধর্ম্মের দেখিল রঞ্জাবতী।
কান্দিয়া বলিছে পুন বিনয়-ভারতী ॥
অতি বৃদ্ধ পতি মোর না পারে উঠিতে।
অনাদ্যের পদে বলে কান্দিতে কান্দিতে ॥
আমার বয়স লঘু অতি বৃদ্ধ পতি।
বাসর বঞ্চিতে আর নাহিক শকতি ॥
ঠাকুর বলেন রঞ্জা বাক্যে দেহ মন।
উপলক্ষ্য বিনা কার্য্য না হয় কখন ॥
বুড়া স্বামী সঙ্গে তুমি বঞ্চিবে বাসর।
মদন পাঠাইয়া দিব বলে মায়াধর ॥
সাবিত্রী সমান হইয়ে ধর্ম্মে থাকুক মতি ॥
বাসর বঞ্চিবে সুখে সঙ্গে নিজপতি ॥
এত বলি অনাদ্য হইলেন অন্তর্ধান।
রথে চড়ি সত্বরে বৈকুণ্ঠ গিয়া পান ॥
ঝড়বৃষ্টি দূর হৈল ঝঞ্জনা চিকুর।
চম্পকে বাদল ছিল সব হৈল দূর ॥
রঞ্জাবতী বর পাইল দেখিল গোসাঞী।
সন্ন্যাসী ভকিতা যত হৈল এক ঠাঞী ॥
পাএ ধরি বিনয় বলিছে কোন জন।
তুমি মাত্র নয়নে দেখিলে নারায়ণ ॥
সভাই বঞ্চিত হৈল তুমি ভাগ্যবতী।
নয়নে দেখিলে ধর্ম্ম অর্জ্জুন-সারথি ॥[৪]
এত বলি চাঁপায়ে আনন্দ বড় হৈল।
রঞ্জাবতী রানী ঘটে বিসর্জ্জন দিল ॥
খসাল্য গলার পাটা ভাঙ্গিল নিয়ম।
ধর্ম্মপূজা দেখিলে পালায়্যা যায় যম ॥[৫]
তিনবার চাঁপায়ে করিল প্রণিপাত।
নৌকার উপরে তুল্যা নিল দ্রব্যজাত ॥
দণ্ড ধরি নৌকায় বসিল কত নায়্যা।
ঘর যান রঞ্জাবতী পুত্রবর পায়্যা ॥
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি নৌকার উপরে।
বাহিল চাঁপাই নদী এ দুই প্রহরে ॥
ধর্ম্মদহ বাহিল তরণী প্রাণপণে।
পাতাল হইতে জল উঠিছে গগনে ॥
রাজবাটী সমুখে দক্ষিণে বৃন্দাবন।
সলিলে কুম্ভীর ভাসে পর্ব্বত যেমন ॥
নৌকার উপরে বাজে কাড়া আর শিঙ্গা।
কালিনী গঙ্গার ঘাটে দেখা দিল ডিঙ্গা ॥
দেখিতে দেখিতে পাইল ময়না নগর।
বিদায় হইয়া সন্ন্যাসী ভকিতা গেল ঘর ॥
নানা ধনে সভাকার হৈল পুরস্কার।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বারে বার ॥
আশীষ করিয়া সভে গেলা নিজালয়।
বন্দিএ মউরভট্ট রূপরাম গায় ॥

৪। এই পর্য্যন্ত কেবলমাত্র আদর্শ পুথিতে আছে। ৫। অ সংজাত সহিত রানী করিল গমন।

রাজাকে ভেটিতে রানী রঞ্জাবতী যায়।
রঞ্জাবতী স্বামীর সমুখে গিয়া রয় ॥
প্রণাম করিয়া বলে জুড়ি দুই কর।
চাঁপাই ভুবনে আমি পাইল পুত্রবর ॥
শুনিয়া বলেন রাজা এ বড় জঞ্জাল।
বসিলে উঠিতে নারি অতি বৃদ্ধকাল ॥
ডাকাডাকি বারতা বলিল কানে কানে।
রঞ্জাবতী বসিল রাজার বিদ্যমানে ॥
হাতাড়িয়া বুড়া রাজা গায়ে দিল হাত।
বলিতে লাগিল রাজা রঞ্জার সাক্ষাৎ ॥
তোমা না দেখিয়া প্রাণ কেমন কেমন করে।
পঞ্চদশ দিন তুমি নাই ছিলে ঘরে ॥
চাঁপায়ে বিলম্ব হইয়াছে দশ দিন।
বংশে কেহ নাহি মোর তোমার অধীন ॥
ধর্ম্মের কৃপায় যদি কোলে বংশ হয়।
বুড়া রাজা হাথে ধরি বলে সবিনয় ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা আছে নানা ঠাঞী।
তোমা বিনা সে ধন আমারে সাজে নাঞী ॥
যত যত রম্ভা কলা সকলি তোমার।
হস্তী বল অশ্ব বল যত কিছু আর ॥
তুমি মোর বাড়ীতে লক্ষের ঠাকুরাণী।
রঞ্জাবতী বলে আমি কিছুই না জানি ॥
স্বামী সঙ্গে আনন্দে বসিয়া কুতূহলে।
বড় সুখে ভোজন করিল সন্ধ্যাকালে ॥
সকালে সারিল যদি রন্ধন ভোজন।
কল্যাণী মানিকী রামা ডাকেন তখন ॥

শুন গো কল্যাণী তোরে উপদেশ কই।
মানিকী আমার দাসী প্রেতরাজ বই ॥
স্বামী সঙ্গে শয়ন করিতে সাধ যায়।
সাজাইবে বাসঘর এই তোমার দায় ॥
পতি সঙ্গে বঞ্চিলে অবশ্য পুত্র হয়।
সর্ব্ব অন্ধকার-বাজি কেহ কার নয় ॥
ধন কড়ি যত বল সব অন্ধকার।
কোলে না থাকিলে বংশ দিবসে আন্ধার ॥
দারুণ বিধাতা বন্ধ্যা ভাঙ্গে আর গড়ে।
কতেক বলিব আর সব মনে পড়ে ॥
অদ্যৈব স্বামীর সঙ্গে বঞ্চিব বাসর।
এত শুনি দুই দাসী গেল বাসঘর ॥
অতি বড় বিচক্ষণ কল্যাণীর পাটি।
ধরিয়া ময়ূর-ঝেটা তায় দিল ঝাঁটি ॥
পাড়িয়া শীতলপাটি পূর্ণ পরিমাণ।
তার উপর পাতিল রূপার খাটখান ॥
দোসারি নেহালি পাড়ে নাম গঙ্গাজল।
শিরীষের ফুল হৈতে দ্বিগুণ নির্ম্মল ॥
আসে পাশে বালিশ মেথলা তায় দোলে।
তরণি উজ্জ্বল যেন বিষ্ণুপদতলে ॥
উপর মশারি চালে লোহিত অম্বর।
কত শত নিতম্বিনী ঢুলায় চামর ॥
অতি শুভ্র শয্যা হৈল যেন দুগ্ধফেন।
রানী সঙ্গে শয়ন করিব কর্ণসেন ॥
শীতল চন্দন চুয়া রাখে বাটি বাটি।
পানগুয়া পরিপূর্ণ নানা পরিপাটি ॥
শিয়রে রাখিল চাঁপা নাগেশ্বর মালা।
রসদীপক জ্বালিল দিবস হৈতে আলা ॥

মল্লিকা রঙ্গন কেয়া রাখে নানা ফুল।
শয্যার গৌরবে অলি সহজে ব্যাকুল ॥
বাসঘর নির্ম্মাণ করিল দুই চেড়ি।
শয্যার উপরে আগে যায় গড়াগড়ি ॥
শয্যা দেখি মানিকী ধরিতে নারে মন।
তার পাকে গড়াগড়ি দিল দুইজন ॥
রাখিল শীতল জল পরিপূর্ণ ঝারি।
বুড়া রাজার কাছে গিয়া বলিছে
কিঙ্করী ॥
কানে কানে বাক্য বলে ডাগর ডাগর।
শয়ন করিতে রাজা যাও বাসঘর ॥
দুই তিন ডাক দিলে এক ডাক শুনে।
দু-হাতে দু-দাসী ধরিল কর্ণসেনে ॥
বড় পুণ্যে চল্যা যায় দুই এক পায়া।
টল্যা পড়ে দু-দিগে বদনে নাহি রায়া ॥
বাসঘরে বড় পুণ্যে দরশন দিল।
শয্যায় বসিয়া রাজা শয়ন করিল ॥
একে শয্যা সুশীতল বিশাল-কুসুম।
শয়ন করিতে বুড়া রাজা গেল ঘুম ॥
শয়ন করিয়া রাজা থাকে বাসঘরে।
রঞ্জাবতী রানী হেথা নাসবেশ করে ॥
দাসী এন্যা যোগাইল অভরণ-পেঁড়া।
আপনি ঘুচায় তার দড়বন্ধ দড়া ॥
বাম হাথে খসাইয়া রাখে তাড়বালা।
অলঙ্কার-কিরণ পতঙ্গ হতে আলা ॥
বাসর বঞ্চিতে রানী করে নাসবেশ।
সুবর্ণ চিরনী দিয়া আঁচড়িল কেশ ॥
কাঞ্চনেতে যদি বান্ধে কঠিন কবরী।
তায় মল্লিকার মালা দিল সারি সারি ॥

অলকা তিলকা দিল কপালে সিন্দুর।
মাঞ্জন করিয়া রামা পরে কর্ণপূর ॥
পাশলি উপরে পলা দোসতি তেসতি।
রসকাঁটি পরে কত তাহার সংহতি ॥
পরিল অপূর্ব্ব তাড় যার নাহি মূল।
তাহাতে কতেক শোভা চিন্তামণি ফুল ॥
দুই করে দিল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আগে কড়ে রাঙ্গা রুলি রবির কিরণ ॥
শঙ্খের উপরে বাজুবন্ধ চারি ছড়া।
নাপান করিতে চাহে দিয়া হাতনাড়া ॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি।
বেণুরায়ের কন্যা বঞ্জা পরিল কাঁচলি ॥
নানাবর্ণ অবতার কাঁচলি-লিখন।
লিখিয়াছে সমুখে কালারি নিধুবন ॥
চারি দিকে লিখন গোপিনীগণ নাচে।
রাধা চন্দ্রাবলী লেখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ॥
তরুলতা বিস্তর শোভিত কুঞ্জবনে।
দানখণ্ড লেখা আছে তাহার দক্ষিণে ॥
সারি সারি গোপিনী মথুরাপুরে যায়।
দানের কারণে হরি আপনি রহায় ॥
কানাঞী বলেন দান দেহ গোপের ঝি।
কোথা লয়্যা যাও তুমি ঘোল দুগ্ধ ঘি ॥
দান দিয়া যে কিছুর বস্ত গিয়া নায়।
এত বলি দুই ভাণ্ড দুগ্ধ কাড়ি খায় ॥
যতেক নবনী ছিল মুয়ে নিঞা ঢালে।
এ সব লিখন যত কাঁচলির চালে ॥
তার সেইখানে লেখা পারিজাত-হরণ।
ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যবে [হৈল] রণ ॥

কাঁচলি উপবে লেখা নানা অবতাব।
কালিয়-দমন লেখা জগতেব সাব ॥
তার সেইখানে লেখা আছে পক্ষগণ।
সাবস কোকিল কাক খঞ্জনী খঞ্জন ॥
চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুক টেঠ্যাবি।
কৃষ্ণবর্ণ বাউস লিখন সাবি সাবি ॥
ধাওক ধাওকি চিল বঘু কালমুখী।
আড়াই বুডি ডিম কোলে ফুকবে ডাহুকী ॥
সরল কবল কাক মণিময় ভাষা।
দলপিপি কাম্য ডাকে নলবনে বাসা ॥
ধুনা ভারুই উডিতে ব্যালিশ নাদ পুবে।
ধানহুলি ধানেব উপবে খেলা কবে ॥
বাতুড তপস্যা কবে উৰ্দ্ধ দুই পায়া।
মউব পেখম ধবে পেয়্যা মেঘ-বাযা ॥
পায়রা ঘুঘু লিখা আছে বুডি ছয়।
রায়মনি শালকী ভাবথ-কথা কয় ॥
এমন কাঁচলিখানি হাসিযা পবিল।
রঞ্জাবতী বলে ভাল বেশ হয্যা গেল ॥
বাছিয়া বসন পবে নাম গুযাগুটি।
বাইশ গজ বসন বাঁ হাতে লয় মুঠি ॥
নাসেব উপবে বেশ তায় দিল চুযা।
নাপান করিয়া খাইল গোটা দশ গুযা ॥
চবণে নূপুব দিল অঙ্গে সুধাকব।
শয়ন কবিতে বামা যায় বাসঘব ॥
চবণে চবণে যান রঞ্জা চন্দ্রমুখী।
পাছু গোডাইল দাসী কল্যাণী মানিকী ॥
পানের বাটা জলেব ঝাবি দু-জনেব কবে।
উতরিল রঞ্জাবতী শযনমন্দিরে ॥

তবে যদি বাসঘবে দিল দরশন।
দূবে হৈতে স্বামী দেখে যেন নাবায়ণ ॥
নিদ্রা যান বুড়া রাজা আপনার মনে।
পালঙ্কে হেলান দিয়া বৈসে সেইখানে ॥
সন্নিধানে বসিযা স্বামীব পানে চায়।
নূপুবেব সাড়া দেই শুন্যা নাঞী যায় ॥
শিয়বে বসিয়া বামা চিন্তেন তখন।
কিবা জানি মায়া দেবনিদ্রায় অচেতন ॥
কদাচিৎ নাঞী পায় সোযামীব সাড়া।
নেডে চেডে দেখে যেন ছয় মাসেব মডা ॥
সুন্দবী শিয়বে বসি কবে অনুমান।
শীতল চন্দন চুয়া ছিল সন্নিধান।
পবিপূর্ণ গুলে দেই বুডা বাজাব গায়।
দ্বিগুণ বাডিল নিদ্রা গডাগডি যায় ॥
শীতল চন্দন তাহে যুবতীব হাত।
বড ঘুমে পাগল হইল ক্ষিতিনাথ ॥
মনে কবে সুন্দবী এমন কেন হল্য।
হেন বুঝি বাসঘবে বুড়া বাজা মৈল ॥
এত মনে চিন্তা কবি স্বামীবে চিযান।
গা তোলো গা তোলো গোসাঞী খাও গুয়াপান ॥
খাইয়া লাজেব মাথা হাথে ধবি তুলে।
আকাশেব পাথব পডিলে যেন গলে ॥
ঘন ঘন কঙ্কণ ঝঙ্কাবে ডানি কানে।
সঘনে নূপুব সাড়া দেই ঘনে ঘনে ॥
কামে হয্যা কাতব কঠিন চক্ষে চায়।
অসম্ভব মনে কবে কি হবে উপায় ॥
পবন-পয়ান নিশি পোহাইয়া যায়।
মিছা হৈল যে বোল বলিল ধর্ম্মরায় ॥

প্রভাত হৈলে নিশা পুত্র নাকি হব।
কল্যাণী মানিকী বলে কি বুদ্ধি করিব ॥
কর্ম্মসিদ্ধি নাঞী হয় উপলক্ষ বিনে।
মিছা দুঃখ পাইল গিয়া চাঁপাই ভুবনে ॥
ব্যথা পাইয়া কান্দে রামা হইয়া আকুল।
আছিল লভ্যের আশা হারাইল মূল ॥
এত শুনি কল্যাণী মানিকী কিছু কয়।
শুন ঠাকুরাণী সত্য বলিল নির্ভয় ॥
ঘুমে হয় কাতর এসব হইল ভাটি।
পানের বোটা ছিড়ে স্বামীর কানে দেও কাটি ॥
পরিহাস বচন বলিল দুই দাসী।
ধর্ম্মরাজ মনে করে রঞ্জা ত রূপসী ॥
বুড়া স্বামী কোলে করি ধর্ম্ম মনে করে।
দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়ের বরে ॥

একমনে শুন সভে ধর্ম্ম-ইতিহাস।
দুই মন করিলে হয় ধন পুত্র নাশ ॥
বাসঘরে সুন্দরী চিন্তেন নিরঞ্জন।
এবার উদ্ধার কর ময়না ভুবন ॥
তোমার বচন মিথ্যা নাই কোন কালে।
আপনি দিয়াছ বর চাঁপাই নদী কূলে ॥
মনে ধর্ম্ম স্মরণ কবিল তিন বার।
হেন বেলা বৈকুণ্ঠে জানিল কবতার।
অন্তরযামিনী ধর্ম্ম জানিল তখন।
রঞ্জাবতীর বাসঘরে পাঠাল মদন ॥
আগে আসে বসন্ত মদন পাছআন।
ময়না নগরে গিয়া হৈল অধিষ্ঠান ॥
কাঁচ হল্য কাঞ্চন কাঞ্চন হল্য কাঁচ।
বসন্তের বাতাসে বহ্নির গর্ভ গাছ ॥
কোকিলের শব্দ শুনি ভ্রমর ঝঙ্কারে।
ময়না আকুল হৈল নানা অবতারে ॥
জরা হৈল যুবক যুবক হৈল আল।
মন্দ মন্দ সদাগতি লোকে বলে ভাল ॥
আপুনি মদন গিয়া বাসঘর পায়।
দুরন্ত বাতাস লাগে বুড়া রাজার গায় ॥
নিদ্রাভঙ্গ বুড়া রাজা উঠিল তখন।
ষোল বৎসরের যেন হৈল মদন ॥
হেন বেলা রঞ্জাবতী পশ্চাৎ হইল।
কর্ণসেন বুড়া রাজা বসন ধরিল ॥
বিনয়বচন বলে টানাটানি করে।
আমার সমুখে বৈস পালঙ্ক উপরে ॥
ঘব বাড়ী তোমার যতেক মালমাত্তা।
যুবতী সহিত বুড়া যোড়ে নানা কথা ॥
শঙ্খ আছে সুন্দর উপবে কেন টেড়ি।
বাজুবন্দ গড়াতে ভাণ্ডারে নাঞী কড়ি ॥
পঞ্চাশ মোহর রানী হাথে হাথে নেও।
পানগুয়া সাজিযা আপনি হাথে দেও ॥
এত বলি হাথে ধরি কাছে বসাইল।
গন্ধফুল পায়্যা যেন ভ্রমর মাতিল ॥
মুখে মুখে যুগলে যুগলে দুইজন।
রতিসুখ বিলাস করিল একমন ॥
কালঘামে ছারখার সীঁথার সিন্দুর।
কানের নিকটে বাজে পায়েব নূপুর ॥
মরমে পাইল ব্যথা রাণী রঞ্জাবতী।
অনুচিত বিরলে বঞ্চেন সুখে রতি ॥
পারি নাঞী রঞ্জাবতী বলে তিন বার।
কাঁচলি হইল দূর ছিঁড়ে গেল হার ॥

মদন বসন্ত হৈল বৈকুণ্ঠে বিদায়।
পতি সঙ্গে রঞ্জাবতী বাসরে ঘুমায ॥
বাসঘরে রাজা রানী রহিল শয়ন।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখে প্রভু নিবঞ্জন ॥
বামরাত্রি পোহাইল কোকিল কাডে বা।
শয়ন তুলিয়া কর্ণসেন তুলে গা ॥
ঝাবি হাথে কর্ণসেন কবিল পয়ান।
বাহিব দলজে বৈসে কবিযা দেওান ॥
বাসঘবে রঞ্জাবতী নিদ্রায় অচেতন।
শিয়বে বসিয়া দাসী চিওান তথন ॥
ঘন ঘন বলে গা তোল ঠাকুবাণী।
চাবি দণ্ড বেলা হৈল মুখে দেও পানি ॥
এত শুনি রঞ্জাবতী অন্তুহিত হয়্যা।
স্নান কবিবাবে যান ঈষৎ হাসিয়া।
তৈল আমলকী নিল কল্যাণী মানিকী।
কালিনী গঙ্গাব ঘাটে গেল চন্দ্রমুখী ॥
পাথবে বসিয়া কবে অঙ্গেব মার্জ্জনা।
সমহিত সুন্দবী মাজিল রূপা সোনা ॥
স্নান কবে বঞ্জাবতী চাবি পানে চায।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম্ম দেখিবারে পায় ॥
ঠাকুব বলেন শুন যত দেবগণ।
বঞ্জাবতীব গর্ভে জন্ম নিব কোন জন ॥
পশ্চিম উদয় দিতে আছে কাহার শকতি।
অংশ-অবতাবে কেবা যাব বসুমতী ॥
এক দণ্ড এহাব বিলম্ব নাহি সয়।
কলিযুগে দিতে চায় পশ্চিম-উদয় ॥
ধর্ম্ম বলি কলিযুগে না জানিল জীব।
কত আব উদ্ধার কবিব সদাশিব ॥
রাম-নামে পাতকী কতেক হৈল পাব।
তথাপি না হৈল ধর্ম্ম-পূজার প্রচার ॥
এত যদি বলিল আপনি ধর্ম্মবায়।
আচম্বিতে চিন্তা গুরু দেবতা-সভায় ॥
সহস্রলোচনে বলে বিধাতাব কানে।
এসব ধর্ম্মেব খেলা এহা কেবা জানে ॥
অবনী আসিতে সভে শঙ্কা কবে মনে।
অশেষ পাতক গুরু সওাল ভুবনে ॥
এত শুনি শঙ্কব চিন্তিল অসম্ভব।
হেটমুখে সেখানে দেবতা থাকে সব ॥
উলূক বলেন গোসাঞী শুন মন দিয়া।
কশ্যপ-নন্দন মহী দেহ পাঠাইয়া ॥
ব্রহ্মাব শকতি নাহি পশ্চিম-উদয় দিতে।
লাম্বাদিত্য যাবেক অবনী জন্ম নিতে ॥
মহামুনি বঞ্জাব জঠবে জন্ম নিব।
জগতে জন্মিলে সেই পশ্চিম-উদয় দিব ॥
সে দিব পশ্চিম-উদয় হাকণ্ডে ভিতব।
কলিযুগে পূজা তুমি পাবে প্রতি ঘব ॥
এত বলি আনে তথা কশ্যপ-নন্দন।
জোডহাথে বলিছে ঊনকোটী দেবগণ ॥
বসুমতী যাত্রা কব কশ্যপ-তনয়।
তুমি দিবে কলিযুগে পশ্চিম-উদয় ॥
এত শুনি জীবন তেজিল গঙ্গাজলে।
শুভক্ষণে যাত্রা কবে সয়াল মণ্ডলে ॥
ছোট নাবিকলে তাব বাখিল জীবন।
ডুই নারিকল হাতে নিল নারায়ণ ॥
হনুমানে তথন বলেন ডাকিয়া।
বঞ্জাবতী স্নান করে ঐ দেখ চায়্যা ॥

রঞ্জাবতী বিশেষ আমার ব্রতদাসী।
তুমি চল মরতে সসাক্ষ্য (?) ভালবাসি॥
ভাসাইবে নারিকেল রঞ্জাবতীর কাছে।
এতে বংশ জন্মিব ললাটে লেখা আছে॥
এত শুনি হনুমান করিল পয়ান।
ভাসাইল নারিকল রঞ্জা বিগুমান॥
উজান ভাসিয়া যায় দুই নারিকল।
রঞ্জাবতী রানী দেখি হাসে খল খল॥
আপুনি তো রানী দুই নারিকল ধরে।
ডুব দিতে উলট-কমল পাইল করে॥
বড় নারিকল ভাঙ্গ্যা সূর্য্য-অর্ঘ্য দিল।
ছোট নারিকল রামা আপুনি খাইল॥
গর্ভবাসে জন্ম নিল কশ্যপ কুমার।
মরমে মোহিত হৈল ময়না নগর॥
আনন্দ মজিল লোক অবতার-ভাবে।
জমহিত (?) কমল সঞ্চয় হৈল যবে॥
রানী রঞ্জাবতী গেল আপনার ঘর।
দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়ের বর॥

তবে যদি জন্ম নিল কশ্যপনন্দন।
আনন্দিত হইল যতেক দেবগণ॥
প্রথম মাসের গর্ভ হয় কিনা হয়।
জগতে যুগল মাসে কানাকানি কয়॥
তিন মাসে চুয়াইল নৌতন জীবন।
চারি মাসে নাহি চলে দুখানি চরণ॥
অঙ্গনা-সমাজে রঞ্জা মাথা করে হেট।
হাত বুলাইয়া দেখে কেহ বলে পেট॥
গর্ভ-হেতু রূপ বাড়ে দিবসে দিবসে।
পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খাইল পঞ্চ মাসে॥
কর্ণসেন বলে রাণী তুমি মোর প্রাণ।[৬]

৬। অতঃপর আদর্শ পুথি খণ্ডিত। নিম্নে পরিশিষ্টে মুদ্রিত ন- ও পা-পুথির পাঠে সম্পূর্ণ পালা দ্রষ্টব্য।

[পরিশিষ্ট]

॥ জন্ম পালা ॥

কান্দিয়া আকুল হইল ভকিতা সন্ন্যাসী।
সামুলার পায়ে ধরি বলে তুই দাসী ॥
সাংস্থর ভকিতা সব চরণে লোটায়।
কোন রূপে কেমনে দেখিলে ধর্ম্মরায় ॥
ঝড় হইল ঝঞ্চনা বাদল বিপরীত।
নহলী বাতাস তায় নিদারুণ শীত ॥
এমন বাদল দেখি কাব ছিল জ্ঞান।
সবাই দেখিতে আইলাম সেই ভগবান ॥
বিনয় করিয়া রানী রঞ্জাবতী কয়।
কান্দিতে কান্দিতে বলে অতি সবিনয় ॥
সাক্ষাৎ দেখিলাম ধর্ম্ম চতুর্ভুজ বেশ।
মন-বাঞ্ছা পূর্ণ হইল চল যাই দেশ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর ঘটে বিসর্জ্জন দেও।
সাবধানে সভাই পূজার দ্রব্য নেও ॥
বচন বলিতে সভে বিলম্বন হইল।
সামলিয়া দ্রব্য যত নৌকায় তুলিল ॥
সাবধানে তুলিল ধর্ম্মের রথঘর।
কলধৌত বস্ত্র তায় ধবল চামর ॥
চন্দন কাঠ নিল চুয়ার ভাজন।
নৌকায় বসিল ঘটে দিয়া বিসর্জ্জন ॥
আবাহন ঘটে রানী বিসর্জ্জন দিল।
চাম্পাই গঙ্গার ঘাটে ধূল ভাসাইল ॥
নৌকায় নাবিক বস্থা বলে রাধানাথ।
হরি হরি বলিয়া চলিল সাঙ্গজাত ॥

কাজল-বরণ জল করে মিসমিস।
দেখিয়া পরাণ উড়ে যেন কাল-বিষ ॥
উজান বাহিতে নৌকায় বড় দুঃখ পায়।
হাথে প্রাণ কর্‌য়া তবে তরঙ্গ এড়ায় ॥
বাহ্ বাহ্ নাবিক বলিছেন লঘুতব।
রাঙ্গামেট্যা কেরয়াল ঝুমকী ঘাগর ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তরণী তপন।
নাবিক সুজন বড় সাবধানে যান ॥
রাখিল তুবন্ত দহ তরঙ্গ গভীব।
তবণী উপবে জল উঠে এক তীব ॥
নাবিক সকল বলে মন কথা নাঞী।
রঞ্জাবতী মনে করে শ্রীধর্ম্ম গোসাঞী ॥
জাহাজ দ্বিগুণ দেখি তরণীব আড়া।
বাহিল উজান-ভাটী দারিকেশ্বর ছাড়া ॥
সত্য যুগ হইতে উজান-ভাটী বয়।
বামেতে বিনন্দপুব[1] বাড়ী চারি রয় ॥
ডানি বামে অপরূপ দেখিল দেউল।
লক্ষ্মীনারায়ণ দেখে পাযে পদ্মফুল ॥
সমুখ দক্ষিণভাগে থাকে উসৎপুব।
তথা হইতে ময়না দু ক্রোশ সভে[2] দূর ॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি শুনিতে সুন্দর।
কহিতে বলিতে পাইল ময়না নগর ॥
দেখিতে ভাঙ্গিল দেশ ছোট বড় লোক।
রঞ্জাবতী দরশনে পাশরিল শোক ॥

১। পা-পুথি বিনোদবাটী। ২। পা-পুথি পঞ্চাশ ধনু।

আনন্দে আইল বন্ধু-বান্ধবের কুল।
সভাকে আশিষ দিল চাঁপায়ের ফুল ॥
নাটগীতে সভাই পাইল নিকেতন।
কেহ বলে সকায় দেখিল নিরঞ্জন ॥
সামুলা আমিনী আদি হইল বিদায়।
রাজাকে ভেটিতে রানী রঞ্জাবতী যায় ॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন বসিয়া আলয়।
চারিদিকে নফর চাকর অতিশয় ॥
সেইখানে রঞ্জাবতী করেন প্রণিপাত।
সমুখে দাণ্ডায় রানী বুকে জোড় হাথ ॥
চাঁপাই সেবন হেতু হইল এতদিন।
বর পেয়্যা বাড়ীকে আস্যাছি দণ্ড তিন ॥
অনেক সঙ্কটে বর দিল নিরঞ্জন।
শুনিঞা সন্তোষ বড় নৃপতির মন ॥
রাজা বলে কেমনে হইল বরদায়।
রঞ্জাবতী হাথে ধরি জিজ্ঞাসেন রায় ॥
ধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥[৩]

রঞ্জাবতী বলে রাজা করিনু ধর্ম্মের পূজা
পরিপূর্ণ হইল বার দিন।
চাঁপাই বৈকুণ্ঠস্থল দৈব তার অনুবল
তপস্যা করিনু রাত্রি দিন ॥
সাজিল ধর্ম্মের যাত সন্ন্যাসী ভকিতা সাথ
হরিহর সামুলা আমিনী।
কুলপুরোহিত গুরু জ্ঞান যার কল্পতরু
নিরাহার দিবস রজনী ॥
পুরাণপদ্ধতি মত পূজা দিল কত শত
নাঞী পাই ধর্ম্মের উদ্দেশ।
অব্যয় ধুনার রেণু দাহন করিনু তনু
জীবন হইল অবশেষ ॥
তায় বড় পাইল্য দুখ তিলেক নাঞীক সুখ
শালে ভর দিনু পরিণাম।
হৃদয়ে বাজিল কাল পিঠে পার হইল শাল
দৈব-হেতু বিধি হল্য বাম ॥
সূর্য্যের উদয়হীন শালে মরে তিন দিন
ঝড় বৃষ্টি ঝনঝনা বিধান।
ঠাকুর দিলেন প্রাণ চতুর্ভুজ নারায়ণ
সাক্ষাৎ দেখিলাম ভগবান ॥

৩। পা-পুথি রূপরাম গীত গান ধর্ম্ম যার সখা। পলাসনের বিলে ধর্ম্ম যারে দিল দেখা ॥

দিল গোসাঞী পুত্রবর আনন্দে আস্যাছি ঘর
ইহাথে অন্যথা কিছু নাই।
রূপরাম গান গীত সর্ব্বলোক হরষিত
সখা যার অনাদ্য গোসাঞী ॥

কর্ণসেন বলে রঞ্জা তুমি মোর প্রাণ।
জাতি কুল সম্পদ জীবন জ্ঞান ধ্যান ॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন ময়নার নাথ।
হাতাডিয়া দিলেন রঞ্জার গায় হাথ ॥
প্রবাল মুকুতা হীরা আছে নানা ঠাঞী।
তোমা বিনা সে ধন আমারে সাজে নাঞী ॥
কমলবদন তোমার মুখে বৈসে অলি।
আজি বড কৌতুকে করিব রসকেলি ॥
তুমি মোর বনিতা বিশেষ ভাগ্য বড।
সদাই ধর্ম্মের পায় তোর মন দড ॥
মোর মনে সদাই তোমার বাক্য শুনি।
বাসর রঞ্জির সুখে সরস রজনী ॥
রাজার বচন শুনি রানী দিল সায়।
কল্যাণী মানিকী শুন্যা হেস্যা পাক[8] যায় ॥
উলাসিত সংসার আনন্দ বড মন।
সকাল করহ সাঙ্গ রন্ধন ভোজন ॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ রস্যা মন হরে।
রঞ্জাবতী রানী বলে মানিকীর তরে ॥
মানিকী প্রাণের দাসী সদাই গৌরব।
দুঃখজ্বালা দূর হল্য তোমা হৈতে সব ॥
সদাই তোমার বাণী জীবন উপায়।
স্বামী সঙ্গে শয়ন করিতে সাধ যায় ॥
বিরহবচন শুনি সদা হাস্যমুখী।
বাসঘরে দেখা দিল কল্যাণী মানিকী ॥
বিনোদ মন্দির ঘর করে ঝলমল।
চারি চাল ছাউনী চামর গঙ্গাজল ॥
নানা চিত্র পামরি উপরে লেখা ফুল।
বিকশিত পদ্ম পুষ্প তায় অলিকুল ॥
ঘর দেখি মনে মনে মাতিল মনোজ।
কল্যাণী মানিকী নারে ধরিতে ধৈরজ ॥
পবিত্র করিল ঝাড়ি বিচক্ষণ পাটি।
ময়ূরপালক ঝাটা ঘরে দিল ঝাটি ॥
পাতিল শীতলপাটি তায় সাবধান।
তায় পুন রাখিল অপূর্ব্ব খাটখান ॥
পুরটের পাছাড়া ঝাপি অপিল খাটে।
চারিখুরা পালঙ্কে দেখিতে ভাল ঠাটে ॥
গঙ্গাজল নেহালী তায় পাতে চারি থর
উপরে মশারি টাঙ্গে লম্বিত চামর ॥
দুপাশে সিথানা রাখে শিয়রে বালিশ।
ছ-কুড়ি চাঁপার মালা কাঞ্চন সদৃশ ॥
নৌতন মল্লিকা কেয়া পরিপূর্ণ খোরা।
পদ্মের সৌরভ তায় চন্দনের ঝারা ॥
ঝারি ভর্যা রাখিল শীতল গঙ্গাজল।
কাঞ্চন বাটিতে রাখে চন্দন শীতল ॥

৪। পা-পুথি লাজে গুড়ি গুড়ি।

বাসঘরে শয়ন করিব কর্ণসেন।
নির্ম্মাণ করিল শয্যা যেন পয়-ফেন ॥
মনোহর বালিশ রাখিল স্থকোমল।
বিনোদ মন্দিরে শয্যা করে ঝলমল ॥
খণ্ড চিনি মণ্ডা রাখিল উপহার।
নারিকেল লাড্ডু খণ্ড চাঁপা কলা আর ॥
ষোল কলা পূর্ণ হইল শয়নমন্দিরে।
রাজাকে বচন দাসী বলে ধীরে ধীরে ॥
ডাগর বচন দাসী বলে ডাক দিয়া।
বাসঘরে ভূপতি শয়ন কর গিয়া ॥
দুই তিন ডাক দিলে এক ডাক শুনে।
উঠিতে বসিতে নারে বিস্তর যতনে ॥
অনেক যতনে কর্ণসেন তোলে-গা।
কদাচিৎ চলে রাজা দুই এক পা ॥
দুই দাসী রাজার ধরিল দুই করে।
অনেক যতনে রাজা গেল বাসঘরে ॥
চলিতে না পারে রাজা কাঁপে থর থর।
শয়ন করিল গিয়া খট্টার উপর ॥
[মনে বড় স্থখ পাইল মল্লিকা কুস্থম।
শয়ন করিতে বুড়া রাজা গেল ঘুম ॥
ঐরূপে নিদ্রাগত নাই পাই সাড়া।
গঙ্গাজলে ভাসে যেন দু মাসের মড়া ॥[৫]]
বাসঘরে শয়ন করিল নরপতি।
নাস বেশ করে [হেথা] রঞ্জা রূপবতী ॥
[শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞী যায়।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥[৫]]

বয়স-গৌরবে রসে নানা পরিপাটি।
সমুখে যোগায় দাসী সিন্দুরের বাটি ॥
নারায়ণতৈল চুয়া চন্দন লেপনি।
অলঙ্কার পরিল গলায় গরুড়মণি ॥
নাসবেশ করে রানী রঞ্জা বিদ্যাধরী।
হীরামন মতি দিয়া দিব্য শোভা করি ॥
পুরটের থোপা দিয়া বান্ধিল স্থন্দর।
তুসতি চাঁপার মালা তাহার উপর ॥
মদনমোহন তায় মল্লিকার ঝারা।
সিঁথীর সিন্দুব জবা দক্ষিণেতে বারা ॥
চন্দনের রেখা দিল সিন্দুরের কোলে।
উদয়পতঙ্গ শশী এক ঠাঞী জ্বলে ॥
মোহন কাজল দিল চন্দনের ফোটা।
গগনে ঈষৎ যেন কাদম্বিনী ঘটা ॥
নযানে পরেন বানী মোহন-কাজল।
চিনি-চিনি করে যেন সাপেব গরল ॥
আনন্দে পরেন রানী অষ্ট অভরণ।
সিন্দুরে মাজিয়ে রানী দেখিল দর্পণ ॥
পরিপূর্ণ মাল্য পরে আর রসকাটি।
পয়োধর-হাব সাজে বড পরিপাটি ॥
বাসঘরে অভিলাষে নাসবেশ করে।
আনন্দহৃদয় নানা অলঙ্কার পরে ॥
বদনসৌরভে অলি পায় পদ্মগন্ধ।
তাডের উপরে পরে জোড়া বাহুবন্ধ ॥
শঙ্খের উপরে দিল স্থবর্ণের চুড়ি।
কড়েতে অমূল্য ঝাপা ভালে ভঙ্গ ঢেড়ি ॥

৫। পা-পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশ নাই।

যতনে পরিল রানী কনক-অঙ্গুরী।
সাই সঙ্করে তায় তরণি বিজরী॥
পায়ে শোভে পাশুলী অপূর্ব্ব পাতামল।
রসালী নূপুর বাজে সহজে উজ্জ্বল॥[৫]
লক্ষ টাকার কাঁচুলি করিল পরিধান।
বিচিত্র লিখিল তায় ভারত পুরাণ॥
[বসুদেব বন্দিখানা কংস-কারাগারে।
চরণে ডাড়ুকা দড কপাট দুয়ারে॥
বন্দিখানা দুসর দৈবকী ঠাকুরাণী।
বন্দিঘরে জন্ম নিল দেব চক্রপাণি॥
চতুর্ভুজ অবতার বনমালা গলে।
বিপাকে দেখিযা কৃষ্ণ বসুদেবে বলে॥
এই দণ্ডে নন্দের মন্দিরে মোবে নেও।
যশোদাব কন্যা লইযা কংসঘরে দেও॥
কহিতে বলিতে কৃষ্ণ বালকমূবতি।
বসুদেব গোকুলে চলিলা রাতারাতি॥
সূর্য্যের নন্দিনী পথে আকুল যমুনা।
সেই পথে সারথি হইল ত্রিলোচনা॥
সেই পথ জলে একা বসুদেব যান।
কোলেতে আছিলা কৃষ্ণ পডিলা নিদান॥
হায় হায় করে দ্বিজ না দেখে নন্দন।
পুনরপি দেখা দিল দেব নারায়ণ॥
তবে দ্বিজ নন্দের মন্দিবে দবশন।
এই সব কাঁচলিতে ভারথ লিখন॥
কৃষ্ণ রাখি কন্যা লইয়া করিল গমন।
দৈবকীরে কন্যা লইয়া দিলেক তখন॥
কোলে দিতে কান্দে দুর্গা কৃষ্ণের ভগিনী।
প্রহরী দুয়ারে জাগে অপরূপ শুনি॥
বারতা পাইতে কংস আল্য কারাগারে।
দৈবকীর কন্যা নিল পাবক-সঞ্চারে॥
পাথরে আছাড় মারে দুয়া নাই মনে।
হাতে হৈতে জয়দুর্গা উঠিলা গগনে॥
গগনে উড়িয়া দেবী ডাক দিয়া বলে।
জন্মিল তোমার অরি নন্দের গোকুলে॥
এত বলি ভবানী হইল অন্তর্ধান।
রূপবাম ফকির ধর্ম্মের গীত গান॥

এই সব লিখন আছয়ে সেইখানে।
তবে লেখা ভারখণ্ড তাহার দক্ষিণে॥
সাবি সারি গোপিনী মথুবা বিকে যান।
কদম্বতলায় কৃষ্ণ মুবলী বাজান॥
রাধা বাধা বলি কৃষ্ণ বাজান মুবলী।
সেই পথে বিকে যান বাধা চন্দ্রাবলী॥
মাথায় পসরা ভাল তায় দুগ্ধ ঘি।
কৃষ্ণ বলে দান দিবে গোওালার ঝি॥
প্রতিদিন আইস যাও দান নাহি পাই।
কোথা যাবে বাজাব জগাত আমি হই॥
রাধা কানু বসের ঝকড়া বয্যা যায়।
বাডিল বসেব খেলা কদম্বতলায়॥
বড়াই বলে কৃষ্ণ ভাল নহে এই কাজ।
গোকুল মজাবে পারা বাডাইবে লাজ॥
ভাগীরথী জন্মিলা যমুনা যার পায়।
সে কানু গোপীর কোলে নাচিয়া বেডায়॥

৫। অতঃপর পা পুথিতে অতিরিক্ত
গলায় গরুড়মণি যার মূল্য নাই। নাকমাছি নাকে দিল মায়্যার বড়াই॥

গোপিনী সকল নাচে বাজায় রবাব।
কৃষ্ণ দেখি নাচিতে নাচিতে হয় ভাব॥
তাহার দক্ষিণে লেখা আছে পক্ষগণ।
সারস কোকিলী কাক খঞ্জনী খঞ্জন॥
চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুকা টেঠারী।
কৃষ্ণবর্ণ রাতুলবরণ সারি সারি॥
ধাতুকা ধাতুকী চিল রঘু কালমুখী।
আড়াই বুড়ি ডিম কোলে ফুকরে ডাহুকী॥
সরল করল কাক মণিময় ভাষা।
দল-পিপী ডাকে দলবনে তার বাসা॥
গোদা ভারুই গগনে গোবিন্দগুণ গায়।
ধাগা ভারুই উড়ি উড়ি ধুলায় লোটায়॥
বাদুড় তপস্যা করে উর্দ্ধ দুই পা।
ময়ূর পেখম ধরে পাইয়া মেঘ-রা॥
খয়রা খুঙ্গুব লেখা আছে বুড়ি ছয়।
রায়মুনি শালকি ভারত-কথা কয়॥][৬]
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি।
কৌতুকে পরিল রঞ্জা অপূর্ব্ব কাঁচলি॥
অপূর্ব্ব কাঁচলিখানি হাসিযা পরিল।
কল্যানী মানিকী দেখি বিস্ময় হইল॥
বিদ্যাধরী নাচন নাচিতে যেন চায়।
সেইরূপে বাসঘরে চলে পায় পায়॥
জলঝারি হাতে পাছু গোড়াইল দাসী।
পানের সাঁপুড়া নিল মূর্ত্তিমান্ শশী॥
বড় সাধে শয়ন করিতে রামা যান।
সহিতে না পারে আর মদনের বান॥
কুঞ্জরসমান চলে চরণে চরণে।
চলিল পবন বেগে স্বামী দরশনে॥[৭]

পানের সাঁপুড়া রানী বাড়াইয়া রাখে।
কপাট আড়াল দিয়া দুয়ারে বস্যা দেখে॥
জীবন অধিক জ্বলে রতনের বাতি।
পতঙ্গ-উদয় যেন দুই যাম রাতি॥
পরম আনন্দ বড় রঞ্জাবতী মনে।
এক দণ্ড বসিয়া স্বামীর বিদ্যমানে॥
কিবা জানি মায়ানিদ্রা যায অচেতন।
শিয়রে বসিয়া রামা ভাবে মনে মন॥
ঈষৎ ইঙ্গিত জানে অন্য মত আর।
নিরীক্ষণ সুন্দরী করিল তিনবার॥
মনে করে মর্যাছে ময়নার তপোধন।
সুতার সঞ্চার বয় নাসার পবন॥
মায়া অনুবন্ধ কৈল নূপুরের সাড়া।
বার চারি নাড়ে চাড়ে পানের সাঁপুড়া॥
ঝনঝন কঙ্কণ ঝঙ্কারে দুই কানে।
কত কলা চাতুরী চঞ্চল হল্য প্রাণে॥
গায়ে পদ্মহস্ত রানী ঈষৎ বুলায়।
গা তোল গা তোল বলি স্বামীকে চিয়ায়॥
পান হাতে কর্যা রানী মুখপানে চায়।
কানে কানে ডাক্যে বলে গুয়াপান খাও॥
বদনে তাম্বুল দিয়্যা বলে খাও খাও।
রঞ্জার মাথাটি খায়্যা চক্ষু মেলি চাও॥
খাইয়া লাজের মাথা হাথে ধরে তোলে।
আকাশের পাথর পড়িতে যেন গলে॥
আপনার মনে রাজা ঐমনি ঘুমায়।
গা তোল গা তোল বলি স্বামীকে চিয়ায়॥
গায়ে দিল কস্তুরী চন্দন কুম্কুম।
কদাচিৎ নাহি ভাঙ্গে বুড়া রাজার ঘুম॥

৬। পা-পুথিতে বন্ধনীস্থিত অংশ নাই। ৭। পা-পুথি আড়াই বুড়ি নাপান লোটয়্যা যায় গনে॥

বাসঘরে রঙ্গাবতী দিল দরশন।
দ্বিজ রূপরাম গান দৈমন্তীনন্দন ॥

বাসঘরে রঙ্গাবতী দিল দরশন।
দূরে হৈতে স্বামী দেখে যেন নারায়ণ ॥
খল খল হাসেন ঘরের শোভা দেখি।
গৌরব পাইল বড় কল্যাণী মানিকী ॥
ধৈরজ ধরিতে নারে স্বামীকে দেখিয়া।
আগু হল্য রঙ্গাবতী ঈষৎ হাসিয়া ॥
হরষিত হয়্যা রানী অঙ্গে দিলা হাত।
নয়ান ভরিয়া রানী দেখে প্রাণনাথ ॥
গঙ্গার জীবন দিল বদনকমলে।
না দেহ উত্তর কেন ঘন ঘন বলে ॥
ভ্রমর ঝঙ্কারে গায় সহা নাঞী যায়।
দুজনে খেলিব পাশা উঠে বস রায় ॥
নিদ্রায় অবশ হয়্যা নাঞী পরিজ্ঞান।
রানী বলে রাজা মোর জীবন পরাণ ॥
কল্যাণী মানিকী দাসী এস্যা দিল দেখা।
হরি হরি বিধাতা কপালে এই লেখা ॥
কল্যাণী মানিকী কোথা বিষ দেও খাই।
বাসঘরে স্বামীর সঙ্গে যমঘরে যাই ॥
কোন লাজে সকালে দেখাব আর মুখ।
ভাগ্যহীন জনার কোথাও নাঞী সুখ ॥
নাসহে বিলম্বে আর বিধাতার জো।
রাত্রি পোহাইলে আর নাঞী হব পো ॥
বল গো প্রাণের দাসী কি হবে উপায়।
পবনপয়ান নিশি পোহাইয়া যায় ॥
আমি যদি এই বেশে বাসরে বঞ্চিত।
তবে পুত্র কোলে মোর হব কদাচিত ॥
এত বলি ঘন ঘন ঘর-বারি করে।
পুনরপি বৈসে গিয়া স্বামীর শিয়রে ॥
ক্রোধে রানী বলে রাজা [রাতি] পার হল্য।[৮]
যতেক মনের আশা বিফল হইল ॥
পতি বিনে গতি নাঞী রাজ্য বিনা রাজা।
বিদ্যা বিনা ব্রাহ্মণের নাঞী কভু পূজা ॥
বিদগধ সুন্দরী বহুত দুঃখ মনে।
লজ্জা খায়্যা স্বামীকে চিয়ায় প্রাণপণে ॥
নিবেদন করি রাজা তুমি শুন নাঞী।
কানে কানে ডাক্যা বলে গা তোল গোসাঞী ॥

কর অবধান গোসাঞী কর অবধান।
নিদ্রায় অবশ হয়্যা নাঞী খাও পান।
দূর করে রাজার গায়ের দিব্য বাস।
তবু নাঞী রাজা দিল উলটিয়া পাশ ॥
একে শয্যাসুখ তায় বয়স বিস্তর।
অতিবেগে নিদ্রাগত না দেই উত্তর ॥
মনের আগুনে রানী বড় অভিমানী।
দুয়ার হইতে দাসী বলেন কল্যাণী ॥
ঘুমে হইল কাতর বয়স হইল ভাটি।
এখনি ভাঙ্গিবে ঘুম কানে দেও কাঠি ॥
কল্যাণী মানিকী দাসী করে উপহাস।
রানী রঙ্গাবতী তখন ছাড়িল নিঃশ্বাস ॥
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান।
যেই জন শুনে তারে রক্ষে ভগবান ॥

৮। পা-পুথি ক্রোধ করি বলে রানী পতি পারা মল্য।

রঞ্জাবতী বাসঘরে শ্রীধর্ম্ম স্মরণ করে
দয়া কর দেব নিরঞ্জন।
কি বুদ্ধি করিব আমি বাসঘরে মল্য স্বামী
বৃথা হল তোমার বচন॥
এই বড় মনে ব্যথা বিশেষ না হৈল কথা
কান্দে রামা হইয়া আকুল।
বাণিজ্যের আশে ত্বরা নৌকায় দিলাম ভরা
হরি হরি হারাইলাম মূল॥
আমি দিলাম শালে ভব তুমি দিলে পুত্রবর
নিশ্চয় পাইলাম সেইখানে।
তবে মিছে কৈলে দয়া বুঝিতে নারিনু মায়া
এমন বলিয়া কেবা জানে॥
আচম্বিতে মৈল্য পতি পরকালে নাই গতি
কহ সখী কি হবে উপায়।
বলে রামা হরি হরি বিষ আন খেয়্যা মরি
এত দুঃখ সহা নাঞী যায়॥
ই হেন সোনার বেশ এত দিনে হইল শেষ
হায় হায় দৈব নিদারুণ।
ফুরাইল মনের সাধ খসাল খোঁপার জাদ
মনে জ্বলে জ্বলন্ত আগুন॥
চাঁদের উদয় হৈতে রাহু গরাসিল পথে
ইহার উপায় নাঞি দেখি।
স্বামী নাই কথা কয় ঐমনি শয়নে রয়
সত্যভাব বল তুই সখী॥
চারি দণ্ড রঞ্জাবতী আকুল হইয়া মতি
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে স্মঙরণ।
ধর্ম্মের আদেশ পান দ্বিজ রূপরাম গান
সর্ব্বকাল সখা নিরঞ্জন॥

তবে রঞ্জাবতী করে ধর্ম্ম-সঙরণ।
হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিলা নিরঞ্জন॥
মায়ামোহে মদনে বলেন মায়াধর।
এক দণ্ড যাহ বাছা ময়না নগর॥
রঞ্জাবতীর বাসঘরে হবে অধিষ্ঠান।
কর্ণসেন বুড়া রাজা সুখে ঘুম যান॥
ধরণীমণ্ডলে পূজা নিব এক বার।
তুমি মনে করিলে অবশ্য হব পার॥
এত শুনি মদন নিলেক মোহবাণ।
রতি সঙ্গে কৌতুকে রঞ্জার ঘর যান॥
প্রধান বসন্ত ঋতু আগে আগে যায়।
কোকিলী উগরে মধু অলি গীত গায়॥
বাম দিগে শরৎ শিশির যায় সাথে।
মদন সভার মাঝে ফুলবাণ হাথে॥
সন্নিধানে রতি যায় হাথে পদ্মফুল।
কুসুমসৌরভে মুগ্ধ হয় অলিকুল॥[৯]
ময়না নগরে গিয়া দিল দরশন।
আমোদিত মোহিত ময়না সর্ব্বজন॥
বাসঘরে মদন দিলেন দরশন।
বাসঘরে দেখিল সাক্ষাৎ বৃন্দাবন॥
কাচ হল্য কাঞ্চন কাঞ্চন হল্য কাচ।
বসন্তের বাতাসে রাতুল সব গাছ॥
ভ্রমর উগারে সুধা কোকিলীর রব।
বসন্তের বাতাসে আকুল হল্য সব॥
দেখাদেখি মদন রঞ্জার ঘর যায়।
পরশ করিল গিয়া বুড়া রাজার গায়॥
মনোজ আলসে যদি বাতাস বাজিল।
ঘুম হতে বুড়া রাজা উঠিয়া বসিল।
উঠিয়া বসিতে রাজা নেহালে বাসর।
বয়স তরঙ্গ যেন বাইশ বৎসর॥
চারি পানে চায় রাজা চঞ্চল তরঙ্গ।
অবতার মনে মনে মনোজ-মাতঙ্গ॥
কামেতে মাতল হয়্যা সকরুণে কয়।
আনন্দে ভাসিল রানী হেটমুখে রয়॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন করেন মিনতি।
এতক্ষণ তাম্বুল না দেও রঞ্জাবতী॥
এতক্ষণ এসেছ না কও কেন কথা।
নৌতনযৌবনী তুমি কনকের লতা॥
রসবাণী উপলক্ষ আগু হয়্যা বসে।
লাজ কর‍্যা রঞ্জাবতী পাছু হয় এসে॥
বিশেষে তরঙ্গ বড় পুরুষের মন।
দেখি দারা-মুখশশী উথলে মদন॥
কাকুতি মিনতি রাজা করে বারেবার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার॥
হানিল মদন-বাণ নয়নের কোণে।
মরমে বাজিল বাণ জীবনের সনে॥
তোমা দরশনে আমি হয়্যাছি অজ্ঞান।
মুখে মুখে মরমে করিব মধুপান॥
এত বলি হাথে ধর‍্যা করে টানাটানি।
দেখিতে দেখিতে দেই পয়োধরে পাণি॥
উতারিয়া কাঞ্চনকাঁচলি কুচে ধরে।
অবশ হইয়া রাজা নানা মায়া করে॥[১০]

৯। পা-পুথিতে অতিরিক্ত
নানা ফুলে সাজন মদন আর রতি।। এক দণ্ডে উপনীত ময়না বসতি॥

১০। পা-পুথি আলিঙ্গন দেহ রাণী আলিঙ্গন দেহ। আমার মাথার কিরা গুয়া পান নেহ॥
যত্ন করি ঘুচাইল মুখের বসন। বাসঘরে রঞ্জাকে দেখায় নানা ধন॥

আলিঙ্গন দেহ রানী কালি দিব চুড়ি। পরাজয় বাক্য বলি পায়ে গড় করি।
শঙ্খের উপরে দিব বাজুবন্ধ বেড়ি ॥ পরাক্রম দুরন্ত পরাণে পাছে মরি ॥
এই কথা কহিতে বদনে চুম্ব দিল। কুলবতী বলে কত কল্পনাবচন।
পদ্মফুলে মধু পায়্যা ভ্রমরা মাতিল ॥ কোলে কর‍্যা ঐমনি রয়্যাছে প্রাণধন ॥
রাজা রানী আবেশে আনন্দে অবশিলা। রতিসুখ দুইজনে আনন্দে করিল।
কিশোরী সহিত যেন কিশোরের খেলা ॥ অরুণ-উদয় কালে উঠিয়া বসিল ॥[১২]
বুকে বুকে মুখে মুখে জঘনে জঘন। রামরাত্রি পোহাইল কোকিলের রা।
বিরহিণী-বিরহীরমণ অতি রণ ॥ শয়ন ত্যজিয়া কর্ণসেন তোলে গা ॥
রাজা রানী দুজনে শয্যায় গড়াগড়ি। পঞ্চকন্যা স্মরণ করিল একমতি।
লজ্জা পায়্যা দুয়ারী পালায় দুই চেড়ী ॥ রাত্রিবাস এড়াইয়া পরে দিব্যধুতি ॥
আই মা বলিয়া দাসী আড়ালে লুকায়। ঝারি হাথে কর্ণেসন করিল পয়ান।
বিভুক্ষিত হরি যেন হরিণীরে পায় ॥ বাহির দলজে বন্দা করিল দেয়ান ॥
চঞ্চল কুন্তলপাশ ফেরাফেরি বাহু।[১১] সারিল ঘরের পাটি কত শত দাসী।
শরতের চাঁদ যেন গরাসিল রাহু ॥ বাসঘরে নিদ্রা যায় পরমরূপসী ॥
কাল-ঘামে ভেসে গেল কাজল সিন্দুর। কল্যাণী মানিকী দাসী বসিয়া শিয়রে।
রাজার কানেতে বাজে রানীর নূপুর ॥ পানের বাটা জলের ঝারি দুজনার করে ॥
নাসবেশ ভূষণ বসন উলসিত। ঘনে বলে গা তোল গা তোল ঠাকুরাণী।
পরিহাস রঞ্জাবতী বলে বিপরীত ॥ চারি দণ্ড বেলা হল্য মুখে দেহ পানি ॥

১১। অতঃপর ন-পুথিতে অতিরিক্ত
রাজা রানী গড়াগড়ি উলটি পালটি। পুরাণ পুখুরের পাঁকে যেন গাড়ে জাটি ॥
দুয়ারেতে খিল যেন দীঘল কবাটে। মন কর‍্যা কুমার ভেয়া হাঁড়ি যেন পেটে ॥

পা-পুথিতে অতিরিক্ত
দারুণ মনোজ-মদে সহজে মাতাল। পারক অঞ্জনে যেন বাড়িল জঞ্জাল ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে নয়ানে নয়ান। দুহেত রসিক জানে রসের সন্ধান ॥
রানী বলে ওহে রাজা না হও চঞ্চল। গদগদ রানী বলে রসে ঢলঢল ॥
না কর জঞ্জাল তুমি জাগে সখীগণ। ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুনহ বচন ॥
রাজা বলে আগো ধনি ক্ষুধায় আকুল। ভ্রমর লুটিয়া খায় কমলের ফুল ॥
শুন রাজা মহাশয় আমার বচন। ক্ষুধা হৈলে দুই হাথে না করে ভোজন ॥
ভাঙ্গিল চাতুরি দুহে রসের ভাসন। আলিঙ্গন দিল রাজা দৃঢ় কর‍্যা মন ॥

১২। পা-পুথিতে অতিরিক্ত
শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে নাক্রি যায়। রঞ্জার বাসর পালা রূপরাম গায় ॥

পান খাও মলিন হয়্যাছে চাঁদমুখ।
চরণে ধরিয়া দাসী বলিছে কৌতুক॥
এত শুনি সুন্দরী সত্বরে তোলে গা।
রাম কৃষ্ণ বলিয়া দুয়ারে দিল পা॥
দাসীকে বলিল স্নান করিব সকাল।
তৈল আমলকী চুয়া নিলেক বসাল॥
স্নান হেতু সুন্দরী কালিনী গঙ্গা যান।
পাছু পাছু দুই দাসী করিল পয়ান॥
কালিনী গঙ্গার ঘাটে দরশন দিল।
একহাঁটু জলে গিয়া পাথরে বসিল॥
স্নান করে রঞ্জাবতী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গান॥

স্নান করি রঞ্জাবতী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্ম্ম দেখিবারে পান॥
রঞ্জাবতী চলিল স্বর্গের জাম্ববতী।[১৩]
দেবতাসভাতে তখন বলিছে যুগপতি॥
মন দিয়া শুনহে যতেক দেবগণ।
রঞ্জাবতী উদরে জন্মিবে কোন জন॥
কে যাইবে বসুমতী পশ্চিম-উদয় দিতে।
এবার বৎসর গিয়া থাকিবে ভারথে॥
পশ্চিম-উদয় দিতে যাহার শকতি।
সেইজন জন্ম নিতে যান বসুমতী॥
এতেক শুনিতে এই দেব-সভাজন।
মহামুনি উলুক করেন নিবেদন॥
কশ্যপ মুনির পুত্র দেহ পাঠাইয়া।
অবনীতে পশ্চিম-উদয় সেই দেন গিয়া॥

লাউ আদিত্য নাম তার পরমসুন্দর।
জন্ম নিতে যান সেই রঞ্জার জঠর॥
তাহার যোগ্যতা দিতে হাকণ্ডে উদয়।
আছুক অন্যের কাজ ব্রহ্মা গেলে নয়॥
মহামুনি উলুক বলিল আগু হয়্যা।
দেবতা সকল তারে আনে ডাক দিয়া॥
দেখিতে সুন্দর বালা দপদপ[১৪] জ্বলে।
যোগরূপে দণ্ড যোগী অবনীমণ্ডলে॥
পাঁচ বৎসরের বালা লাউ আদিত্য নাম।
বসুমতী চল বাছা সিদ্ধ হোক কাম॥[১৫]
এত শুনি কহে মুনি করিয়া কল্পনা।
আপনি ঠাকুর জান গর্ভের যাতনা॥
মনুষ্যজনম কত হইলাম গোসাঞী।
মনুষ্যজনমের দুঃখ সহা যায় নাঞী॥
ঠাকুর বলেন বাপু হব অল্প দিন।
বিপত্তে তোমার আমি হইব অধীন॥
এত যদি বলিল ঠাকুর ভগবান।
গঙ্গাজলে যোগবলে তেজিল পরাণ॥
দুই নারিকেল ধর্ম্ম আনিল তখন।
ছোট নারিকলে তার রাখিল জীবন॥
হাসিয়া ঠাকুর দিল হনুমানের হাথে।
ভাসাইয়া দেহ রঞ্জাবতীর সাক্ষাতে॥
এত শুনি নিল বীর দুই নারিকল।
ধর্ম্ম স্মঙরণে বীর গায়ে করে বল॥
ময়না নগরে বীর ধায় হনুমান।
নারিকেল ভাসাইল রঞ্জা বিদ্যমান॥

১৩। পা-পুথি অম্বুবতী। ১৪। পা পুথি ফাল্গুনের আগুন সমান রূপ।
১৫। পা-পুথি মাঝে যার উদয় অশ্বিনী অনুপাম॥
চারিদিগে দেবতা লাউ আদিত্য তার মাঝে। সভে বলে বসুমতী চল ধর্ম্ম-কাজে॥
সবিশেষ বলেন ঠাকুর নিরঞ্জন। তুমি চল বসুমতী রঞ্জার কারণ॥

জোয়ারের সাথে নারিকেল ভেসে যায়। মনে হরষিত বড় কর্ণসেন রায়॥
রঞ্জাবতী রানী তখন দেখিবারে পায়॥ সাক্ষাতে সভাই বন্ধ্যা সই সাঙ্গাতিনী।
মনেতে স্মঙরণ করে ধর্ম্মের বচন। যার সঙ্গে নিরবধি দুঃখের কাহিনী॥
ঝাঁপ দিয়া নারিকেল ধরিল তখন॥ বস্ত্র অলঙ্কার পরে দিবসে দিবসে।
বড় নারিকেল ভেঙ্গে সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল। পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চ মাসে॥
ছোট নারিকেল ভাঙ্গ্যা ভক্ষণ করিল॥ নানা উপহার ভেট নিরবধি পায়।
গর্ভবতী রঞ্জাবতী হইল তখন। যে সাধ রানীর মনে সেই সাধ খায়॥
দশ দিক আলো হইল ময়না ভুবন॥ নিরবধি কর্ণসেন বলে প্রিয়বাণী।
কোকিলী স্মতান ডাকে মঞ্জরিল ডাল। প্রাণের সমান আমার রঞ্জাবতী রানী॥
দৈবকী-জঠরে হেন জন্মিল গোপাল॥ ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশে।
মৃত তরু মুঞ্জরিল ফুটিল কাঞ্চন। নানা সাধ খায় রানী অপূর্ব্ব সন্দেশে॥[১৬]
কালিনী যমুনা হইল ময়না মধুবন॥ আট মাসের বেলা রানী বড় দুঃখ পাই।
তবে রঞ্জাবতী গৃহে করিল গমন। না চলে চরণ দুটি ঘন উঠে হাই॥
উঠিতে বসিতে করে ধর্ম্ম স্মঙরণ॥ পরিধান বসন এল্বায় নিরবধি।
দাসী সঙ্গে সুন্দরী সদাই খেলে পাশা। হুতাশ সদাই মনে কিবা করে বিধি॥
তাম্বুল সদাই মুখে সুমধুর ভাষা॥ ন-মাসের বেলা রানী করে টলবল।
প্রথম মাসের গর্ভ হয় কিবা নয়। বসিলে উঠিতে নারে মুখে উঠে জল॥
দু মাসের বেলা সব কানাকানি কয়॥ পেটে ভুখ সদাই বদনে নাঞী চলে।
গর্ভের লক্ষণ রূপ চুয়াইয়া পড়ে। মরি মরি আই মা আই মা ঘন বলে॥
এক ঠাঞী বৈসে যদি তিন্ন ঠাঞী নড়ে॥ আপনি সদাই কাছে কর্ণসেন রায়।
তিন মাসে কেমন কেমন করে গা। পরিধান আল্বাইলে আপনি পরায়॥
জঞ্জাল সহিতে নারে বড় বড় রা॥ হুকুমে আনিল ডেক্যা হীরা নামে ধাই।
অঙ্গনা-সমাজে বন্ধ্যা মাথা করে হেট। দশ মাস পূর্ণ হল্যে বিস্তর বালাই॥
হাথ বুলাইয়া দেখ্যা কেহ বলে পেট॥ মনে দুঃখ ভাবে রানী কি হল্য জঞ্জাল।
চারি মাসে কুশ অলঙ্কার হইল লোলা। পেটে পো হইলে দুয়ারে বন্ধ্যা কাল॥
কর্পূর তাম্বুল তেজ্যা খায় পাতখোলা॥ পূর্ণ হইল দশ মাস আর দশ দিন।
পাইলে শীতল মেঝ্যা পড়িয়া ঘুমায়। প্রথম চৈত্র মাসে অবসিত মীন॥

১৬। পা-পুথিতে অতিরিক্ত
কল্যাণী সেবন করে সদাই চরণ। মানিকী যোগায় পান মধুর বচন॥

আচম্বিতে কষ্ট ব্যথা দিলেক জানান।
হায় হায় মরি মরি আকুল পরাণ ॥
ব্যথা করে কাঁকালি খসিয়া পড়ে গা।
মেঝ্যায় পড়িয়া বলে মরি ওগো মা ॥
মাসী গো পিসি গো মরি গো মরি।
কি ব্যথা হইল পেটে দাণ্ডাইতে নারি ॥
কোথা গেল সাঙ্গাতিনী কোথা গেল সই।
ঘন পেট ব্যথা করে হের এস্য কই ॥
আপনা খাইয়া কেন শালে দিলাম ভর।
নাপান করিয়া কেন গেলাম বাসঘর ॥
হেনকালে হীরা ধাই ধব্যা করে কোলে।
পেটে তেল জল দিয়া ভয় নাঞী বলে ॥
কাতর হইয়া বলে রঞ্জাবতী রানী।
রথ ভরে বস্যা বলে দেব চক্রপাণি ॥
ধ্যান ভঙ্গ কর বাপু কশ্যপনন্দন।
তোমার জননী দুঃখ পায় অকারণ ॥
জঠর ত্যজিয়া দেখ সয়ালের মুখ।
দুর্লভ জনমে পাবে সওালের সুখ ॥
এত যদি বলিলা দিনের দিবাকর।
ভূমিষ্ঠ হইলা বালা ত্যজিয়া জঠর ॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ময়না ভুবন।
সয়াল দেখিয়া শিশু জুড়িল রোদন ॥
বেটা হল্য হীরা ধাই বলে ডাক দিয়া।
সারিল মনের সুখ জয় জয় দিয়া ॥
উমা সঙবণে শিশু ঙাঙা শব্দ করে।
ধাই নাই সুতা দিয়া বান্ধে দড় করে ॥
[নাভিচ্ছেদ করিলেক সোনার ঝিনুকে।
স্বর্ণ ডাবরে স্নান করাইল শিশুকে ॥
চালের খড় ফিড্যা তখন জ্বালাল্য আঁতুড়ি।
সিজ ডাল ঢেকি দ্বারে জ্বালে আদাগুঁড়ি ॥][১৭]
রঞ্জাবতী আপনি পুত্রের দেখে মুখ।
পাসরিল সুন্দরী শালের যত দুখ ॥
বুড়া রাজা মনে করে আমি ভাগ্যবান।
পুত্রমুখ দেখি রাজা ভাণ্ডার বিলান ॥
আনন্দের সীমা নাঞী ময়না নগরে।
গোপাল জন্মিল যেন নন্দঘোষের ঘরে ॥
সাজিল অনেক রাস সূতিকার ধাম।
আঁতুড়ে রাখিল তার লাউসেন নাম ॥
বালক দেখিয়া সভে হইলা হরষিত।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের চরিত ॥

১৭। বন্ধনীস্থিত চারি ছত্রের স্থলে পা-পুথিতে আছে
সুবর্ণ ডাবরে নঞা করাইল স্নান। আই গড়্যা আতুড়ি জ্বালিল সন্নিধান ॥

৮

॥ লাউসেন-চুরি পালা ॥[১]

অবতীর্ণ লাউসেন ময়না নগরে ॥
কৃষ্ণ অবতার হল্য কর্ণসেন-ঘরে ॥
রাজার মহলে তবে পড়িল ধাওাধাই ।
নন্দের মন্দিরে যেন আনন্দ বাধাই ॥
খই দই কল্যাণী বিলায় ভাল মাছ ।
বসন বিলায় নৃপ করি তিন বাছ ॥[২]
পথে বস্যা চোউকি পথিক[৩] ধর্য্যা আনে ।
তৈল মাখাইয়া তার সোনা দেই কানে ॥
ভাটকে ইনাম দিল চড়নের ঘোড়া ।
নাপিত রজকে রাজা দিল খাসা জোড়া ॥
নয়ান ভরিয়া রাজা দেখে পুত্র-মুখ ।
বৃদ্ধকালে পুত্র হইল মনে বড় সুখ ॥
দু-হাতে বিলায় ধন রাজা কর্ণসেন ।
উদাসীন ফকিরে অনেক ধন দেন ॥
নাম শুনি মাগন্তা আইল উভ রড়ে ।
আনন্দের সীমা নাঞি ময়নার গড়ে ॥
বাহির মহলে বাজে ব্যালিস বাজনা ।
শ্রবণে মোহিত হল্য দক্ষিণ ময়না ॥
যমুনা কালিনী হৈল কূলে নিধুবন ।
মন্দ মন্দ নানা ছন্দ কুটিল পবন ॥
মেঘের গর্জ্জনে ঘোর নৃত্য করে শিখী ।
রাজার আঁনন্দ বড় পুত্র-মুখ দেখি ॥
নাট গীত মহলে আনন্দে জাগরণ ।
কোলাহল মহসিব ময়না ভুবন ॥
সভারে আনন্দ গুরু শয়ন বাসরে (?) ।
রঞ্জাবতী রানী বৈসে সুতিকার ঘরে ॥
দাসী দিয়া ডাকায়্যা আনিল নরপতি ।
প্রণাম করিয়া কিছু বলে রঞ্জাবতী ॥
[৪]মন দিয়া শুন গোসাঞি দাসীর বচন ।
বারতা পাঠায়্যা দেহ ময়না ভুবন ॥
বড় বনি গৌড়েশ্বরী মহাপাত্র ভাই ।
রাজা-পাত্রে বারতা পাঠায়্যা দিতে চাই ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আমার কুটুম্ব কত আছে ।
অবশ্য পাঠাবে পত্র তা সভার কাছে ॥
রমতি নগরে মোর জনক জননী ।
শুভোদয়[৫] বারতা পাঠাবে গুণমণি ॥

১। আদর্শ পুথির পাঠই একান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে।

২। আদর্শ পুথির পাঠ
ঘরে ঘরে হলুদ বিলায় দাসীগণ। বসন বিলায় তবে করে তিন জন ॥

৩। পা পথুক।

৪। ন-পুথির আরম্ভ
রঞ্জাবতী বলে রাজা করি নিবেদন। বারতা পাঠাইয়া দিব ময়না ভুবন ॥
বড় বুনঞি গৌড়েশ্বর বুন পাটরানী। শুভদয় বারতা পাঠাও নৃপমণি ॥
জনক জননী আছে রমতি নগর। মহামদ সহোদর সঙ্গের পাতর ॥
আদর্শ পুথির সঙ্গে ন-পুথির মিল যৎসামান্যই। জ-পুথির পাঠ ন-পুথির একান্ত অনুগত।

৫। পা শুবদয়।

রাজা বলে রঞ্জাবতী বাক্যে দিব মন।
তুই কার্য্য শিরোধার্য্য অবশ্য এখন॥
মসীপত্র কলম আনিল শীঘ্রগতি।
শুভোদয়[৬] পরআনা লিখিছে নরপতি॥
রাজা গৌড়েশ্বরে তখন লিখিল পরনা।
পাত্রকে লিখিল তোমার হয়্যাছে ভাগিনা॥
গৌড়-দরবারে ভাই বন্ধু যত ছিল।
সভাকারে কর্ণসেন বারতা লিখিল॥[৭]
বংশ উপজিল তার লাউসেন নাম।
রূপে গুণে অনুপাম যেন রঘুরাম॥
ষোল ঘর জ্ঞাতি আছেন গৌড় দক্ষিণ।
রাজার দরবারে তারা থাকে রাত্র দিন॥
প্রতি জনে বারতা লিখিল একে একে।
জনমাসি (?) পত্র ভাল কর্ণসেন লিখে॥
বচন বলিতে আইল রজক নাপিত।
কর্ণসেন রাজা বলে মনে হরষিত॥
ভেদ বলি রজক নাপিত শুন ভাই।
গৌড়-দরবারে চল সাধিতে বাধাই॥
চল চল গৌড় বিলম্ব নাঞি সয়।
বন্ধুরে বারতা দিতে ধর্ম্মশাস্ত্র কয়॥
রামদাস নাপিত রজক শ্রীনিবাস।[৮]
বাধাই সাধিতে যান পরম উল্লাস॥
গজমোতি সহিত শ্রবণে দোলে সোনা।
কালিনী হইল পার পশ্চাৎ ময়না॥
পতুমা করিল পাছে গড় মান্দারন।
রাঙ্গামাট্যা রাখিয়া পাইল উচালন॥
[মোগলমারি আমিলা] করিলা পাছআন।
বারবকপুর রাখ্যা[৯] পাইল বর্দ্ধমান॥
স্নান পূজা তথা [করি] রন্ধন ভোজন।
দিবানিশি যায় দুহে গৌড় ভুবন॥
দেখাদেখি কর্জ্জনা রাখিয়া কত দূরে।
কালুত্তক দিয়া[১০] গেল বাহাদুরপুরে॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নাএ পার হয়্যা।
গৌড় সহরে দুহেঁ উত্তরিল গিয়া॥[১১]
[১২]উত্তরিল দুইজন গৌড় সহরে।
দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়ের বরে॥

৬। পা সুবদয় ৭। ন পুথি
বার ভূঞা আদি যত বন্ধু ভাই ছিল। মঙ্গল সালাতি রানী সভাকে লিখিল।
৮। অ রামদাস রজক নাপিত শ্রীনিবাস।
নাপিত শ্রীনিবাস।……রজক হরিদাস॥
৯। অ রাজঘাট পার হয়্যা।
১০। অ কালুর্ত্তক, কালুরচক।
১১। ন-পুথি
সিলপুর দক্ষিণে রাখিল বালিঘাট। পার হৈল ভৈরবী পাইল রাজপাট॥
ব (২) পুথি শীতলপুর দক্ষিণে রহিল বাল্যাঘাট।
১২। ন-, জ ও ক (২)-পুথির রাজধানী বর্ণনা এইরূপ
নানা ধনে পরিপূর্ণ গউড় ভুবন। দেখিল রাজ্যের শোভা সহস্র লোচন॥
সারি সারি গাছ দেখে গুয়া নারিকল। পনস তেঁতুল আম আর জায়ফল॥
আনন্দে সহর দেখে রজক নাপিত। কত তাল রসাল সুস্বর নাট গীত॥

কলিযুগে বিষম ধর্ম্মের মায়াবাজি। সারি সারি সন্নিধানে বাহত্তরি মণ্ডল॥
কেহ বা ফকির হল্য কেহ মর্দ্দ গাজি॥ মুখে মুখে বস্যাছে রাজার দলবল॥
উত্তরিল গৌড়ে যদি রজক নাপিত। বর্দ্ধমানের কালিদাস বস্যাছে বাম ভাগে।
সহরের শোভা দেখি মনে হরষিত॥ দেশের ভাল মন্দ হৈলে যারে দায় লাগে॥
ঘরে ঘরে যোগিগণ গোবিন্দগুণ গায়। মঙ্গলকোটের রাজা বস্যাছে গজপতি।
ধর্ম্মের পিরীতে ধন কেহ বা বিলায়॥ ধল রাজা মল্ল রাজা যাহার সংহতি॥
নটী নাচে ভাগবত জয়মুনি রামা। রাজার সমুখে বস্যা বাহাদুর খাঁ।
বরকন্যা ঘরে যায় বিচিত্র বাজনা॥ গৌড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ॥
কেহ বা চোপড খেলে কুলকুলা বায়। কুলীনগ্রামের বসু বর্ণ বকশিরা।
রামজনি নাচে কেহ হরিগুণ গায়॥ সমুখ দরবারে বস্যা শিরে খুব চিরা॥
হরিসঙ্কীর্ত্তন সব শুনে সুবদনী। বসিয়া রাজীর রায় বাঅড়ার পড়্যার।
ভাগ্যবান সকল ভারথ-কথা শুনি॥ যার সঙ্গে ঢালি পাইক বাওান্ন হাজার॥
হরিসঙ্কীর্ত্তন কথা বদনে বদনে। আগুবি বস্যাছে নাম দক্ষিণ হাজরা।
হরিভক্ত সকল বসিয়া একাসনে॥ আশি কাহন ঢালি সঙ্গে ঢাল বান্ধা হিরা॥
লঘু গুরু বর্ণ যত সমান বসিক। সমুখে বস্যাছে পাত্র দেয় হাতনাডা।
সে-সব সরণি মধ্যে খেলায় ইডিক॥ কাএত কারকুন কত করে লেখাপড়া॥
দেখিল গৌড় রাজ্য নাপিত রজক। পূর্ণঘটা বস্যাছে দরবার বিচক্ষণ।
ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী সাক্ষাৎ পাবক॥ সমুখে পুরাণ পডে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥
সহরে সহরে যায় সদা শুচি মন পুতনা[১৩] রাক্ষসী গেলা কৃষ্ণের উদ্দেশে।
রাজাকে বারতা দিতে চলিল তখন॥ সেই অধ্যায় সভাসদ শুনে অভিলাষে॥[১৪]
বার দিয়া বস্যাছে পঞ্চম গৌড়েশ্বর। মদনমোহন রূপ সাক্ষাৎ মোহিনী।
বার ভুঞা বস্যাছে রাজার বরাবর॥ খোপায় চাঁপার মালা বিশাল সাজনি॥

বাজারে বিকায় চুয়া চন্দন চামর। চৌচালা বাঙ্গালা বিশেষ যার ঘর॥
ঘরে ঘরে ভারথ পুরাণ জয়মুনি। গঙ্গাজল সমান পবিত্র বাক্য শুনি॥
দেখিল গউড় দেশ দ্বিতীয় গোলোক। দাণ্ডাইয়া রাজ্য দেখে নাপিত রজক॥
চারি দণ্ড দেখ্যা বোলে বাজারে বাজার। তবে যায় রাজাকে বলিতে সমাচার॥

১৩। পা পুতুনা।

১৪। ন- ও জ-পুথি
সমুখে পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ। রাজা গৌড়েশ্বর শুনে পারিজাতহরণ॥

কালবিষে পয়োধর বিশেষ বকুল।
কৃষ্ণকে খুজিয়া যত বুলিছে গোকুল ॥
তবে গেল নন্দের মন্দিরে মৌনবতী।
কংস-ঐরি কোলে করি বস্যা যশোমতী।
রোহিণী সমুখে বস্যা যেমন উর্ব্বশী।
হেনকালে উত্তরিল পুতনা[১৩] রাক্ষসী ॥
পরমসুন্দর শিশু ঘন ঘন বোলে।
দেখি দেখি বলি নারায়ণ নিল কোলে ॥
নারায়ণ কোলে করি নিকট মরণ।
বদনে ঐমনি তুল্যা দিল বিষস্তন ॥
ঐমনি চুমুক হরি অতিক্রোধে দিল।
রাম রাম শব্দ করি রাক্ষসী মরিল ॥
এই অধ্যায় শুন্যা সভে আনন্দিত মন।
হেন কালে রজক নাপিত দরশন ॥
সমুখে পরওানা দিয়ে করিল জোহার।
কর্ণসেনের পুত্র হৈল এই সমাচার ॥
পত্র হাতে দিয়া বলে জোড় করি কর।
তোমার ভাগিনা হৈল লাউসেন কুঙর ॥
মনে হরষিত বড় রাজা গৌড়েশ্বর।
পুত্রবতী হইল রঞ্জা শালে দিয়া ভর ॥
রজক নাপিতে রাজা দিল জামা জোড়া।
ইনাম করিল দুই চডনের ঘোড়া ॥
তবে দিল বক্সিস কানেতে দিল সোনা।
মাথায় পাগড়ি দিল খসাইয়া জামা ॥
কর্ণসেনের জ্ঞাতি বন্ধু যত জন ছিল।
অঙ্গে হৈতে জামা জোড়া উতারিয়া দিল ॥
পরম উল্লাস হৈল রাজার দরবার।
টাকা সিকা আদটাকি কত পাইল আর ॥

বসনের বোঝা বান্ধে রজক নাপিত।
ময়না নগরে যায় হয়্যা হরষিত ॥
পাত্র বলে মোর মুণ্ডে পড়িল বজ্জর।
লাউসেন ভাগিনা হৈল ময়না নগর ॥
কপাল হইল মন্দ পাএ পাএ ডেড়ি।
কোন বুদ্ধ্যে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ি ॥
মথুরা নগরে ছিল কংস নৃপমুনি।
ভাগিনা হইতে মৈল ভাগবতে শুনি ॥
গোকুল মথুরা হৈল গৌড় মধুপুর।
লাউসেন হইল কৃষ্ণ আমি কংসাসুর ॥
চোর পাঠাইয়া দিব ময়না ভুবন।
চুরি কর্য়া আনে যেন রঞ্জার নন্দন ॥
ময়না নগরে রিপু বাডাল্যে গোসাঞী।
রোগশেষ বিপুশেষ রাখিবার নাই ॥
ভাগিনা করিব নষ্ট অনুমান করে।
নিবেদন করে কিছু দরবার ভিতরে ॥
আজি হৈতে তোমার রাজতি নাঞি রয়।
অনেক চিন্তিল মনে এহার উপায় ॥
ধন দিলে রজক-নাপিতে কি কারণ।
লাউসেন তোমার রিপু রঞ্জার নন্দন ॥
এবার বৎসরে নিব রাজদণ্ড ছাতি।
রাজসিংহাসন নিব আর ঘোড়া হাথি ॥
এখন সামাল তুমি সহস্র বলবান।
পশ্চাৎ বলিব কিছু এহার বিধান ॥
মোর বাক্য শুন অহে গৌড়েশ্বর রায়।
ধন কড়ি রজক নাপিত লয়্যা জায় ॥
সেই সব দ্রব্য[১৫] রাখ বাহির মহলে।
মাগন্তা ফকিরে দেহ মহাপাত্র বলে ॥

১৩। পা পুতুনা ১৫। পা দিব্য।

হুকুম দিলেক দড় সমুখে দিগার।
বিদায় হইল বেগে করিয়া জোহার॥
নাম যাদবেন্দ্র নিল সঙ্গে বগসারা।[১৬]
ধাইল দক্ষিণ মুখে হাথে হেম হীরা॥
রজক নাপিত যান আনন্দিত মন।
ধাইল দিগার আগে আগুলিল গন॥
কাড়্যা নিল বসন ভূষণ ছিল গায়।
রজক-নাপিতে তখন পাড়িয়া কিলায়॥
ধর্ম্মের মায়া কিছু কহনে না যায়।
ধর্ম্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

পয়জার ইড়িক ঘন মারে সোটা নড়ি।
ভৈরবী গঙ্গার জলে যায় গড়াগড়ি॥
বাজুবন্দ স্থবর্ণ মাতুলি সোনা নিল।
পূর্ব্ব ধন বিনা যত[১৭] সকল হরিল॥
সেইখানে বিস্তব পাইল অপমান।
কান্দি কান্দি রজক-নাপিত ঘর যান॥
বেগারি ধরিয়া ধন আনিল রাজার।
বাহির দলজে রাখে দক্ষিণ দুআর॥
মাগন্তা ফকির আইলে ভিক[১৮] দিতে চাই।
দলজে রাখিল ধন বসন কাবাই॥
দরবার বসিল তবে দক্ষিণ দুআর।
প্রণমিঞা চরণে বলিছে সমাচার॥
মহাপাত্র বলে রাজা ভাল কর্ম্ম নয়।
বিশেষ তোমার রিপু বলবন্ত হয়॥
রিপুশেষ রাখিলে বংশের রক্ষা নাই।
চুরি কর লাউসেন যে করে গোসাঞি॥
লাউসেনের রুধিরে আপুনি কর স্নান।
তবে বলবন্ত হবে যেন হনুমান[১৯]॥
সুধন্বা পড়িল রণে হংসধ্বজের বেটা।
তার রক্ত ধরিয়া অর্জ্জুন নিল ফোটা॥
সেই হত্যে অর্জ্জুন সংসার হইল জয়ী।
মন দিয়া শুন রাজা তোরে এত কই॥[২০]
যে জন পরশ করে রিপুর রকত।
সেই বলে মহাবীরে জিনিল স্থরথ॥
সর্ব্বকাল শুন্যাছি রিপুকে অস্থি (?) আছে।
পরিবন্ধ করিয়া অনেক জন বাঁচে॥
চুরি কব লাউসেন বিলম্বে নাঞি কাজ।
নিজ হস্তে কাটিবে ময়নার যুবরাজ॥
গৌড়েশ্বর রাজা কি বলিল বিবরণ।
ইন্দা[২১] মাট্যা চোর বল্যা ডাকিল রাজন॥
জোহার করিয়া নিদা জোড় হাথে রয়।
বাব ভুঞা সমুখে ভূপতি কিছু কয়॥
শুন ভাই নিদা মাট্যা আমার বচন।
অবিলম্বে চল তুমি ময়না ভুবন॥
দু-হাতে তোড়ল[২২] দিব দু-কানেতে সোনা।
লাউসেন করিবে চুরি পাত্রের ভাগিনা॥

১৬। পা বগসারো।
১৭। পা স্বতে।
১৮। পা ফিক।
১৯। পা বলুবান।
২০। আদর্শ পুথি সেই বলে হিমাছলে আন্যাছিল বই। ধৃত পাঠ ব (২)-পুথির।
২১। অ ঞিদা, ইঁদা, ইন্দ্রা, নিদা, নিন্দা।
২২। অ তোড়ড়, টোপর।

এত বলি পান দিল পঞ্চাশ মোহর।
বিলম্ব না সহে শীঘ্র চল অনুচর ॥
বসিতে বিলম্ব নাঞি রাজার আরতি।
নিদা চোর ময়না সাজিল রাতারাতি ॥
সংহতি-করিয়া নিল চোর পাঁচজন।
যুগল ভাগিনা ভাই সাজিল তখন ॥
লাউসেন করিতে চুরি চলিল ময়না।
বিধাতা বুঝিতে নারে চোরের মন্ত্রণা ॥
ধীরে ধীরে যান পথে চরণে চরণ।
গলায় চাঁপার মালা চোরের লক্ষণ ॥
পরিবন্ধে পার হৈল ভৈরবীর জল।
মলা মজ ডাল (?) নিল পথের সম্বল ॥
ময়না চলিল সভে মায়াধর বেশে।
যোগি-সিদ্ধা পাটা গলে লম্বিত বিশেষে॥
কেহ হল্য গুরু গোসাঞি কেহ হল্য চেলা।
পথে চল্যা যেতে যেতে জপ করে মালা॥
সব অঙ্গে ভূষণ বিভূতি গলে কাঁথা।
চরণে চরণ চালি চঞ্চল বিধাতা ॥
শীতলপুর দেখিল রাখিল রাজপাট।
তারাদিঘির দক্ষিণে দেখিল গোলাহাট ॥
দেখাদেখি কর্জ্জনা রাখিল কত দূরে।
বর্দ্ধমানে দেখা দিল এ দুই প্রহরে ॥
সত্যের গঙ্গা দামুদর নাএ পার হয়্যা।
উড়ের গড় কামালপুর দক্ষিণে রাখিআ॥
বন্দিল দরিয়া-পীর সমুখে সেলাম।
বারবকপুর রাখে সৈয়দ[২৩] মোকাম ॥
আমিলা মোগলমারি পশ্চাৎ করিআ।
উচালন-দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া ॥
রাঙ্গামাট্যা সুরধনী সমুখে নিয়ড়।
ডানি দিগে মান্দারন পীর ইস্‌মাল্যের গড় ॥
চৌবেডা প্রতাপপুর পশ্চাৎ করিআ।
ধুলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুরে উত্তরিল গিআ ॥
দিবারাতি চলে নাঞি বৈসে এক তিল।
ষোল ক্রোশ বই হইল পদুমার বিল ॥
কালিন্দী গঙ্গার তীরে দিল দরশন।
তাহার দক্ষিণে দেখে ময়না ভুবন ॥
চোর সব চেয়্যা দেখে ময়না ময়াল।
সারি সারি কদলী পনস তাল শাল ॥
চারিদিগে বেউড় বিষম গড়খানা।
ভিতরে পাথর গড় পদাতিব থানা ॥
নিদা বলে হেন গড় কভু নাঞি দেখি।
উড়ে যেতে গগনে না পারে কোন পাখি ॥
রাজ্যের দেখিয়া শোভা প্রাণ উড়ে যায়।
কৌশিক বাসরে দেখি না দেখি উপায় ॥
চোর বলে এহাতে কেমনে হানা দিব।
এহাতে কেমনে চুরি লাউসেন করিব ॥
রাজার দরবারে আমি নিল ফুল পান।
গড়ের নির্ম্মাণ দেখি উড়িল পরাণ ॥
না ভজিল হরি দ্বিজে দান নাঞি দিল।
এত বলি চোর সব কান্দিতে লাগিল ॥
এক কোটী জনমে মনুষ্য জন্ম পায়।
এহাতে তস্কর আমি মিছা জন্ম যায় ॥

২৩। পা সওদ।

দিন মধ্যে একবার না বলিল হরি।
প্রাণ গেল সদাই পরের কার্য্য করি॥
কেহ বলে ময়না যাবেক কোন জনে।
পাত্রের ভাগিনা চুরি করিব কেমনে॥
কোন মতে এবার ময়না হানা দিব।
যদি জীয়ে এবার অনেক কাল জীব॥
কেহ বলে এখানে হইব পারাপার।
চোর আছে কমল কমলে অবতার॥
বেলা আছে বিস্তর পতঙ্গ পানে চায়।
আসন করিল চোর গাছের তলায়॥
ইন্দা মাট্যা বসিল চোরের মহাগুরু।
নিদা সন্নিধানে তার সদা বাক্য সরু॥
কেহ চেলা হইল সমুখে জোড় হাত।
ধাওাধাই চরণকমলে প্রণিপাত॥
মারিচি সম্বষ (?) মায়া করিল আরম্ভ।
দৈত্যগুরু সমুখে শিষ্যের বড় দম্ভ॥
মৌনগতি কল্পনা অনেক মন্ত্রণা করে।
গুরু গোসাঞি বলিআ চরণে গিয়া ধরে॥
মুখে শোভা বিভূতি কঠিন চক্ষে চায়।
মহাজন দেখিলে প্রণাম করে পায়॥
বসিয়া এসব চোর করে কানাকানি।
নিন্দা বলে পূজা কর বিষ্ণুর জননী॥
ভবানী করিয়া পূজা মেগে নিব বর।
তবে যেতে পারি রাজ্য ময়না নগর॥
ধর্ম্মের মায়া বুঝনে না যায়।
ধর্ম্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

কানাকানি যুক্তি করে চোর পাঁচ জন।
দেবীপূজা আনন্দে করিল আরম্ভন॥
পঞ্চভাজা পরিপূর্ণ তায় খণ্ড চিনি।
আরম্ভিল দেবীপূজা সমুখ রজনি॥
চাঁপা কলা ছড়া ছড়া গঙ্গাজল নাড়ু।
পান ফুল পরিপূর্ণ কাঞ্চনের গাড়ু॥
ধুপধুনা আনিল অনেক আয়োজন।
কমল কুমুদ কহ্লা(?) কস্তুরি চন্দন॥
কাল ধল ছাগল দিল বলিদান।
মহাবিদ্যা জপ করে হয়্যা সাবধান॥
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা।
স্মরণ করিতে দেবী হল্য উপনীতা॥
কাজলবরণ কালী গলে মুণ্ডমালা।
দুহাতে খর্পর কাতি দশন বিশালা॥
পরিপাটী মড়ার উপরে দুই পা।
নিকটে শিবার শুনি বিপরীত রা॥
মনুষ্যের ফুল কানে বিশালবদনা।
জবাজুতি টসটস দীঘল রসনা॥
কালিকা বলেন বাপু মেগ্যে লহ বর।
অধিকার দিব কিছু ইন্দ্রের উপর॥
যে বর মাগিবে তোরে সেই বর দিব।
মনের বাসনা তোর সফল করিব॥
এত যদি বাসুলি বলিল ঘনে ঘন।
স্তব করে ইন্দা চোর অভয়চরণ॥
তুমি জয় ব্রহ্মাণী জনক জৈমুনি।
তোমার মহিমা গুণ ভাগবতে শুনি॥
বিপত্তে করিলে রক্ষা বসুদেব-সুতে।
সর্ব্বজয়া যশোদানন্দিনী নমস্ততে॥
গোদাবরী গোবিন্দী আপনি গর্গ ঋষি।
পৈরাগ মথুরা হরিদ্বার বারাণসী॥
জীবজন্তু জল তুমি সাগরসঙ্গম।
তুমি বিষ্ণু বিধাতা বরুণ ইন্দ্র যম॥

রাজার হুকুম বড় যদি বর দেন।
চুরি করি লইব ময়নার লাউসেন ॥
অকালে করিব চুরি বঞ্চাব নন্দনে।
এই বর মনে আশা অভয়চরণে ॥
নিন্দাটীর উপব হইবে পক্ষাবল।
নিন্দা মাগে এই বল চবণকমল ॥
ভবানী বলেন বাপু ঐ বব দিল।
বর দিয়া সর্ব্বজয়া কান্দিতে লাগিল ॥
বলেন করুণাময়ী মধুর বচন।
হেনস্ত হেনস্ত(?) বব নিলে অভয়াচবণ ॥
ব্রহ্মাব উপরে নাঞি নিলে অধিকার।
আমার সাক্ষাতে বর নিলে হেন ছার ॥
এই বলি সর্ব্বজয়া সত্বরে গমন।
বর পাআ ইন্দা মেট্যা প্রফুল্লবদন ॥
পড়ামাটি সিন্ধকাটি যতনে লইআ।
ময়না ঈশান কোণে উত্তরিল গিয়া ॥
নিন্দাটি আবম্ভ কবে নিশি অবসান।
গুরুব চরণে ইন্দা কবিল প্রণাম ॥
বাম হাত তুলে নিল ইন্দুবেব মাটি।
তিনবার পবশ কবাল্য সিন্ধকাটি ॥
নিঁদাটি লাগিল দেবী কালিকাব গুণে।
যোগরূপা দেবী যেন বিষ্ণুব লোচনে ॥
নিন্দাটি লাগিল গিআ ময়নাব গড়ে।
আছুক অন্যের[২৪] কাজ পাতা নাই নড়ে ॥
নিবাতঙ্কে নিদ্রা যায় ময়না নগব।
প্রহরী ঘুমায় যত চৌকিব উপর ॥
তৈল লবণ খাব[২৫] বেচে যত জন।
সেইখানে নিদ্রাগত পাড়িয়া বসন ॥
যুবতি নিন্দায় যত যুবকেব কোলে।
বান্ধনি সে নিদ্রা যায় বন্ধনের শালে ॥
গাএব বসন খসি চাঁপা রুচি গা।
সাধ কর‍্যা খোপা বান্ধে তিন[২৬]ছেল্যাব মা ॥
গড়াগড়ি যায় খোপা সাধের ভাবন।
বালক বহিল জাগে[২৭] না কবে বোদন ॥
ঘবের বিবাল নিন্দায়[২৮] নাছেব কুকুব।
ফুলবনে গড়াগড়ি ভুজঙ্গ মউব ॥
ধবেছিল মণ্ডুক গণ্ডুষ নাঞী কবে।
গিল্যাছিল আহাব বাখিল কত দূবে ॥
তাঁত বোনে তাঁতি ভায্যা ঘন মাথা নাড়ে।
নিন্দাটি লাগিল তাঁতি তাঁত-গাড়ে পড়ে।
সিন্ধাল চোব সিন্ধ কাটে গৃহস্থেব বাড়ি।
নিন্দাটি পাইয়া তাবা যায় গড়াগড়ি ॥
কাক পক্ষ কোকিল ঘুমায় বস্যা ডালে।
মকব কুম্ভীর মৎস্য নিদ্রাগত জলে ॥
নিন্দাটি নাগিল গিয়া সভাকাব গায়।
আছুক অন্যের কাজ জাম্বুকী ঘুমায় ॥
কপাটে প্রবেশ কবে যোগিনীর হাড়।
সিদ্ধ গুরুব দোহাই কপাটেব খিল ছাড় ॥
তবে খিল খসাইল ব্রহ্মাব জননী।
মহলে প্রবেশ করে প্রসন্ন বজনি ॥

২৪। অ সন্ধ্যার। ২৫। পা গার, ন-পুথি তৈল লবণ বাজেরা (=বাজার)।
২৬। অ তের। ২৭। অ কোলে। ২৮। অ ঘুমায়।

ভিতর মহলে গেল চোর পঞ্চ জন।
চারি দিগে ঘর বাড়ি দেখে বিচক্ষণ ॥
চামরে ছায়নি ঘর তের ঘণ্টা ঘর (?)।
প্রবাল-বান্ধনি রঙ্গ-মন্দিব মনোহর ॥
প্রসাদ-মোহিনী ঘর তায আট পিড়া।
চন্দনে লেপিত তায় চন্দনের গড়া ॥
প্রবাল মুকুতা তায় গড়াগড়ি যান।
মৈষর[২৯] পৌষে যেন গৃহস্থেব ধান ॥
পান্দাড গোহাল্যে যেন ভুজঙ্গের মণি।
চোর বলে কর্ণসেন রাজা হৈতে[৩০] ধনী ॥
সুতিকার ঘর পাইল সুন্দর গঠন।
দুআরে দাণ্ডাল্য তবে চোর পাঁচ জন ॥
পূর্ণরস সোনার প্রদীপ সব জ্বলে।
চঞ্চল চোবের মন চৌদিক নেহালে ॥
লাউসেন মাএর কোলে সুখে নিদ্রা যান।
বাহির হইতে চোর দেখিবারে পান ॥
যশোদার কোলে যেন দৈবকীর ধন।
দেবতামূবতি দেখি বঞ্জাব নন্দন ॥
বদন প্রসন্ন দেখি কোকিল মূরতি।
প্রভাতে কমল যেন জলধর জুতি ॥
নাসিকা উন্নতি জেন সাক্ষাৎ তিলফুল।
রাতুল অধর দেখি ভমর আকুল ॥
শোভা করে রাজদণ্ড কপালের কাছে।
নোতন বদন-শশী আল করি আছে ॥
বদনের শোভা দেখি কান্দে চোর সব।
মনে করে কদাচিৎ এ নহে মানব ॥
এহার নাহিক মৃত্যু মনে পাই সাক্ষি।
রূপে গুণে এমন মানব নাই দেখি ॥

মথুরা নগরে যখন জন্মিলা মদন।
সম্বর করিল চুরি কৃষ্ণের নন্দন ॥
মদন পেলিল নিএ সমুদ্রের নীরে।
নারদের বাক্য শুনি চল্যা গেল ঘরে ॥
তথি নষ্ট নাই হৈল কৃষ্ণেব তনয়।
সেই অবতার কিবা মোর মনে লয় ॥
শিশু দেখি মরমে অনেক দয়া উঠে।
এহারে কবিলে হত্যা পঞ্চ পাপ ঘটে ॥
কি কর্ম্ম কবিল আমি মনুষ্য জন্ম হৈয়া।
বিপ্রের ভজনা বিনে জন্ম গেল রয়্যা ॥
ছয় মাসের শিশু যদি আমি লয়্যা যাব।
যমেব দরবারে আমি কত দুঃখ পাব ॥
গোপাল গোবিন্দ হরি না বলিলা মুখে।
জন্ম হৈল্য বিফল জনম যায় দুঃখে ॥
শালে ভর দিল বঞ্জা ইহার কারণ।
কেমনে করিব চুরি হাপুতির ধন ॥
হেন কর্ম্ম করিআ অকার্য্য অতিশয়।
কাঁচ-মূল্যে চিন্তামণি করিল বিক্রয় ॥
আমি নই আমার কতেক দিন জীব।
হেন মহাপাপ আমি কেমনে করিব ॥
ছয় দিবসের শিশু পথে যদি মৈল।
ইহার বধের ভাগী রাজা পাত্র হৈল ॥
দ্বারেতে বসিয়া কান্দে চোর পাঁচ জন।
সিন্ধা বলে নিন্দা ভাই একথা কেমন ॥
রাজার লবণ খাই রাজার চাকর।
ইহার হত্যার পাপ রাজার উপর ॥
প্রাণ পাই এখন এড়ালে গুআহাটী।
রাজার আজ্ঞা পাইলে বাপেব মাথা কাটি ॥

২৯। পা মেষর। ৩০। অ হৈল।

কি করিবে দান তুমি কি করিবে ধ্যান।
কেন মোরে কৈল হরি পরাধীন প্রাণ ॥
পরাধীন সদাই পঞ্জর হইল শেষ।
বালক বনিতা রাখি বুলি দেশ দেশ ॥
অন্যের চাকর হল্য ইথে দোষ নাই।
লাউসেন লয়্যা যাব যে করে গোসাঞি ॥
চোরের ভাগিনা সিন্দা এই যুক্তি করে।
দ্বিজ রূপরাম গান বাঁকুড়া রায়ের বরে ॥

নিচুপে নিচুপে চোর করিল গমন।
লাউসেন মায়ের কোলে ঘুমায় তখন ॥
স্বপনে ঘুমায় বালা জননীব কোলে।
দু-হাতে ধবিয়া বালা পদ্ম যেন তোলে ॥
কোলে নিল লাউসেন ঐমনি বুকে হাত।
গাএ আডার বসন দিল পারিজাত ॥
মনে করে গুরুর চরণ ভদ্রকালী।
রক্ষা কর জয়দুর্গা বিষম কবালী ॥
ডাকা দিল তস্কর রাজার অন্তঃপুব।
কৃষ্ণের নন্দন যেন হরিল অসুর ॥
রাধা কৃষ্ণ বলে চোর গোবিন্দ গোপাল।
সুতিকার ঘরে নিল জ্বালিয়া মসাল ॥
কোলে কবি লাউসেন বাহিরে দিল পা।
তাকাতাকি তস্কব চৌদিকে বুঝে রা ॥
চারিদিগে চারি চোব সিন্ধা তাব মাঝে।
মহল হতে বেরাইল মনের হরিষে ॥
উভ রড়ে ধাইল লাউসেন কোলে করি।
তৃণাবর্ত্ত যেমন তুলিয়া নিল হরি ॥
ধেয়্যাছে তস্কর সব পায়ে কাঁপে মাটি।
বাজারের ভিতরে কাড়ায় দিল কাটি ॥
দোকান করিআ কোলে ঘুমায় দোকানি।
মুডকি সন্দেশ তায় ঝিলি নাড়ু চিনি ॥
চোর বলে বিধি দিল পথের সম্বল।
বসনে বান্ধিয়া নিল বিশেষ চপল।
সত্বরে এড়াল্য নিন্দা সহর বাজার।
কুটিল পদ্ধতি পাইল কালিনীর ধার ॥
বালিচরে পেরুল্য কালিনী গঙ্গা নীর।
মনোবেগে ধায় রড়ে যেন চোট তীর ॥
পদুমা করিল পাছু গড় মান্দারন।
রাঙ্গামেট্যা রাখিয়া রাখিল উচালন ॥
মোগলমারি আমিল্যা করিল পাছু-
আন।
বারবকপুর রেখ্যা পাইল বর্দ্ধমান ॥
দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কত দূরে।
কালীচক দিআ গেল বারবকপুরে ॥
ভৈরবী গঙ্গার নীরে দিল দবশন।
অনুকূল হৈল্য বেলা রবিব কিরণ ॥
লাউসেন করিযা কোলে সেইখানে রয়।
গজমাতা তস্কর সিন্ধাবে কিছু কয় ॥
এতক্ষণ কেহ বলে প্রাণ আইল ধড়ে।
প্রাণ উডি গিআছিল ময়নাব গডে ॥
কেহ বলে অনেক দিবস খাব ভাত।
আপনার মাথায় আপনি বুলায় হাত ॥
বড ভাগ্য জয হৈল দক্ষিণের হানা।
নিরীক্ষণ করে সভে পাত্রের ভাগিনা।
নির্ম্মল সুধীর যেন শিরিষের ফুল।
পঙ্কজসদৃশ দৃষ্টি চরণ রাতুল ॥
তিলফুল উন্নতি নাসিকা অনুপাম।
তনুরুচি শোভে যেন দুর্ব্বাদল শ্যাম ॥

রাজদণ্ড কপালেতে কমল ভুজঙ্গ।
কি দিয়া গড়িল বিধি রসের তরঙ্গ ॥
চারি দণ্ড সভাই লাউসেন দেখে চায়্যা।
হাপুতির বাছা বলে আনে করে দয়া ॥
নিন্দা বলে এখানে করিব কালীপূজা।
নদীকূলে আনন্দে সারিব সিদ্ধিভুজা ॥
দণ্ড দুই বিলম্বে রাজার ঠাঞি যাব।
ভেট দিয়া লাউসেন বাড়িতে অন্ন খাব ॥
সোনা পাব দুই কানে তোড়ল দুই করে।
মুখ চেয়ে বালক বনিতা সব ঘরে ॥
বলিতে বলিতে সভে বৈসে সেই ঠাঞি।
ভূপতির রিপু হৈল দয়া মায়া নাই ॥
কেহ [বলে] লাউসেনে পেলে রাখ গনে।
গজসিঙ্গা চোর বলে পেলে রাখ বনে ॥
নিন্দা বলে বাঁজি-বেনা সমুখে বিস্তর।
ইথে পেলে রাখ ভাই লাউসেন কোঙর ॥
এই সব যুক্তি কৈল চোর পাঁচ জনে।
লাউসেন পেলিআ রাখ বাঁজি-বেনা বনে ॥
অজ্ঞান বালক বনে বসন-পিহিত।
সকরে সকরে(?) যেন করিল শোভিত ॥
একে বাঁজি-বেনা বন উভে দুই হাত।
তার উপর বসন পাতিল পারিজাত ॥
তার মধ্যে লাউসেন রাখি প্রাণপণে।
নিদ্রা যান লাউসেন বাঁজি-বেনা বনে ॥
ডাল পালা পেল্যা তার চারি পানে রাখে।
অনুমান কিবা জানে পশ্চাৎ রিপু থাকে ॥

জোড়া শিঙ্গা বাজিল কাডায় দিল কাটি।
বাতাসে বসিল চোর বিছাইআ পাটি ॥
পরিণামে বিভোল বদনে জল দেয়।
কেহ বা উঠিতে নারে কেহ ধেয়্যা নেয় ॥
গঙ্গা নারায়ণ বলে রাম কৃষ্ণ হরি।
হাথ নেড্যা রাখিল শ্রীকৃষ্ণ আর হরি ॥
ঢাল খাণ্ডা রাখিল ভূষণ আর বেশ।
স্নান করিবারে চলে ছাড়ি মল্ল-বেশ ॥
স্নান পূজা তর্পণ সারিল গঙ্গাজলে।
সিদ্ধিভুজা সারিতে বসিল তরুতলে ॥
গোটা দশ মল্লিকা চাঁপার মালা কেনে।
গলায় পরিয়া বেশ মলয়পবনে ॥
কপালে তিলক তার তরণি-কিরণ।
রাজ্যের ঠাকুর কিবা আরম্ভ এমন ॥
বারি-পরিপূর্ণ কেহ আনে রামরস।
ঘটা করি বসিল ভোজনে সিদ্ধিরস ॥
পরিসর পাতিলেক পাটের পাছুড়ি।
তার উপর ঝিলি নাড়ু চিড়া-ভাজা মুড়ি ॥
আনন্দে বসিআ সভে সিদ্ধিভুজা খায়।
সদাগর বলিআ পথুক বলে যায় ॥
কার কার বদনে তুলিযা কেহ দেয়।
রাম রাম শব্দ কর্য়া রামের নাম নেয় ॥
রাম রস পেয়্যা কেহ কৃষ্ণ বলে ডাকে।
হাজার হাজার হাথি বাম হাতে রাখে ॥
চোর সব সত্বর গঙ্গার জল খায়।
বেনাবনে লাউসেন তখন নিদ্রা যায় ॥
দেবতা অসুর দেখ্যা হায় হায় করে।
বিধি বাম লাউসেন লয়্যা যায় চোরে ॥

বিষ্ণু বলে পশ্চিম-উদয় নাই হল্য।
এই পাকে ধর্ম্মের ভকিতা কত মল্য॥
এ মহীমণ্ডলে পুন্থ না হল্য বারমতি।
কলি যুগে কুটিল জীবের কোন গতি॥
ধর্ম্ম বলি কলি যুগে কেহ না জানিব।
কত আর উদ্ধার করিব সদাশিব॥
রাম নাম ভজিআ কতেক হৈল পার।
তবু নাঞি হৈল ধর্ম্ম পূজার প্রচার॥[৩১]
পরিত্রাই-শব্দ করে দেবতা অম্বুব।
আপনি লাউসেনে রাখ মায়ার ঠাকুর॥
বেনাবনে নিদ্রা যায় রাজার নন্দন।
বৈকুণ্ঠে বসিয়া দেখে দেব নারায়ণ॥
যার হেতু তপস্যা করিল রঞ্জাবতী।
বাঁজি-বেনার বনে লোটায় মহামতি॥
হনুমানে আপনি বলিল মায়াধব।
ঐ দেখ বেনা বনে লাউসেন কোঙব॥
তুমি মন করিলে বার্মতি পূজা পাই।
তুমি চল লাউসেন আনিতে ধাওাধাই॥
বলবন্ত বীর তুমি পবন-তনয়।
যেখানে আপনি যাবে সেইখানে জয়॥
সমুদ্র লঙ্ঘিলে তুমি শতেক যোজন।
উদ্ধাব করিলে সীতা অশোক-কানন॥
অনায়াসে কৈলে নষ্ট অক্ষয়কুমার।
দশানেন তোমা হইতে সবংশে সংহার॥
পূজা পাই অনায়াসে তুমি দিলে মন।
যদি রাখ লাউসেন রঞ্জার নন্দন॥
না পাইলাম আগুপূজা অনন্তমূরতি।
কলিযুগে না জানিল কেহ পূজা বার্মতি॥
বলিবার বচন বিলম্ব মোরে নাই।
ভারথি বলিতে বীর হইল বিদায়॥
লাউসেনের উদ্দেশ করিতে বীর যায়।
মনে মনে চিন্তে বীর কি করি উপায়॥
দশ বার প্রণাম করিল জোড় করে।
শঙ্খচিল রূপ ধরি উড়িল অম্বরে॥
পাকসাট সঘনে ঐমনি উড়ে বীর।
ঘুরিতে ঘুরিতে পাইল ভৈরবীর তীর॥
পাক দেয় পালক পসারে ঘনে ঘন।
উড়িআ পড়িতে বীর ঘুরিছে গগন॥
লাউসেন দেখিতে পাইল পবননন্দন।
হরষিত হৈলা বীর তুবিতগমন॥
উপরে ঐমনি ঘোরে ঘন দেয় ছো।
ঐমনি তুলিতে চায় কর্ণসেনের পো॥
উড়ে পড়্যা ঐমনি লাউসেন নিল কোলে।
পখুর বাগানে যেন চিল মাছ তোলে॥
লাউসেন করিয়া কোলে উঠে হনুমান।
পামরি বসন চির্যা করে খান খান॥
কোলে করি লাউসেন বৈকুণ্ঠ মুখে ধায়।
উভরড়ে ধাইআছে ধর্ম্মের সভায়॥
দেবতা সভায় বস্যা দেব নারায়ণ।
সারি সারি বসিআছে উন কোটি দেবগণ॥
বিধাতা দক্ষিণে বসি আছে পশুপতি।
পবন বরুণ বস্যা বিষ্ণুর সংহতি॥
ছয় রাগ বসি আছে ছত্রিশ রাগিণী।
মূর্ত্তিমান হয়্যা দেব বস্যাছে আপনি॥

৩১। অতঃপর আদর্শ পুথিতে এই অতিরিক্ত ছত্র আছে এবার দিলেন দুঃখ দারুণ তস্কর।

সম্মুখে নারদ ঋষি বীণাযন্ত্র হাতে।
উত্তরিল হনুমান ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥
সম্মুখে লাউসেন রাখি করে প্রণিপাত।
লাউসেন করিল কোলে অনাথ্যার নাথ ॥
আপনি অনাথ্য কোলে করিল কৌতুকে।
মানবমূরতি দেখি সদা হাস্য মুখে ॥
কোলে করি লাউসেন বলেন নিরঞ্জন।
হয়্যাছে মনুষ্যরূপ কশ্যপনন্দন ॥
অপরূপ দেখেন দেবতাগণ চেয়্যা।
বিশেষ দেখিতে আইল দেবতার মেয়্যা ॥
দেবতাব বালক বৈকুণ্ঠে যত ছিল।
দেখিতে মানবরূপ সত্বরে আসিল ॥
মনুষ্য দেখিআ সভে মনে হরষিত।
গুআপান খান ধর্ম্ম কর্পূর সহিত ॥
ভক্ত কোলে করি ধর্ম্ম ভকত-বৎসল।
সভামধ্যে আপনি হাসেন খল খল ॥
আকস্মাৎ মুখে হৈতে কর্পূর পড়িল।
কর্পূব পাতর বলি তথি জন্ম হৈল ॥
দেবতা রাখিল নাম কর্পূর পাতর।
বালক জন্মিল দেখ কর্পূর-সুন্দর ॥
লাউসেনের সখা হৈব সর্ব্বজন গায়।
ভূত ভবিষ্যৎ বাণী বলিবারে চায় ॥
বদনকমলে দিল কপিলার ক্ষীর।
মহীতলে অতেব লাউসেন মহাবীর ॥
অনাথ্যের মুখে [যদি] কর্পূর জন্মিল।
অনুচিত মনে গুণে মূর্খ সব মৈল ॥
কর্পূর লাউসেন থাকে দেবতা-সভায়।
দ্বিজ রূপরাম গায় ধর্ম্মের কৃপায় ॥

বৈকুণ্ঠে লাউসেন তবে রঞ্জার নন্দন।
সিদ্ধিভুজা খাইল ত চোর পাঁচ জন ॥
রামরস ফুরাইল ঝারি হৈল শুধু।
পতঙ্গ ভাসিল ঘামে লিপ্ত হৈল বিধু ॥
মায়াধারী বেশ রেখ্যা পরে জামা জোড়া।
কাবাই পরিল কেহ বান্ধে ঢাল খাঁড়া ॥
সিন্ধা বলে আরে নিন্দা লাউসেন আন।
রাজা যার রুধিরে করিতে চান স্নান ॥
সজীয়ন্ত দিতে যাই নৃপতির আগে।
দুগ্ধ বিনে মরে জানি ক্ষোভ পাছে লাগে ॥
বিষ্ণুপদতলে বেলা হইল বিস্তর।
চল ভাই ভেটিব পঞ্চম গৌড়েশ্বর ॥
এবার অনেক ভাগ্য এড়াইল জীবন।
ঘরে গিয়া দেখি শিশু-বনিতা বদন ॥
মাএর চরণে গিয়া দণ্ডবৎ নিব।
জয় দেখি এবার অনেক কাল জীব ॥
চল যাই দরবার বিলম্বে নাই কাজ।
দম্ভ করি উঠে চোর যেন মহারাজ ॥
এত বলি লাউসেন আনিতে কেহ যায়।
কাড়ার উপর কাটি পড়িল ত্বরায় ॥
সঘনে ফলঙ্গ দেয় বিশাল বড়াঞ্চি।
বেনা বনে দেখে গিয়া লাউসেন নাই ॥
দিশা করে চৌদিগ রাখিনু কোন খানে।
পগার খন্দক খালে খোঁজে চারি পানে।
চোর বড় চঞ্চল বিপাক দেখি বড়।
সিন্ধা নিন্দা গজমাতা এক ঠাই জড় ॥
উলকেশ্যা বন দেখে ঝোড় ঝঙ্কার।
কানন খুঁজিয়া বোলে ভৈরবীর ধার ॥

কেহ বলে শার্দ্দুল সাবিয়া গেল গনে।
কেহ বলে টানাটানি কবিল শৃগালে॥
মনে অনুমান কবে নয়নে জলধাবা।
চান্দ বল্যা চকোব গিলিয়া গেল পাবা॥
শিশু ছিল এইখানে পামরি ছিল ঢাকা।
কি জানি চোবেব ঘবে দৈবে দিনে ডাকা॥
নিন্দা কান্দে মাথায় তুলিআ দুই হাত।
কি বোল বলিব গিআ বাজাব সাক্ষাৎ॥
হানা দিতে ময়নায় অনেক পাইনু দুখ।
সব হৈল বিফল দেখিমু কাব মুখ॥
দুঃখসিন্ধু দূব হৈল অনেক যতনে।
চোব সব বস্যা কান্দে বাঁজি-বেনা বনে॥
কানে সোনা পবিতে মনেব সাধ ছিল।
মাঘমাসে অকস্মাৎ ঝন্‌ঝনা পডিল॥
কি বলিআ যাব ঘব আব নাকী পাব।
মবিলে জঞ্জাল ঘুচে কোন দেশে যাব॥
পবিবাব পালনে অনেক দুঃখ পাই।
বিহঙ্গ হইল মন হরিদ্বাব যাই॥
এত বলি বেনা বন ভাঙ্গিল বিশেষে।
নিন্দা বলে দিশা পারা লাগিল দিবসে॥
আনে বলে লাউসেন এইখানে রেখ্যা-ছিল।
অবতার মনে কবি চিলে ছুঞে নিল॥
মাথায় যুগল পাণি হায় হায় কবে।
বিধাতা দিলেক ডাকা চোবদিগেব ঘবে॥
বেনা বনে সিন্ধা চোর গডাগডি যায়।
যুক্তি করি বলে কেহ এহাব উপায়॥
কুকুরেব রুধিবে ভেটিব নবপতি।
কান্দিতে কান্দিতে সভে কবেন যুগতি॥
মন্ত্র বলি[৩২] নিন্দা চোর বেনা বনে উঠে।
মন দিলে বিষাদে ব্রহ্মাব বল টুটে॥
লাউসেনেব বক্ত বলি বাজাকে ভেটিব।
চল ভাই কুকুব কাটিযা বক্ত নিব॥
অন্তবে সাহস হল্যে বণে বনে জয়[৩৩]।
সাহস কবিলে লক্ষ্মী ঘবে বসি পায়॥
এত বলি সাহস কবি বলে দুর্গানাম।
ভবানিবামেব বলে ভকতেব সম॥(?)
পাব হয়্যা ভৈববী গৌডেতে দবশন।
কুকুবেব বক্ত নিঞা ভাবে মনে মন॥
ভুমেতে ঢালিআ দিল খই চিডা[৩৪] মুডি।
চাবিদিগে কুকুব ধাইল বডাবডি॥
চিডা খেত্যা খেত্যা কুকুব খাওাখাই কবে।
কাটাবি হানিল সিন্ধা তাহাব উপবে॥
রুধির ধবিল তাব ধবিআ [ত] শবা।
কোটাল কুটিলবুদ্ধি কিছু নহে হাবা॥
বাম কবে বক্ত শবা নিল প্রাণপণে।
দডবডি বাজাব দববারে দবশনে॥
বক্ত শবা দিলেক বাজাব ববাবব।
চোব বলে মাথায় জুডিয়া দুই কব॥
লাউসেনের বক্ত লইআ আনিল যতনে।
ছয় দিবসে শিশু মবে গেল গনে॥
দুগ্ধ বিনে পথে মৈল পাত্রেব ভাগিনা।
লাউসেন মবিল বলিতে শ্রবণে পাইল সোনা॥

৩২। পা নন্দ্রবান (?)। ৩৩। পা জায়। ৩৪। পা চিড়া ভাজা।

জোড়া পাইল কাবাই তুবঙ্গ খাঁড়া ঢাল।
বক্সিস পাইল নিন্দা হইল নেহাল ॥
বিদায় হল্য বাড়িকে যতেক চোরগণ।
লাউসেনের রক্ত দেখে যত সভাজন ॥
বার ভুঞে বসিল অধরে দিআ হাত।
পাত্র মহামদ বলে রাজার সাক্ষাৎ ॥
এই রক্তে ভূপতি এখনি কর স্নান।
অমর হইবে তুমি ইন্দ্রের সমান ॥
বলিতে বলিতে বড মনে হৈল ত্বরা।
ভূপতির মাথায় ঢালিল রক্ত শরা ॥
জামা জোড়া অঙ্গে রক্ত পড়িল তখন।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন লাগিল গ্রহণ ॥
পবিত্র পাতকপূর্ণ পাপ রক্তে স্নান।
শব্দ করে খলখল কুকুর সমান ॥
কুকুর-আকাব মুখ পিঙ্গল লোচন।
পাতক প্রতাপপূর্ণ গেল পূর্ব্ব ধন ॥
বড়ই চঞ্চল হৈল উঠে আর আর বৈসে।
রাম শব্দ বলিতে কুকুর-ভাষা আইসে ॥
পাগল হইল বাজা পর শব্দ শুনি।
আকস্মাৎ টলবল করে গৌড়ের ধবণী ॥
কেহ [বলে] কি জানি হইল কোন রূপ।
সঙ্গদোষে নষ্ট হইল গোউড়ের ভূপ।
অর্থদান করে বাজা বসন ভূষণ।
মহাভারতের বাক্য শুনে রামায়ণ ॥
পূর্ব্বের প্রতাপে দূরে পাতক সকল।
পবিত্র হইল রাজা যেন গঙ্গাজল ॥

রামস্বর হইল বেরাইল অন্য কথা।
কলিযুগে গৌড়েশ্বর যেন কর্ণদাতা ॥
রাজভূষা বিস্তর সন্তোষ হইল মতি।
জয়মুনি ভারথ শুনে রামায়ণ পুথি ॥
প্রহ্লাদ[৩৫] সদৃশ যেন ছিল চন্দ্রহাস।
বলবন্ত রিপু তার করিতে বিনাশ ॥
চন্দ্রহাস বিষ দিতে লিখিল রাজন।
বিষ অর্ঘ্যদান লয়্যা দিলেক মদন ॥
পাটে বস্যে কৃষ্ণকথা শুনে গৌড়েশ্বর।
ময়না লইআ কিছু শুনহ উত্তর ॥
ময়নার লোক কান্দে হায় হায় করে।
লাউসেন চুরি গেছে নৃপতির ঘরে ॥
ধর্ম্মের প্র[ভাব] হেতু বিধাতার খেলা।
ঘুমায় আলিসে লোক দশদণ্ড বেলা ॥
বৈকুণ্ঠেতে লাউসেন কেহ নাই জানে।
রঞ্জাবতী লাউসেন না দেখে নআনে ॥
পরাণে বিকল বড় হৈল রঞ্জাবতী।
দাসীরে বিনয়ে বলে করিআ প্রণতি ॥
কল্যাণী মানিকী শুন আমার বচন।
কোনখানে রাখিআছ মোর প্রাণধন ॥
পরাণে বিকল বলে কল্যাণী মানিকী।
কোলে তোমার লাউসেন সকালেতে দেখি ॥
আছাড খাইআ পড়ে রঞ্জাবতী রানী।
বদনে ঐমনি কেহ দেয় গঙ্গার পানি ॥
বুকে হানে দু-হাত উরাতে মারে ঘা।
ধুলায় ধূসর তনু মুখে নাই রা ॥

৩৫। পা প্রসাদ।

ধর্ম্মের মায়া কিছু কহা নাই যায়।
রূপরাম ফকির ধর্ম্মের গীত গায় ॥[৩৬]

নানা অমঙ্গল হৈল ভূপতি মহলে।
কোথা গেল কিবা হল্য সর্ব্বলোক বলে॥
কেহ বলে চোরে নিল কেহ বলে বাঘে।
কেহ বলে একথা শুনিতে ভয় লাগে॥
কেহ বলে বায় পিচাশে পারা নিল।
ময়নার লোক যত কান্দিতে লাগিল॥
চৌদিকে চাকর দৌড়ে ঘাটি ঘাটি থানা।
টলমল করে মহী দক্ষিণ ময়না॥
ময়নার লোক কান্দে অঝোর নআনে।
রায় কর্ণসেন কান্দে হইয়া অজ্ঞানে॥
লাউসেন বলি রঞ্জা কান্দে উচ্চস্বরে।
ডুম্বুর হারাএ যেন বাঘিনী ফুকরে॥
ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন হারাইআ মণি।
মদন হারায়ে যেন পাগল রুক্মিণী॥
মেঘনাদ নিধনে যেমন মুঞ্জদরী।
কি হল্য কি হল্য বলি কান্দয়ে সুন্দরী॥
এয়্য স্থয়্য দেখা দিল সাঙ্গাতিনীগণ।
সই বলে মুখে মুখে প্রবোধ বচন॥
আকুল হইয়া রঞ্জা যায় গডাগডি।
দরিয়ায়[৩৭] পড়িল যেন কৃপণের কড়ি॥
যার ঙার পাএ ধরে আকুল বিশেষ।
কি বলিতে কিবা বলে নাই বুদ্ধিলেশ॥
সাঙ্গাতিনী বলে শুন অপরঞ্চ সই।
কয়্যা দিবে নিশ্চয় আমার বাছা কই॥
শালে ভরা দিয়া আমি তেজিলাম জীবন।
তবে বাছা দিয়াছে অনাদ্য ভগবান॥
আমার জীবন ধন কে করিল চুরি।
কেবা নিল হাথে হাথে রূপের মাধুরি॥
তেলি সইয়ে মালি সইয়ে
জিজ্ঞাসিয়া জান।
পুত্রের শোকেতে আমি হয়েছি অজ্ঞান॥
বলিতে কেহ না পারে প্রবোধবচন।
হেন বেলা বৈকুণ্ঠে জানিলা নারায়ণ॥
পুত্র না দেখিযা যদি মরে রঞ্জাবতী।
শুন হনুমান বীর আমার ভাবথি॥
অবনিমণ্ডলে আমি নাই পাব পূজা।
পুত্রশোকে মরে পাছে কর্ণসেন রাজা॥
কোলে করি লাউসেন কর্পূর পাতর।
মনগতি মনে কর ময়না নগর॥
রঞ্জাবতী ভাগ্যবতী তার কোলে দিবে।
কর্পূরের বাণী বাপু বিরলে বলিবে॥
বড় দুঃখ পাইলে এক পুত্রের
লাগিআ।
দুই [পুত্র] ধর্ম্মরাজ দিল পাঠাইয়া॥

৩৬। এই স্থলে ন পুথিতে ত্রিপদী আছে। তাহার ভণিতা
মাথায় ভাঙ্গিয়া হাঁড়ি যায় বামা গড়াগড়ি
মুরছিত ধরণী উপর।
পতিতপাবন শ্যাম কহে দ্বিজ রূপরাম
কায়তি-শ্রীরামপুরে যার ঘর॥

৩৭। পা দর্য্যায়।

এই বাণী বলিবে রঞ্জার বিত্তমান।
বিলম্ব না সহে বাপু অবশ্য পআন॥
বলবন্ত বীর তুমি রামায়ণে লেখে।
চলে যাও বিমানে দেবতা নাই দেখে॥
সেতুবন্ধ[৩৮] অবতার তোমা হতে হল্য।
ইন্দ্রজিৎ তোমার বিক্রম হৈতে মৈল॥
পাতালে মরিল মহী পাল্য পরাজয়।
পতঙ্গ ধরিতে মনে না করিল ভয়॥
কর্পূর লাউসেন লহ না কর বিলম্ব।
অমর অসুর কাঁপে দেখি তব দম্ভ॥
কর্পূর করিল কোলে লাউসেন মাথায়।
না বলিতে মহাবীর হইল বিদায়॥
দুই শিশু কোলে নিল বীর হনুমান।
সত্বর ময়না দেখে করি[লি] পআন॥
পবন সাক্ষাতে হরি বিষ্ণুপদতলে।
দেখাদেখি গেল বীর অবনিমণ্ডলে॥
কোন মায়ারূপে দেখা দিব কর্ণসেনে।
বালক করিআ কোলে যুক্তি করে মনে॥
কি বলিব রাজাকে কেমনে শিশু দিব।
মায়া কবি ফুলবনে বিরস[৩৯] রাখিব॥
দৈবজ্ঞের বেশ ধরি যাব সভা আগে।
পশ্চাৎ বালক দিব এই মনে লাগে॥
ফুলের বাগান আছে ময়নার মাঝে।
তাহাতে কর্পূর রাখে ময়নার দরজে॥
ফুল্ল মধ্যে রাখিল অনেক ফুল তুলি।
কর্পূরের রূপে যেন খেলায় বিজুলি॥
কর্ণসেনের রূপে আলো ফুলের বাগান।
কোকিল উগারে মধু অলি গীত গান॥
ফুলশয্যা বিছাইয়া রাখিল দুইজন।
ফুলের বালিশ দিল ফুলের উড়ন॥
নানাবর্ণের ফুল দিল লাউসেনের গায়।
মকরন্দ লোভে অলি উড়িআ বেড়ায়॥
রাখিল যুগল শিশু নিবাত কুলির (?)।
তখনি দৈবজ্ঞ হৈলা হনুমান বীর॥
কেহ কান্দে করুণা করিয়া মায়াফান্দে।
লাউসেন হারায়্যা কেহ বুক নাই বান্ধে
পরম যতনে বীর নিল পাঁজি পুথি।
তিলক উজ্জল পরিধান শুক্ল ধুতি॥
নৃপতি বস্যাছে তখন হইআ অজ্ঞান।
রাজার নিকটে তখন গেল হনুমান॥
অঝোর নয়ানে বস্যা আছে রঞ্জাবতী।
হেনকালে মহাবীর যান শীঘ্রগতি॥
ডাক দিয়া বাক্য বলে আপনা আপনি।
বাছা চুরি হৈল আমি গুণ্যা দিতে জানি॥
এত বলি রাজার মহলে দেখা দেন।
রঞ্জাবতী রানী যথা রাজা কর্ণসেন॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
জোড়হাতে রঞ্জাবতী করে নিবেদন॥
পুত্র হারা হৈল গোসাঞি আজিকার রাতি।
গুণে দি[লে] সোনায় বান্ধাব পাঁজি পুথি॥
এত বলি রঞ্জাবতী গড়াগড়ি যায়।
শোকে বড় কাতর কুটিল চক্ষে চায়॥
হনুমান অঙ্ক রাখে অবনি উপরে।
পাঁজিখান পরিপাটি শোভে বাম করে॥

৩৮। পা সেতবন্ধ। ৩৯। পা বিরোস।

অঙ্কের উপর খড়ি রাখিল তখন।
অন্তরযামিনী বীর করে নিবেদন ॥
চোর পাঠাইয়াছিল তোর বড় ভাই।
নিন্দা মেট্যা চোর এথা আইল
ধাওাধাই ॥
রাতারাতি লাউসেনে নিলেক বলে ছলে।
ঠাকুর করিল রক্ষা ভৈরবীর জলে ॥
মালির বাগানে ফেল্যা গিআছে সত্বর।
সেইখানে গেলে পাবে লাউসেন কুঙর ॥
রাজ্যের সহিত রাজা ঊর্দ্ধমুখে ধায় ॥
সভা আগে হনুমান ফুলবন পায় ॥
দুই শিশু হনুমান কোলে করি নিল।
রঞ্জাবতীর সম্মুখে তখন দেখা দিল ॥
অতিশয় বিনয় বলে মধুর ভারথি।
আপনার পুত্র বাছা নেহ রঞ্জাবতী ॥
শালে ভর দিলে তুমি বড় পাইলে দুখ।
ব্যাকুল হয়্যাছে মন দেখ পুত্রমুখ ॥
এত বলি হনুমান দাণ্ডাইল দূরে।
দুই শিশু দেখি রঞ্জা মনে যুক্তি করে ॥
নিশ্চয় বলিতে নারে লাউসেন কে।
অসিত কমল রাজি সসংঙ্গিত[৪০] দে ॥
সমান নয়ন দেখে সমান বদন।
সমান সমান দেখে চম্পকবরণ ॥
এত অনুমান যদি করি[ল] বিস্তর।
লাউসেন বলিআ নিল কর্পূর পাতর ॥
ঐমনি বদনকমলে স্তন দিল।
দুগ্ধ নাই খায় শিশু কান্দিতে লাগিল ॥
রঞ্জাবতী মনে করে লাউসেন নয়।
হেনবেলা হনুমান আগু হয়্যা কয় ॥
এক পুত্র হেতু তুমি শালে দিলে ভর।
দুই পুত্র তোমারে দিলেন মায়াধর ॥
এত বলি লাউসেন দিল তার কোলে।
আপনি পড়িল দুগ্ধ বদনমণ্ডলে ॥
রাজ্যের সহিত রানী মনে হরষিত।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের সঙ্গীত ॥

হনুমান বলে শুন রঞ্জাবতী রাণী।
তোমার মনের কথা আমি ভাল জানি ॥
তুমি বড় ভাগ্যবতী বেণু রায়ের ঝি।
তোমার ভাগ্যের কথা লেখা দিব কি ॥
কর্পূরের জন্ম হৈল অনাস্তের মুখে।
পুত্র হৈতে দ্বিগুণ পালন কর সুখে ॥
কর্পূর অনুজ ভাই লাউসেন বড়।
বিশেষ মনের কথা তো[রে] কই দড় ॥
এত বলি চল্যা গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
বিশেষ আনন্দ গুরু ময়না দক্ষিণে ॥
মনে যদি বাহড়ে হারাইলে রুদ্র পাই।(?)
তার প্রতি কভু নাই আপদ বালাই ॥
আপন মহলে রানী দিল দরশন।
তোলা গঙ্গাজলে স্নান করিল তখন ॥
অষ্ট অলঙ্কার দিল দুই জনের গায়।
সুবর্ণের টাড় বালা আপনি পরায় ॥
সদাই দেহেলা করে মৃদুমন্দ হাসি।
একদিন লাউসেন মায়ের কোলে বসি ॥

৪০। 'সুসংহত' অথবা 'সুসঙ্গত' হইতে পারে।

অঙ্গরুচি অতি শোভা কান্তি নাই টুটে।
আচম্বিতে লাউসেন কান্দ্যা কান্দ্যা উঠে॥
আকুল হইয়া কান্দে করুণামাধুরি।
প্রীতবাক্য বলিছেন রঞ্জা বিদ্যাধরী॥
ওরে বাছা লাউসেন বাছা আরে আয়।
না জানি প্রাণের বাছা কিবা ধন চায়॥
আজি কেন লাউসেন নাই শুনে কথা।
পুনর্বার কান্দিলে মায়ের খাও মাথা॥
আপুনি পেত্যায় রানি আয় আয বলে।
সোনার বাজার তায়ে সমুদ্রের জলে।
গোপনে হয়্যাছে পূর্ণ কৃষ্ণ অবতাব।
না কান্দ না কান্দ বাপু এই সমাচার॥
হার গেঁথ্যা দিব কালি আকাশেব ফুলে।
কানাই বাজান বাঁশী কদম্বের মূলে॥
রাম অবতার বাপু কৃষ্ণ অবতাব।
শ্রীরামলক্ষ্মণ হৈল সমুদ্রের পাব॥
ওরে লাউসেন বাছা আ[য়] বাছা আয।
কলধৌত তরণী তরঙ্গে ভেসে যায়॥ধু॥
পুনরপি শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ হয।
এত বলি পেত্যায় কদাচ নাই রয॥
কান্দিতে কান্দিতে কান্দে নহে নিবারণ।
ব্যাকুল হইয়া তখন রঞ্জাবতী কন॥
চারি দণ্ড হৈল বাছা দুগ্ধ নাই খায়।
কল্যাণী মানিকী বলে এহার উপায॥
কেহ কানকথা কহে কেহ বান্ধে রক্ষা।
কেহ বলে পাটপড়শি বা গেল দেখ্যা॥
কান্দিতে কান্দিতে শিশু কোলে ঘুম গেল।
কল্যাণী মানিকী বলে জঞ্জাল করেছিল॥
কোলে দুগ্ধ খায় তখন লাউসেন কোঙর।
দ্বিজ রূপরাম গান সেবি মায়াধর॥

আনন্দে যুগল শিশু বাড়ে দিনে দিনে।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন উদয় গগনে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস যায়।
পুণ্য দিন ছয় মাসে পরিবন্ধ তায়॥
দুই ভাই ধাওাধাই বুলে বাড়ি বাড়ি।
সজাগ দেখিলে দুহে যায় রড়ারড়ি॥
ঘটি বাটি থালা ভাঙ্গে ভরন্ত কলসি।
মেজ্যায ঢালিয়া জল কাদা করে বসি॥
ঘরে আয বাহিরে সদাই ধাওাধাই।
দিনে দিনে ঢামালি [হইল] দুই ভাই॥
বাহিবে করিয়া কাদা তায় বোনে ধান।
ভুজঙ্গ বিলাই ধরে ভুজঙ্গ সমান॥
নিবড়িল দুই বৎসব তিনেতে প্রবেশে।
মনে করে ময়না নগরে বস্যা কিসে॥
গুলি-দাণ্ডা ভেটা খেল্যা বোলে ধাওাধাই।
বিশেষে জুআর চোর হইল দুই ভাই॥
দুই সন্ধ্যা ঝালি খেলে চডি বড় গাছ।
সাটীদীঘির জলে সদাই খেলে মাছ॥
[হেনকালে রঞ্জাবতী ভাবে অনুমান।
দাসী দিযা স্বামীকে ডাকিল বিদ্যমান॥
বুড়া রাজা কর্ণসেন দিল দরশন।
জোড়হাথে রঞ্জাবতী করে নিবেদন॥
রঞ্জাবতী রানী তখন বলে জোড়-কর।
এই নিবেদন করি তুয়া বরাবর॥
নিজ দোষে মূর্খ হইল লাউসেন কর্পূর।
সদাই সহরে খেলে চরণে নপুর॥

জঞ্জাল করয়ে দুহে সহরে সহর।
প্রজাগণ এস্যাছিল মোর বরাবর ॥
ডাকিয়া আনহ গোসাঞি কুলের ব্রাহ্মণ।
লাউসেন কর্পূরে আজি পড়াকু যতন ॥
রঞ্জার বচনে মহারাজা সায় দিল।
কুলের ব্রাহ্মণ তবে ডাকিয়া আনিল ॥
নানা উপহার দিব্য আনিয়া তখন।
স্নান করে লাউসেন রঞ্জার নন্দন ॥
পঞ্চ দেবতার পূজা আনন্দে করিল।
সরস্বতী দ্বিজবর পূজিতে লাগিল ॥
খড়ি হাথে দ্বিজ [তবে] দেখাল অক্ষর।
লাউসেন হইতে দিল কর্পূর পাতর ॥
ক খ আদি পড়িল অক্ষর যথোচিত।
চৌতিশ অক্ষর আগে পড়িল তুরিত ॥
পড়িল আঠার ফলা হইয়া সাবধান।
আঙ্ক আস্ক পড়ে আর সিদ্ধি বানান ॥
পরস্মৈপদ পড়ে আত্মনেপদে মন।
তরাতঙ্কি ভাবপদ পড়িল তখন ॥
কর্ম্মপদ পড়িলেন শতৃপদ তায়।
আনন্দে লাউসেন পড়ে ময়নার রায় ॥
তিন কাণ্ড সুবন্ত পড়িল তিন দিনে।
মঞ্জরী পড়িতে মন হইল শুভক্ষণে ॥
অল্প দিনে লেখাপড়া শিখিল বিস্তর।
ভট্টাচার্য্য সহিত সমস্যা নিরন্তর ॥
যার তার সনে করে টীকার বাখান।
পড়িল নিগম শাস্ত্র ভারথ পুরাণ ॥
জৌতিষ পড়িল কিছু রাজার কোঙর।
লাউসেন পড়ে আর কর্পূর পাতর ॥
এগার বৎসরে হইল কর্পূর লাউসেনে।
হেন মতে নানা বিদ্যা পড়ে দুইজনে ॥
অনাদ্যের মায়া কহনে না যায়।
মউরভট্ট বন্দ্যা দ্বিজ রূপরাম গায় ॥] [৪১]

৪১। বন্ধনীস্থিত অংশ ন-পুথির।